নারায়ণী-সঙ্গীত।

স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় রচিত।

সিউড়ি ; বীরভূম।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম্, এস্ সি।
সিউড়ি; বীরভূম।

কলিকাতা, ৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
চেরিপ্রেস হইতে
আর, কে, রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায়।

জন্ম ১৮২৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৯০৭ খৃঃ।
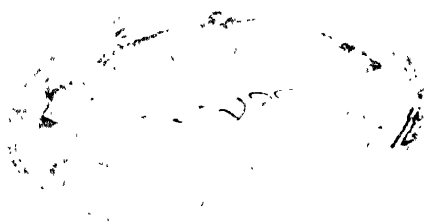
প্রকাশকের নিবেদন।

জগজ্জননী জগদম্বার কৃপায় আমার স্বর্গগত পিতামহ মহোদয়ের বিরচিত সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও কৃতিছাত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ রায় এম্, এ, এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করার জন্য সমুদায় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হস্তলিখিত ও অনেক স্থলে অস্পষ্ট পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্গীতগুলি উদ্ধার করিয়া তিনি সেগুলি যথাযথ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং প্রথম পংক্তির সূচীটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গ্রন্থের নামকরণও তাঁহারই কল্পনা। সমুদায় ব্যবস্থা হওয়ায় পর হঠাৎ অকালে চতুর্ব্বিংশতি বয়ঃক্রমকালে তিনি আমাদিগকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা অনেকদিন শোকসন্তপ্ত অবস্থায় ছিলাম; এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি নাই। স্বর্গীয় পিতামহদেবের সঙ্গীত আমাদের অতি আদরের ও পূজার বস্তু। এই সঙ্গীতগুলি তাঁহার পুণ্য স্মৃতি। সুতরাং আমরা এই সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিতে পারায় নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি। আমার ভক্তিভাজন খুল্লতাত সিউড়ি জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়া আমাদের পারিবারিক কীর্ত্তি রক্ষা করিলেন।

সঙ্গীতগুলি সমস্তই ধর্ম্মসঙ্গীত। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের উপভোগ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সঙ্গীতের কয়েকটী বাঙ্গালা ১৩১৭।১৩১৮ সালের প্রথম বর্ষ 'বীরভূমি'র দ্বাদশ সংখ্যায় বাহির

হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে 'বীরভূমি'-সম্পাদক আমাদের প্রতিবেশী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, বি, এ, মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আজ পাঁচ বৎসর হইল কালীনারায়ণ রায় মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইংরাজী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮১ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বীরভূম কালেক্টরীর একাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন। অনেক উচ্চপদ গ্রহণের জন্য আহুত হইয়াও বিদেশে যাইতে হইবে বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি কৃতকৰ্ম্মা, স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ, মিতব্যয়ী ও দয়ালু ছিলেন। সিউড়ি সহরের সকলেই ও বীরভূম জেলার অনেকেই রায় মহাশয়কে বিশেষরূপেই জানিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি যে একজন সুনিপুণ সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তিনি শেষ বয়সে দৈনিক একটা করিয়া ধৰ্ম্মসঙ্গীত রচনা করিতেন ও ৺শিবপূজা, ইষ্টমন্ত্রজপ প্রভৃতিতে ৬টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত অতিবাহন করিতেন। তাঁহার রচিত সমস্ত সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামপুর হাটের নাজির শ্রীযুক্ত করালীপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহাতে প্রায় ৩০০ সঙ্গীত পাওয়া যায়। সমস্ত সঙ্গীতগুলি অধিকাংশই শক্তিবিষয়ক, রায় মহাশয় স্বয়ং শক্তিময়েরই উপাসক ছিলেন। গানগুলির মধ্যে প্রায় ৫০টী আগমনী, তাহা ছাড়া দেহতত্ত্ব, সাধন সঙ্গীত, বৈষ্ণব সঙ্গীত প্রভৃতিও আছে।

এই সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বৰ্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা সংক্ষেপেই বলিব। বীরভূম-সাহিত্য-পরিষৎ এই প্রকারের অসংখ্য সঙ্গীত যেরূপ ক্ষিপ্র গতিতে সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কিছুদিন পরে কথাটা বিস্তৃতরূপে বলিবার সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে

বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক যুগেরই একটা একটা বিশেষত্ব আছে। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে যে সমস্ত হইতেছে—সে সমস্ত সঙ্গীতে কবিত্ব যতই থাকুক না কেন—শব্দ-বৈভবে তাহা যতই শ্রীমান্ হউক না কেন—তাহার চমৎকারীত্ব সহস্র সহস্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধনশীল হিন্দু নরনারীর হৃদয়-যন্ত্রের গভীরতম প্রদেশ স্পর্শ করে না। এই সমস্ত সঙ্গীতে প্রাচীন হিন্দুর সংস্কার বা পৌরাণিক ভাব সাধনার ও তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের স্থান না থাকাই ইহার কারণ। ভবিষ্যতে আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সময় আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক এই সমস্ত সঙ্গীতকেই সাহিত্য কাননের একমাত্র পুষ্প বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন—সেই সময়ে নির্জ্জন পল্লীসমাজে কত শত সহস্র কুসুমই যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত অজ্ঞাত কুসুমের ঘ্রাণ এখনও আলোচনা-রাজ্যে যতই উপেক্ষনীয় হউক না কেন ভবিষ্যত তাহাদের যথার্থ মর্য্যাদা করিবার লক্ষণ দেখাইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। স্বর্গীয় যাত্রাওয়ালা ও সাধক কবি নীলকণ্ঠ স্বর্গে গমন করিয়াছেন—সাহিত্য-সমাজে তাঁহার নাম নাই। অবশ্য কতকগুলি জিনিষ যাহা বর্ত্তমান কালের সাহিত্যিকগণের থাকা দরকার নীলকণ্ঠের তাহা ছিল না। কিন্তু বঙ্গসমাজে তাঁহার প্রভাব ও আদর কত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাশরথী রায়ের রচনায় কবিত্ব দেখিতে পান নাই, ইহা তাঁহার যুগের দোষ না দাশরথী রায়ের দোষ তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই, তবে মীমংসার দিন আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের গতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে—যে এতদিন যাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, অন্ততঃপক্ষে 'তথা কথিত' শিক্ষিত সমাজে যাহা আদৃত বা পরিচিত ছিল না—অথচ যাহা পল্লীসমাজে সহস্র নরনারীর হৃদয়ে অক্ষুন্ন প্রভাব বিস্তার করিতেছিল—তাহার পুনরুত্থানের

দিন আসিতেছে। অবশ্য পূর্ব্বে তাহা যে ভাবে ছিল এখনও যে ঠিক সেইভাবে আসিবে তাহা নহে—ইতিহাস এমন কথা বলে না—তবুও তাহা আসিতেছে। এই সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করা প্রয়োজন, কারণ সেই পুনরভ্যুদয়ের পক্ষে এই সমস্ত সঙ্গীতের সংবাদ লওয়া খুব বেশী রকম প্রয়োজন হইবে।

কথাটা এবারে বিশদ করিব না। ইউরোপের সমাজ বিজ্ঞান হইতে একটা উদাহরণ দিই। বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সাহিত্য ও দার্শনিক সাধনা যথন 'নবালোক' (Enlightenment)এর ভাবে উন্মাদিত ও আত্মহারা—তখন তাহার তলে তলে ফল্গুনদীর জলস্রোতের মত ইংলণ্ডে Methodism ও জার্ম্মানিতে Pietism নামে খ্যাত যে চিন্তার স্রোত এক সম্প্রদায় লেখক ও প্রচারকের মধ্যে দিয়া অব্যাহত ভাবে বহিয়া যাইতেছিল তাহার বড় একটা কেহ খোঁজ লয় নাই। আসল কথা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই নাকি তাহা সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী যুগে 'নবালোক' এর একদর্শিতা, ব্যক্তিতন্ত্রতা ও দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করিয়া যখন যথার্থ আধুনিক যুগ উপস্থিত হইল তখনই বুঝা গেল সেই অবজ্ঞাত ফল্গু-স্রোতের মূল্য কত!

আমরা এই সমস্ত সঙ্গীত অতীব আদরের সহিত সংগ্রহ করিতেছি। এই জাতি নীরবে কি করিতেছে তাহার খবর লওয়া বিশেষ ভাবে দরকার, দেশের নাড়ী যেখানে এখনও বাঙ্গালা সাহিত্য ঠিক সেখানে হাত দিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।"

আশ্বিন, সন ১৩৩৩ সাল।

ইতি—

বিনীত—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়।

৺কালীনারায়ণ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

—:০:—

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রসুলপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে কালীনারায়ণ রায়ের জন্ম হয়। তিনি পিতা, রামজয় রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। তাঁহার আরও পাঁচ ভাই এবং তিন ভগিনী ছিল। রামজয় বীরভূম জেলার প্রধান নগর সিউড়িতে কবিরাজি করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু মাতা চন্দ্রাবলী দেবীর অপরিমেয় স্নেহে প্রতিপালিত হইলেও কালীনারায়ণ বাল্যকালে বিলাসিতার মুখ দর্শন করেন নাই।

কালীনারায়ণের বাল্যকালের বিশেষ কোনও বিষয় আমরা জানি না। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার বিদ্যানুরাগ ও ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তৎকালিক প্রথা অনুসারে তিনি কিছু পারস্য ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সরকারি কার্য্য করিবার সময় একজন শিক্ষকের নিকট কয়েক মাস অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায়ও বেশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

কালীনারায়ণ ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু চারি বৎসর পরে একটী পুত্র সন্তান রাখিয়া পত্নী পরলোক গমন করিলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। নয়টী পুত্র ও ছইটী কন্যা এই বিবাহের ফল। ইহাদের মধ্যে চারিটী পুত্র ও একটী কন্যা অতি শৈশবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব কেবল ছয়টী পুত্র পিতার ভবিষ্যত জীবনে আর্থিক কষ্টের অপনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছেলেদের মানুষ করিতে কত কষ্ট হইয়াছে তাহা তাঁহাদের পদ দেখিয়া অনুমিত হইতে পারে।—

প্রথম পুত্র,—৺শ্যামাপ্রসাদ রায় হেড্ ক্লার্ক,
বৰ্দ্ধমান ম্যাজিষ্ট্রেসি।

দ্বিতীয় পুত্র,—৺ক্ষেত্রপ্রসাদ রায় বি, এল্।
উকিল, সিউড়ি।

তৃতীয় পুত্র,—শ্রীযুক্ত হংসপ্রসাদ রায়,
সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

চতুর্থ পুত্র,—শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ রায়,
উকিল, সিউড়ি।

পঞ্চম পুত্র,—৺বগলাপ্রসাদ রায়, বি, এল্
উকিল রামপুরহাট।

ষষ্ঠ পুত্র,—শ্রীযুক্ত করালীপ্রসাদ রায়,
ইন্‌কম্‌ট্যাক্স এসেসর, বাঁকুড়া ও বীরভূম।

১৮৫৪ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালীনারায়ণ বীরভূম কালেক্টরীর একাউণ্ট্যাণ্টের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, বদান্যতা, সহৃদয়তা এবং সত্যপ্রিয়তা তাঁহাকে বীরভূম জেলার অনেকের এবং সিউড়ি সহরের প্রায় সকলেরই নিকট ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসার পাত্র করিয়াছিল। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে 'কালীবাবু' এবং ইতর ভদ্র প্রতিবেশী-দিগের নিকট 'রায়জি' বলিয়া অভিহিত হইতেন। এমন কি, তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, প্রিয়বাদিতা এবং কমনীয় ব্যবহার উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে বিদেশ হইতে প্রিয়বন্ধুরূপে সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিতেন। অনেক উচ্চ পদ গ্রহণের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী স্থানে আহূত হইয়াও আপনার পাঁচ ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়দিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে হইবে বলিয়া তিনি সেই সকল আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি যদি সংসারে এই সকল কর্ত্তব্য ও পোষ্যবর্গের

ভার তাঁহার না থাকিত, তবে জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে তাহা হইলেও তিনি কখনও স্বীয় সুখময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার সকল ভ্রাতা ও প্রায় সকল ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাঁহার প্রতিপোষক সাহেবদিগকে বলিয়া চাকরি করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনিই সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি। অর্থ-লালসা তাঁহার আদৌ ছিল না। একমাত্র মিতব্যয়িতায় তিনি সুবৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

কালীনারায়ণ পিতার দ্বিতীয় সন্তান। বৈমাত্রেয় দুর্গানারায়ণ তাঁহার অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। তিনি অগ্রজকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

কালীনারায়ণকে সকলেই একজন মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া জানিত ও মান্য করিত। তিনি চিরকালই অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একটা তানপুরা, একটা সেতার ও একজোড়া বাঁয়া তবলা ভিন্ন আর কিছু তাঁহার ছিল না। কণ্ঠ সুমিষ্ট না হইলেও তানপুরায় সুরসংযোগ করিয়া গান করিতে তাঁহাকে অনেকেই শুনিয়াছিল। কিন্তু তিনি যে স্বয়ং একজন সুনিপুণ সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন তাহা অতি অল্প লোকেই জানিতেন। কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রাত্রে বসিয়া বসিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাহা গান করিতেন। গাহিতে গাহিতে চক্ষের জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া যাইত। তিনি শেষ বয়সে দৈনিক একটা করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠের একখণ্ড কাগজও স্থানান্তরিত করিবার কাহারও আদেশ ছিল না। "তাঁহার রচিত সমস্ত সঙ্গীতগুলি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই শক্তি-বিষয়ক। তিনি স্বয়ং শক্তিমন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন।"

কালীনারায়ণের গীতাবলীর কোনটাও ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। কেবল "গিরি কি কর বৃথা বসিয়ে", "যাও হে গিরি

গৌরী", "জীব কি হবে প্রাণ গেলে" শীর্ষক সঙ্গীত তিনটি "বীরভূমির" প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। "তারা প্রপন্ন জনে দয়া বিতর" প্রমুখ সঙ্গীতটী তাঁহার পঞ্চম পুত্রের বি,এ পরীক্ষা দিবার সময় লিখিত হয়। ১৩০০ সালের ২৮শে পৌষ তাঁহার প্রথম পক্ষের সন্তান উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এই সময়ের পুত্রশোকদগ্ধ হৃদয়ের গান "তারা কত সব ভব যাতনা।" তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। এই সময়ের রচিত গান "মা আরোগ্য কর মম তনয়ে।" যাহা হউক রোগের কোন উপশম হইল না দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ১৩০১ সালের ৭ই আষাঢ় তাঁহার সমস্ত যাতনা শেষ সীমায় উপনীত হইল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শোকদগ্ধ সংসারে চতুর্গুণ শোক অর্পণ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। কালা নারায়ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অন্তঃকরণ এককালে জ্বলিয়া উঠিল, তাই অত্যন্ত আবেগ-ভরে গাহিয়া উঠিলেন "বাপ রে বাপ একি তাপ পাই মায়া সংসারে।"

ইহার উপর কালীনারায়ণের শারিরীক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। দুরন্ত হাঁপানি রোগ তাঁহার পার্থিব সুখোপভোগে নিরন্তর ব্যাঘাত প্রদান করিত। ইহাতে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি অপার্থিব সুখ সঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বয়সেও ৺শিব পূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ, দেবদেবীর নাম গ্রহণ প্রভৃতিতে তিনি প্রত্যূষ হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে নিশাভোজন পর্য্যন্ত সময়টুকুও এইরূপ ইষ্টমন্ত্রজপ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইত। ইষ্টমন্ত্র জপ? হায়! দুর্গানাম উচ্চারণ করিতে করিতে অবিরল অশ্রুধারায় যাঁহার কুঞ্চিত কপোলতট ভাসিয়া যাইত তাঁহার আবার ইষ্টমন্ত্র কি? যিনি দুর্গানামের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে পুত্রশোকের মর্ম্মন্তুদ যাতনা, কন্যাদায়ের অসহ্য যাতনা, রোগের

তীব্র কশাঘাত, সংসারের অসহ্য জ্বালা সকলই সহ্য করিয়াছেন তাঁহার আবার ইষ্টমন্ত্রজপের কি প্রয়োজন? তিনি গৃহী হইলেও যোগী, সংসারী হইলেও পূর্ণ সাধক। বস্তুতঃই কালীনারায়ণ পরমভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে তিনি ঘুর্ঘুর পোকার ন্যায় "পঙ্কে সতত" বাস করিলেও তাঁহার দেহ পঙ্করহিত ছিল।

গৃহী কালীনারায়ণ মধ্যে মধ্যে স্বীয় কল্পনা-বলে পর্ব্বত-প্রমাণ শোক-রাশি সৃষ্টি করিয়া উদ্বিগ্ন হইতেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে যোগী কালীনারায়ণ দুর্গানামের প্রবল তরঙ্গে সেই পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেন এবং স্থিরচিত্তে প্রশান্ত হৃদয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। একদিন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছেন, পুত্রবধূ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতেছেন, এমন সময় মৃতা দ্বিতীয়া কন্যার আর্থিক কষ্ট ও জামাতার অসদ্ব্যবহারের বিষয় আপনার মনেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। "আহা! সে আমার কত কষ্টই পাইয়াছে" ইত্যাদি আন্দোলন করিতে করিতে তাঁহার নেত্র জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গা দুর্গা বলিয়া চক্ষু পরিষ্কৃত করিলেন। মুখমণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় প্রদীপ্ত ও প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। একবার পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন জামাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "ঐ বেটাই ত' আমার চোখের জল ফেলালে।" বধূমাতা কষ্টেই হাস্য সংবরণ করিলেন।

কালীনারায়ণ পুত্রবধূদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কোনও অপবিত্র দ্রব্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না।

তাঁহার অনাহূত হাস্যোদ্দীপক ক্রোধ সময়ে সময়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতা সম্যক্ পরিস্ফুট করিত। বৃদ্ধ বয়সে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে যখন পুত্রবধূরা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন তখন ধর্ম্মকর্ম্মের নানারূপ কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ পালনের কি প্রয়োজন ও তাহার কিরূপ ফলাফল, গৃহস্থ সাংসারিকের কর্ত্তব্য,

স্বামীস্ত্রীর পরস্পর কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রাত্যহিক ক্রিয়াপালনের ফলাফল, এবং সাধারণ হিন্দুজীবনে সচরাচর যে সকল দেবার্চ্চনা ও ধর্ম্ম-সংস্কারানুযায়ী অপরাপর কার্য্যাদি সম্পন্ন করা যায় তাহারই বা অর্থ ও ফল কি, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় তাঁহাদিগকে সহজে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন।

কালীনারায়ণের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন অচিরেই তাহার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যাইত। ভবিষ্যতে কাহার কি ঘটিবে তাহা তিনি অনেককেই বলিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বাক্য বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তিনি যেরূপ মত প্রকাশ করিতেন তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি। কেহ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি তাঁহার সম্মুখে লইয়া আসিলে তিনি বলিতেন, 'আমাদের মহারাণী স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশ।"

গৃহস্থ কোনও স্ত্রীলোকের উপর চটিয়া উঠিলে তিনি বলিতেন, "কি আর বলিব বল। ভগবানের বিচার দেখ না, মেয়ে মানুষের হাতে বেদ পর্য্যন্ত দিয়ে রেখেছেন।" তাহার মাতৃদেবীর পরলোকপ্রাপ্তি তাঁহার তরুণ হৃদয়ে এক গভীর রেখাপাত করে। তিনি কাহাকেও খেজুর রস খাইতে দিতেন না ; বলিতেন, "ঐ খেজুর রস খাইয়া আমার মায়ের জ্বর হইয়াছিল।" পরিণত বয়সে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "তখনকার কালে যদি কুইনাইন্ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমার মা মারা যাইতেন না।"

কাশী বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা কালীনারায়ণের বড়ই বলবতী ছিল। তিনি জীবনে দুইবার বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করিয়াছিলেন। একবার

কাশী যাইবার জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুল হন। মনকে কিছুতেই স্থির করিতে না পারিয়া পর দিন যাত্রা করিবার আয়োজন করিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে শয়ন করিলেন। বৈদ্যকুলভূষণ পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র মল্লিকের বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পিণ্ডিরাগ্রামে কালীনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিম নিবাস। এই গ্রামে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত 'সাজার বাটার মা' জগদম্বার বৎসর বৎসর পূজা হইয়া থাকে। এক্ষণে কাশী গমনাকাঙ্ক্ষী নিদ্রিত কালীনারায়ণ স্বপ্নে দেখিলেন যেন 'সাজার বাটার মা' আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই কাশী যেতে চাচ্চিস্' তোর কাশী কোথায়?" এই প্রশ্নে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিলেন। পরদিন প্রত্যূষে ষ্টেশনে পাল্কী রাখিবার নিমিত্ত এবং পল্লীগ্রামে যাইতে তাঁহার কোনরূপ কষ্ট না হয় এই জন্য পিণ্ডিরায় পত্র লিখিলেন। বলা বাহুল্য তিনি অচিরেই মায়ের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধহয় এই সময়েই তিনি গাহিয়াছিলেন, "কাজ কি আমার কাশীধামে, যদি ব্রহ্মময়ী জগদম্বা দেখা দেন হৃদয়ঙ্গমে।"

যাহা হোক জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি কাশী যাইবার জন্য আবার ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কল্য প্রাতঃকালে স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদির সহিত রওনা হইবেন। চলৎশক্তি রহিত হইলেও আজ মধ্যাহ্ন হইতে শয্যায় বসিয়া বসিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কাশীতে কিছুদিন বাস করিতে হইবে বলিয়া প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ দ্রব্য লইতে বলিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই 'বাক্যের জড়তা' হইল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার আহ্বান আসিয়াছে। নিকটস্থ পৌত্রকে ডাকিয়া তাঁহার জীবনাবসানে দেহের কিরূপ গতি করিতে হইবে, এবং পরের দ্বারা বাহিত হইয়া মহাপীঠ বক্রেশ্বরে সৎকার লাভ করা অপেক্ষা আত্মীয়বর্গের দ্বারা নীত হইয়া ময়ূরাক্ষী নদীর তীরেই সৎকার লাভ করা অভিপ্রেত, প্রভৃতি উপদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই উত্থানশক্তি ও বাক্যস্ফূর্ত্তি বিগত

হইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি সন ১৩১৩ সালের ৪ঠা মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন রাত্রি অধিক হইতে না হইতেই সাধনশীল, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ, 'স্বস্থানান্তরী' কালীনারায়ণ স্বজ্ঞানে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

এপ্রিল, ১৯১৪। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়।

সূচীপত্র।

নারায়ণী সঙ্গীত।

গণেশ-বন্দনা।

১। রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

মন মানসে ভাব গণেশ,
হবে পূর্ণ মন মানস ॥
স্থূলকায় লম্বোদর, অঙ্গের বরণ সিন্দূর,
পরিধান বাঘাম্বর, আদি-পুরুষ ॥
ব্রহ্মময়ী-নন্দন, চতুর্ভুজ-গজানন,
যাঁর গুণ করিলে গান, হয় বিঘ্ন বিনাশ ॥
মন চিন্ত গজ-দন্ত, অনন্ত যাঁর না পান অন্ত,
সর্ব্ব দুঃখ হবে অন্ত, যাবে না কৃতান্তবাস ॥
যিনি প্রভু নিরঞ্জন, যাজন মনোরঞ্জন,
বিপত্তে ভয় ভঞ্জন, আগমে প্রকাশ ॥
কালীর বাসনা মন, পূজরে হেরম্ব চরণ,
ভব ভয় হবে মোচন, যাবে বিষয় বিষ প্রয়াস ॥

আগমনী।

২। রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল আড়া।

স্বপনে হেরিলাম গিরি, গৌরীরে গিরিশ বামে।
হাসি হাসি উমাশশী সম্ভাষিলেন পঞ্চাননে॥
রজত কাঞ্চণ কিবা একত্রে হইল শোভা,
অপরূপ বর্ণে কেবা অতুলরূপ ভুবনে॥
এরূপ করি দর্শন সব দুঃখ গেল মম,
জুড়াল তাপিত প্রাণ, উমার সুধা বচনে॥
আকাশের সুধাকরে যেমন পাইলাম করে,
পরে নিদ্রা গেল দূরে, শিব শিবার সম্বোধনে॥
ভাসিল শোক সাগর, প্রাণ বাঁচা হইল ভার,
কালী কয়, না হও কাতর
হেরিবে ওরূপ অগৌণে॥

৩। রাগিণী সোহিনী—তাল ঠেকা।

গিরি, আমি কাল নিশীথে হেরিলাম স্বপনে,
সদানন্দ সহ সুতা সদাই অসুখ মনে॥
অতি দুঃখে আছেন উমা না হয় দুঃখ বর্ণনা
(উমা) ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা, পট্ট বস্ত্র বিহনে॥

দুঃখ কত ক'ব আর তাঁর হেম বিনা ভুজঙ্গ হার ;
(শিরে) তৈল বিনা জটার ভার, বাস বিনা বাস শ্মশানে ॥
যাঁর রূপে বিবর্ণ স্বর্ণ, সেরূপ হ'ল নীল বর্ণ,
কালী কয় পরম ব্রহ্ম, তারার মর্ম্ম কে জানে ॥
ভেব'না ভূধর রাণী সদাই সুখী ভবানী
ত্রিলোক পালিনী তিনি সুখপ্রদা ত্রিভুবনে ॥

৪। রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল আড়া।

স্বপনে হেরিলাম গিরি, গত যামিনী শেষে,
হাসি হাসি উমা শশী বসিলেন মম পাশে ॥
সুধাংশু নিন্দিত মুখে, সুধামাখা মধুর বাক্যে,
সুধালেন মা কেন দুঃখে, অতি দুঃখিনীর বেশে ॥
শ্রবণে বচনামৃত, শুস্ক তরুবর চিত,
হইল হে প্রফুল্লিত নিদ্রার আবেশে ॥
লইতে উমারে ক্রোড়ে, নিদ্রা গেল অন্তরে,
অন্তরের দুঃখ অন্তরে, বিন্ধিল যেন অঙ্কুশে ॥
কালী কয় মন উল্লাসে, রাণীর দুঃখ শেষ হলো শেষে,
সত্য স্বপন নিশির শেষে, মিথ্যা নয় সকলে ভাষে ॥

৫। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

(গিরিরাজ) আজ কান্দিছে প্রাণ সদা সর্ব্বক্ষণ,
না হেরি প্রাণ উমার অমল শশিবদন ॥

কেমন আছেন সুতা, বহু দিন না পাই বারতা,
নারী জাতি নাই ক্ষমতা, যাইতে হরের ভুবন ॥
(গিরিরাজ) কাজে হ'লে বিহ্বল, উমা বলি ভুলেও না বল,
কালী কয়, কেন অচল, মায়ায় দিল বিসর্জ্জন ॥

৫ই আষাঢ়, ১২৯৯ ।

৬। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ঠেকা।

গিরিরাজ, আমার প্রাণ উঠেছে কেন্দে,
না হেরি হর মহিষী উমা অমল চান্দে ॥
অন্ধকার দেখি জগত, বোধ হয় দিবা যেন রাত্র,
স্থির নয় চিত্ত মুহূর্ত্ত, আছি সদা নিরানন্দে ॥
বহুদিন প্রাণ নন্দিনী গিয়াছেন তত্ত্ব না জানি,
কথায় না সুধাও তুমি, ত্রিলোকেতে তব নিন্দে ॥
কালী কয়, গিরি নির্দ্দয়, অত্যন্ত কঠিন হৃদয়,
শিলাময়, শিলায় তাই আছে বুক বেন্ধে ॥

৩২শে আষাঢ়, ১৩০০ ।

৭। রাগিণী সুরট্ মল্লার—তাল আড়া।

তোরা বল্‌গো কি করি উপায়।
আর তো বাঁচিনে প্রাণে না নিরখি প্রাণ উমায় ॥

যাঁরে নয়নে নয়নে রাখি জুড়াইতাম জীবনে,
সে ধন নাহি ভবনে, সম্বৎসর হইল প্রায়।
উমার বিরহানলে, সদা মম চিত্ত জ্বলে,
এ জ্বালা না নিবায় জলে, আঁখি জলে ভাসে কায়॥
এমতে আর কতদিন করিব জীবন ধারণ,
দিনে দিনে হই ক্ষীণ, কৃষ্ণ পক্ষের শশীর প্রায়॥
বারে বারে গিরিবরে সাধি গৌরী আনিবারে,
সে কথা না কর্ণে ধরে কালীর হৃদয় বিদরে তায়॥

৮। রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

গিরি, কি কর বৃথা বসিয়ে, ধন্য তব প্রাণ দেখি হে পাষাণ,
পাষাণেতে বুঝি বেন্ধেছ হিয়ে।
পাষাণত্ব ত্যাগ কর গিরিবর,
গিরিপুরে গৌরী আন হে সত্বর।
মৃত দেহে প্রাণ কর হে প্রদান
উমাশশীর শশীমুখ দেখাইয়ে॥
গিরিবাসী সব করে হাহাকার,
গৌরী বিনা দেখে দিবসে আঁধার,
বিনা মূলাধার কি শক্তি শাখার
সাকারে বায়ুতে রহে দাঁড়াইয়ে॥

উমাধনে নাহি করি নিরীক্ষণ,
ওষ্ঠাগত প্রাণ হলো হে রাজন,
অভাবে জীবন মীন কতক্ষণ
শুষ্কস্থলে প্রাণে থাকে হে বাঁচিয়ে ॥

দীন বৈদ্য কালী কহে গিরিজায়া,
ধন্যা তুমি তব কন্যা মহামায়া,
আদ্যা শক্তি তারা ভব দুঃখ হরা
উদিত হবেন ত্বরা তব আলয়ে ॥

৯। রাগিণী খট্ ভৈরবী—তাল যৎ।

যাও হে গিরি, আন গৌরী, হেরি দুটী আঁখি ভরে।
সম্বৎসর হইল প্রায় উমাধন নাহি ঘরে ॥

সহজে পুরুষ পরাণ
অতি কঠিন লৌহ সমান।
তাহে তুমি হও হে পাষাণ,
কি মায়া তব শরীরে ॥

নিমেষে যদি না হেরি
প্রাণের কুমারী গৌরী,
মনাগুণে পুড়ে মরি
সদা হিয়ে বিদরে ॥

নাহি মম অন্য সন্ততি,
সবে মাত্র হৈমবতী।
কার মুখ নিরখি প্রীতি
পাই বল এ সংসারে ॥
কালী কয় শুন গো রাণি,
আর মিছে ভেবনা তুমি,
অচিরাৎ ভব গেহিনী
দেখা দিবেন তোমারে ॥

১০। রাগিণী ললিত (?)—তাল একতালা।

গিরি আর বিলম্ব ক'র না,
পায়ে তব ধরি, আনগে শঙ্করী, অতসী কুসুম বরণা ॥
আন গন-পতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন নন্দী ভৃঙ্গি প্রভৃতি
যাহে উমার প্রীতি, ওহে শিলাপতি
পশুপতির অসম্মতি হবে না ॥
দুঃখের অনল হতেছে প্রবল
বিনা উমা বাক্য সুধার সলিল,
নহে সুশীতল হ'লাম ব্যাকুল
দহিল দহিল প্রাণ বাঁচে না ॥
কালীর বচন শুন হে রাজন্
উমা বিনা দেখ বৃথাই জীবন ;
রাণীর মনাগুণ করহে নির্ব্বাণ
ত্বরা আনি উমা সুধাংশু-বদনা ॥

১১। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

গিরি, উমারে গেছ কি ভুলে।
প্রায় বৎসরেক গত হে, বারেক
উমার তত্ত্ব দ্বিজ, মুখে না লইলে॥
বিধুমুখী উমায় না হেরে নয়নে,
ইচ্ছা হয় জীবন ত্যজিগে জীবনে,
গরল ভক্ষণে, অসি খরশানে,
কিম্বা হই দাহ বিষম অনলে॥
কালী কহে রাণি, বহু দিন গত,
গমনে ভূধর হতেছে লজ্জিত,
আমি সাধি তাই তোমায়, সাথে দাও আমায়
আমার মা বটেন, বুঝায়ে আনিব অচলে॥

১২। রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

শুনেছি শ্রবণে গিরি, গৌরী অতি দুঃখে আছে।
অসম্ভব ভবের ভাব, ভেবে নীল হয়ে গেছে॥
বসন বিনে ব্যাঘ্র চর্ম্ম ভূষণ ফণী বিনে স্বর্ণ
বাস অভাবে শ্মশান ধর্ম্ম, উমা গ্রহণ করিয়াছে।
কি দুঃখ কহিব আর নবীনা উমার উপর
ত্রিলোক পালন ভার, দিগম্বর দিয়াছে॥
তায় সপত্নীর দুর্ভাষ শ্রবণে উমা উদাস,
সুখ না দেন কৃত্তিবাস, (উমা) আঁখিনীরে ভাসিছে।

অতি খেদ করিলেন উমা নাই আর আসিবার বাসনা
সাধগে সদয় হবেন মা, কেন্দে কালী কহিছে ॥

১৩। রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

কেমনে রব উমায় না হেরে,
মণি-হারা ফণীর মত পড়ে ॥
উমা কন্যা ভিন্ন নাহি অন্য মোর,
শুন হে ভূধর ধৈর্য্য ধরা ভার,
দুঃখের অনল হতেছে প্রবল,
দহিল দহিল না রয় প্রাণ ধরে।
কঠিনত্ব ভাব ত্যজ গিরিবর,
গিরিপুরে গৌরী আন হে সত্বর,
জুড়াই জীবন উমার সে শশি-বদন
করি নিরীক্ষণ নয়ন ভ'রে ॥
যদি ইচ্ছা হয়, আশু আশ পূরাতে
কালীরে দাও রাণি, গিরিরাজ সাথে ;
আমার মা বটেন, বুঝায়ে নানামতে আনিব শ্রীচরণ ধ'রে ॥

১৪। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

গিরি, যাও ত্বরা করি আনগে শঙ্করী
শঙ্কর সহিত।

না হেরিয়ে উমা শশী   আঁখি নীরে ভাসি
তমোময় দেখি জগত ॥
যেমত সমীরণ বিনে জীবের জীবন,
জীবন বিহনে মীনের নিধন,
মণির বিহনে ফণীর মরণ,
উমা বিনা আমি আছি সেই মত ॥
যেমত দিন না প্রকাশে বিনা দিনমণি,
শশাঙ্ক বিহনে না শোভে যামিনী,
সুধাংশু বদনী প্রাণের নন্দিনী
বিনে দেখি সব তিমিরে আবৃত ॥
যদি মম বাক্য না রাখ রাজন্,
অবশ্য ত্যজিব এ পাপ জীবন,
কালী কয় রাণি, স্থির কর মন,
ব্রহ্মময়ী মায় পাবে অচিরাত ॥

১৫। রাগিণী সুরট্—তাল আড়া।

গিরি, প্রাণ কান্দে উভরায়,
না নিরখি বিধুমুখী প্রাণের তনয়ায় ॥
জীবনের নাহি কামনা,   বাসে নাই মম বাসনা,
প্রাণাধিকা উমা বিনা, তমোময় দেখি দিবায় ॥
যখন উমার সুধা ভাষ   সুমধুর মৃদুহাস
মনে হয়, বয় ঊর্দ্ধশ্বাস, জ্ঞান হয় প্রাণ বাহিরায় ॥

(উমার) কিবা বর্ণ স্বর্ণহারে কিবা শোভা স্বর্ণ হারে
শ্রীমুখ চন্দ্র নিহারে, পূর্ণ চন্দ্র লাজ পায় ॥
এরূপ কি ভোলা যায়, ভোলার মন ভুলিল যায়,
অর্দ্ধ অঙ্গ করি উমায়, সদা মনের দুঃখ নিভায় ॥
পাষাণে নির্ম্মিতরে কায় তাই আছে প্রাণেতে কায়,
এ দুঃখ আর কহিব কায়, শোকানলে দহিছে কায় ॥
গিরিভার ত্যজ গিরি, গিরিশ সহিত গৌরী
আনগেহে ত্বরা করি, সাধে কালী ধরিয়ে পায় ॥

১৬। রাগিণী খট্ ভৈরবী—তাল একতালা।

কেন শিখরিণী ম্লান বদনা
অতি দুঃখিনীর বেশে ॥
না রবে বিষাদ ভাসিবে অগাধ
সুখ অম্বুসে ॥
আহ্লাদে বদনে স্ফুরে না সে বাণী,
শুনিলাম যাহা শুন প্রিয়ে তুমি,
তব শোকের কাহিনী শুনে ত্রিশূলপাণি
চন্দ্রাননী উমায় রাখেন হৃদাকাশে ॥
উমায় আমার উমেশ বড় ভালবাসে,
তিলেকে ত্যজিতে নাহি ভালবাসে,
উমার অঙ্গে মিশে মনের উল্লাসে
মৃদু মৃদু হাসে সাদরে সম্ভাসে ॥

শ্মশানের বাস ত্যজেছেন মহেশ,
উমাশশী সহ স্বর্ণ বাসে বাস,
পঞ্চ দিবস গৌরী গিরিশ,
বিহারিবেন এবার মম আবাসে ॥
কহে কালী দীন শুন হে পাষাণ,
ঈশানের শ্মশানে কি ফল এখন,
যে ফল কারণ শ্মশানে গমন
সে ফল সহ শিব সদা বিলাসে ॥

১৭। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

উমারে আনগে রাজন্।
কি ফলে বিফলে কাল করিছ হরণ ॥
পয়োধরে না পয়ো ধরে ফাটে প্রাণ না সহ্য ধরে
কেবল রেখেছি ধ'রে, উমার কারণ ॥
দেখ গত কত দিন সুধামাখা সুবচন
শ্রবণে না হয় পরশন, বৃথাই জীবন ॥
কহে কালী দীন ভৃত্যে ত্যজ গিরি কঠিন চিত্তে
চিন্তামরী মা'রে আন্‌তে কর হে গমন ॥

১৮। রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

যাও ওহে গিরিবর, গৌরীরে আনিতে।
শুনেছি প্রাণ দুহিতা আছেন বড় দুঃখেতে ॥

কৃত্তিবাসের নাহি বাস, শ্মশানে সদা নিবাস,
বারি, তাপ, রবি, বাতাস হয় সহ্য করিতে ॥
শিরে তাঁর জটার ভার, ভস্ম ভূষিত কলেবর,
নাই লজ্জা কোন তাঁর বিষ ও ভাঙ্গ পানেতে ॥
ভূত প্রেত দানা সব করে তাণ্ডব অতি রব
তাহে বড় তুষ্ট শিব, কি কব আর ইহাতে ॥
উমা রাজ কন্যা হয়ে কেমনে রবেন এ সব দেখিয়ে
কালী কয় তোমার মেয়ে সুখী শিবের এ ভাবেতে ॥

১৯। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

গিরিরাজ, মনে বড় দুঃখ পাই।
শুনেছি শ্রবণে উমাশশী সনে
ঈশান শ্মশানে বিরাজেন সদাই ॥
সে সব বেশ ভূষা নাহিক উমার,
হেম বিনা গলে নর-শির-হার,
নিকর নর-কর অলঙ্কার,
কর্ণে শব শিশু, গাত্রে চিতা ছাই ॥
বহু দুঃখের ধন উমা চন্দ্রাননা
ধবাভাবে হয়েছে উলাঙ্গিনী ;
তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ হলো কালীবর্ণ
কালী বলে নাম হয়েছে তাঁর তাই ॥

রবিরশ্মি দৃষ্ট না হইত যাঁর
শ্মশানে মশানে বাস এখন তাঁর,
ভূত প্রেত দানা সঙ্গে অগণনা,
সুরাপানে মত্ত হয়েছে সবাই ॥
উন্মাদ জামাতার দেখে ব্যবহার
উন্মাদিনী উমা হলো হে আমার,
পতির হৃদয়ে আছেন দাঁড়াইয়ে,
চতুর্ভুজা হলেন কেমনে সুধাই ॥
কালী কহে রাণি, ভুল কেন তুমি,
উমা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম সনাতনী,
অনাদ্যা অসাধ্যা সিদ্ধা মহাবিদ্যা
অদ্ভুত রূপিণী রূপের অন্ত নাই ॥

২০। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

ওহে শৈলেশ তাজিয়ে অলস
আন আশুতোষ-মন-তোষিণী।
প্রাণ বাঁচা ভার হল হে আমার
না নিরখি উমা সুধাংশু-বদনী ॥
উমার বিহনে ধারা বয় নয়নে,
উন্মাদিনীর ন্যায় স্থির নাই মনে,
আছি হে শয়নে সদা ধরাসনে,
দিনমানে বোধ হয় রজনী ॥

বারে বারে উমা আনিবারে কই,
সে কথায় কর্ণ দাও তুমি কই,
পাষাণী বলিয়ে প্রাণে এত সই,
মানবী হইলে প্রাণ যাইত এখনি ॥
না শুনি উমার মধুর বচন
ইচ্ছা হয় ত্যজি জীবনে জীবন ;
কালী দীন কয় শুন হে রাজন্,
রাণীরে দাও ত্বরা আনি ব্রহ্ম সনাতনী ॥

২১। রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া।

প্রাণের কুমারী গৌরী গিরিশ গেহিনীরে।
না হেরে প্রাণ বিদরে ;
(আর) এ দুঃখ কহিব কারে ॥
কে আছে সুহৃদ জন শুনি দুঃখ বিবরণ
দেয় আনি উমাধন, গিয়ে চন্দ্রচূড়পুরে ॥
না পাই তত্ত্ব বহু দিন কান্দিছে সদা জীবন
বিধি মোরে বিড়ম্বন, দিলেন পতি অচলেরে ॥
উমার শরৎ বিকচ কমল অমল শশী সকল
নিন্দি মুখমণ্ডল, উদয় যখন হয় অন্তরে ॥
প্রফুল্ল হৃদয় হয়, কিন্তু দুঃখ ক্ষণ রয়,
কালী কয় মা অন্তর নয়, ভাব, পাবে অন্তরে ॥

২২। রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

ওহে নগেশ, মহেশ মহিষী উমা কই।
হ'লো অন্ধ দুনয়ন করিয়ে রোদন
প্রাণের তনয়া বই ॥
বিনা উমাশশী দুঃখাম্ভসে ভাসি
দিবানিশি উপবাসী রই ॥
আমি মরণ ভালবাসি বাসে তুচ্ছ বাসি
বিষয় সুখ প্রয়াসী নই ॥
(গিরি) কালা অভিলাষী আশুতোষে তুষি
আন আশুতোষী ব্রহ্মময়ী ॥
কেন দয়া না প্রকাশি দাও (রাণীরে) দুঃখ রাশি,
দয়াময়ীর পিতা হই ॥

২৩। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গিরি, আমি শুনিলাম শ্রবণে।
বিরাজেন আনন্দে গৌরী গিরিশ সনে ॥
কেবল তাঁহার খেদ না নিলে তত্ত্ব বারেক
বারে বারে তোমারে দেখ, সাধি যে কারণে ॥
বড় খেদ করিলেন উমা না হয় খেদ বর্ণনা
কহিলেন থাকিতে মা, ভুলিলেন পিতা কেমনে ॥
যদি চাও রাখিতে মান চাও হে যদি মম প্রাণ
যাও তবে ভবের ধাম, আনিতে উমাধনে ॥

যাবে উমার অভিমান হবেন শিব কৃপাবান্
এইত হয় সুবিধান, কয় কালী দীন জনে ॥

২৪। রাগিণী পূরবী—তাল আড়া।

সতত কহিছ রাণি, উমা আনিবারে।
অবিদিত নন উমেশ, উন্মাদ হন উমায় না হেরে ॥
ভালমতে জান রাণি, অর্দ্ধাঙ্গ শিবের শিবানী,
কখন বিচ্ছেদ না শুনি, কেমনে আনিব তাঁরে ॥
কার মাথার উপরে মাথা, কার প্রাণে নাহি মমতা,
এ অতি দারুণ কথা কয় জামাতা দিগম্বরে ॥
যদি বল কি তার দায়, ভুলাইতে ভব ভোলায়,
আশুতোষ যাঁরে গায়, ত্রিজগত সংসারে ॥
কিন্তু এ বিষয়ে ভোলা, কভু নাহি হন ভোলা,
উমা যাঁর জপমালা, ভাবেন রূপ সদা অন্তরে ॥
বরং উমায় না দেখিয়ে, আছে প্রাণ পাষাণ বলিয়ে
গেলে হর দিলে ফিরায়ে, কেমনে আসিব ফিরে ॥
দীন কালী কহে গিরি, যাও হে আনিতে গৌরী
সদয় হবেন ত্রিপুরারি, আসিবেন সপরিবারে ॥

২৫। রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

বারে বারে কত আর কব গিরিবরে।
অম্বুজবদনী প্রাণ উমা আনিবারে ॥

সে না কয় কহিলে কথা, নাই উমা প্রতি মমতা,
স্বধায় না স্নুতার বার্ত্তা, পথিক জনেরে ॥
এ অতি কঠিন জনে, কখন কি দুঃখ শুনে,
ভস্মেতে হবিঃ প্রদানে, কেন গো সাধ আমারে ॥
শুন গো পুরবেশিনী, উমার দুঃখে দুঃখিনী,
কল্পনা করেছি আমি, ত্যজিব প্রাণ সাগরে ॥
কালী কয় হও রাণি শান্ত হেরিবে ত্বরা নিতান্ত,
জনক মোর জগতকান্ত, জননী জগদম্বারে ॥

২৬। রাগিণী সোহিনী—তাল আড়াঠেকা।

গিরি, যাও হে আনিতে গৌরী, আর না বিলম্ব করি।
প্রাণেতে বাঁচি না আমি না হেরি প্রাণের কুমারী ॥
শ্রবণে শুনিলাম উমার দুঃখে চক্ষে বহে বারি,
আসিতে উদ্যত উমা

* * *

* * *

লয়ে কুমার বিঘ্নহারী ॥

ভূতনাথ সহ ভূত,
ভাঙ্গ পানে সদা রত,
সংসারে বিরত,
তাঁর রীত বুঝিতে না পারি ॥

নারী হয়ে প্রাণ সুতা,
সংসার জ্বালায় তাপিতা,
কালী কয় না জান বার্ত্তা,
ত্রিসংসারের ভার তাঁরি ॥

২৭। রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

উমা লাগি কেন রাণি, দুঃখিত অন্তরে।
ভেবনা প্রাণ কুমারী আছেন বড় আদরে ॥
তিলেক হর উমারে আঁখির না বাহির করে,
রাখি হৃদ্‌মাঝারে, সদা উমা রূপ নেহারে ॥
এরূপ ভবের রীতি শিরে থাকি ভাগীরথী
নিরখি খেদিতা অতি, লুকান জটার ভিতরে ॥
কালী কয় কাতরে অতি, শুন ওহে নগপতি,
জামাতা তনয়ায় যদি আদর করে ॥
তা বলি কি মাতাপিতা না চায় আনিতে সুতা,
ব'লো না আর এ সব কথা রাণীর গোচরে ॥

২৮। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

ওহে ভূধর, কি কর শঙ্করজায়ায় ভুলিয়ে।
কেন ভ্রমেও উমার নাম, না লও হে পাষাণ,
পাষাণেতে বুঝি বেন্ধেছ হিয়ে ॥

দিয়ে বিদায় তনয়ায়, বৎসরেক প্রায়,
না নিলে তত্ত্ব মত্ত হয়ে বিষয়ে ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, বিষয় কি অধিক,
প্রাণাধিকা সুতা অম্বিকা চেয়ে ॥
একে তুমি হে পুরুষ, তায় শিলা নিরস,
নাই দয়ার লেশ, তব হৃদয়ে ॥
আমি বাঁচিতে না পারি, নয়নে না হেরি,
নয়নতারা তারায়, জননী হয়ে ॥
কালীর বাক্য রাখ, ত্যজ রাশি দুঃখ,
হেরিবে মার মুখ, দাও আমায় পাঠায়ে ॥
আমি মায়ের পুত্র, আনি দিব ত্বরা তত্ত্ব,
কৈলাস ধামেতে গিয়ে ॥

২৯। রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

যাও ওগো গিরিবর, বরদারে আনিবারে।
কেন ভাব বড় দায় যাইতে বিবেশপুরে ॥
তুমি গো দয়া রহিত, জননীর কঠিন চিত,
বারেক না নিলে তত্ত্ব, তনয়ার গমন পরে ॥
কেমনে আছ গো সুখী উমা মুখ না নিরখি,
যে জন্য সকলে দুঃখী, পশু পক্ষী সদা ঝোরে ॥
উমা সহ সদা বাস, আমোদ প্রমোদোল্লাস,
মৃদু হাস, সুধা ভাষ, স্মরণে না রয় প্রাণ ধরে ॥

কুল-কামিনী বলিয়ে আছি গো ধৈর্য্য ধরিয়ে,
নতুবা আনিতাম গিয়ে (উমায়),
লয়ে গৌরী-সুত কালীরে ॥

৩০। রাগিণী বাঘেশ্রী—তাল ঠেকা।

রাণি, কেন দুঃখ ভাব অন্তরে।
তনয়ার তরে ॥
যা ভাব নহে সে সব, ভবের নাই কিছু অভাব,
অন্নপূর্ণা উমা তব, অন্ন দেন ত্রিসংসারে ॥
উমার কিছু দুঃখ নাই, ত্রিলোক পূজিত জামাই,
উমার আজ্ঞাধীন সবাই, মোক্ষধন উমার করে ॥
কালী কয় গিরি, না জান, উমার আস্তিক মন,
রাণী চায় প্রাণ উমাধন, ধন নাই যে ধনোপরে ॥

৩১। রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

গিরিরাজ, আমার মন কেন কেমন করে,
মহেশ-মহিষী প্রাণ উমার তরে ॥
বুঝিবা জামাতা কিছু বলেছেন উমারে।
কিম্বা সপত্নীর বাক্যে (উমার) চক্ষে জল ঝরে ॥
অথবা আমাদের মৃত্যু ভাবিয়া অন্তরে,
ক্রন্দন করিছেন উমা অতি সোকাতরে ॥

কালী কয় এ ভাবনা মা ভাবিতে পারে,
বহুদিন না নিলে তত্ত্ব, হবেন সুখী কি প্রকারে ॥

৩২। রাগিণী সুরট্‌মল্লার—তাল আড়া।

কি কাজ আর লাজ মানে,
যায় যদি আমার প্রাণ প্রাণাধিকা উমা বিনে ॥
গৌরীরে আনিবারে, বারে বারে গিরিবরে,
সাধিলাম পায়ে ধরে, সে কথা শুনেও না শুনে ॥
যা বলুক তা বলুক লোকে, নিন্দা বা হউক ত্রিলোকে,
যা'ব আমি শিবলোকে, শিব-শিবার দরশনে ॥
(রাণি) কালীর গো শুন সুযুক্তি, নাও সাথে মোয়, আমি নাতি,
নতুবা হ'বে অখ্যাতি, রাজরাণীর একা গমনে ॥

৩৩। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

গিরি, দুঃখের কথা কব কি আর।
কহিতে সে বাণী না সরে হে বাণী,
পাষাণী বলিয়ে প্রাণ আছে হে আমার ॥
শুনিলাম যাহা শুন হে রাজন্,
উমাপতির অতি কঠিন নিয়ম,
তৃতীয় দিবস পরেতে মহেশ,
লয়ে যাবেন আমার উমারে এবার ॥

ওহে গিরিরাজ, বুঝিলাম ভাবে
ভবানীর বহুদিন তত্ত্বাভাবে
ক'রে অভিমান এই নিদারুণ
পণ করিলেন জামাতা আমার ॥
আশুতোষে দোষ নাহিক দিবার,
সকলি কর্ম্মের দোষ হে আমার,
সাধি বারে বারে আনিতে উমারে,
সে কথায় কর্ণ না দাও একবার ॥
অতএব গিরি, করি নিবেদন,
যাও ত্বরা করি শিবের সাধন,
শিবের দয়া হলে শিবায় পাব হেলে,
অবহেলে হব দুঃখার্ণবে পার ॥
কালী কহে রাণি, কেন চিন্ত মনে,
মায়ে কি ত্যজিতে পারে গো সন্তানে,
আমি চরণ ধরিব, মায়ে না ছাড়িব,
পিতা সহ দ্বন্দ্ব নিতান্ত স্বীকার ॥

৩৪। রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

গিরি, কেমনে আছ ভুলিয়ে,
সোনার কুমারী গৌরী ভাঙ্গড়ে দিয়ে ॥
হরের নাহিক বাস, শ্মশানে সদা নিবাস,
ধুতুরা ভাঙ্গে প্রয়াস, সুখাদ্য তেয়াগিয়ে ॥

তাঁর তৈল বিনা শিরে জট, (হরের) অন্নাভাবে অতি কষ্ট,
ভোজন তাঁর কালকূট, সুধা না পাইয়ে ॥
(হর) রথ বিনা বৃষারূঢ়, বসন বিনা দিগম্বর,
মৃদঙ্গ বিনে ডম্বুর বাজান সন্তোষ হইয়ে ॥
হর ভূত-প্রেতে অতি প্রীত, বিভূতি ফণী ভূষিত,
বেশ-ভূষা বিপরীত, বিদিত উন্মাদ বলিয়ে ॥
তাঁর বম্ বম্ সদা শব্দ, শুনে সবে হয় স্তব্ধ,
উমা মোর ভয়ে মুগ্ধ, অনুপায় ভাবিয়ে ॥
ললাটে তাঁর আগুণ, কিছুতো না দেখি গুণ,
উমার দুঃখ দ্বিগুণ, ক্ষেপা জামাতারে লইয়ে ॥
এ সব স্মরণ করি, প্রাণে কি বাঁচিতে পারি,
দুঃখানলে সদা পুড়ি, বিদীর্ণ হতেছে হিয়ে ॥
ভনয়তি কালী দীন, কেন না সৌভাগ্যমান,
(রাণি) কার জামাই আছে এমন, চিরজীবী বিষ পিয়ে ॥

৩৫। রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

রাণী মহেশে কয় কিসে ভিখারী।
দেখিলাম কৈলাসে শিবের কুবের ভাণ্ডারী ॥
তাঁর রতনে নির্ম্মিত পুরী, শোভা না বর্ণিতে পারি,
রতনের ছড়াছড়ি, রতন ভিন্ন নাহি হেরি ॥
ভবের কি কব বৈভব, পতিত মণি মুক্তা সব,
নাই তাঁর কিছু অভাব, দেব সব আজ্ঞাকারী ॥

সদা তথা নিত্য সুখ, নাহি রোগ শোক দুঃখ,
মৃত্যু ভয়াদি বিমুখ, সদা দিবা, নাই শর্ব্বরী ॥
শুনিলাম শিব মোক্ষ-দাতা, বিধাতার তিনি বিধাতা,
অন্নদাতা মোর সুতা, অন্নপূর্ণেশ্বরী ॥
ত্রিলোক সাধিত জামাই, যাঁর পর আর কেহ নাই,
আমাদের সৌভাগ্য তাই, হর বর পাইলেন গৌরী ॥
কালী কয় এ সব সত্য, পিতামাতা মোর সদা নিত্য,
অতি দুর্ভাগ্যবশতঃ হয়েছি স্বস্থানান্তরী ॥

৩৬। রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

কৈ হে আনিলে গিরি, গৌরী হেম বরণায়।
প্রাণান্ত হলো নিতান্ত না হেরি প্রাণ উমায় ॥
বলিলে হেমন্ত অন্তে যাইব উমারে আন্‌তে,
শিশির বসন্ত অন্ত হ'লো আশা তন্ত্রে।
গ্রীষ্ম বরষা গত, আগত শরত,
নির্ম্মল শশী উদিত, তবু হে ভুলে সুতায় ॥
পাষাণে নির্ম্মিত কায়, কৃপণ তাই সরলতায়,
নতুবা কথায় কোথায় না শুধায় তনয়ায় ॥
না আনিলে উমাধন না রাখিব এ জীবন,
তাই সাধে কালী দীন, যাও হে আনিতে মা'য়

৩৭। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

(ওহে) ভূধর, ত্বরা কর হে বোধন ;
উমার শুভ আগমন কারণ ॥
বিল্ব বৃক্ষ মূলে দুর্গা দুর্গা ব'লে,
কর হে রাজন্, ঘট স্থাপন।
আগে পূজ হে হেরম্বে, তুষ্ট হবেন জগদম্বে,
অবিলম্বে হেরিবে উমার চাঁদ-বদন ॥
পরে পূজা কর শিব চন্দ্র-চূড়ে,
হবেন সদয় তিনি, আসিবেন সপরিবারে ;
যাবে সব দুঃখ দূরে, ভাসিবে সুখনীরে,
পূজিবে কালী মায়ের অভয় চরণ ॥

৩৮। রাগিণী কামোদ—তাল ঠেকা।

চলিলাম আনিতে,
ভুবন-মন-মোহন ভব-বনিতে ॥
শোক পরিহর প্রিয়ে, হর সহ হর-প্রিয়ে,
বিঘ্নহর-আদি লয়ে আসিব বাটীতে ॥
কহে কালী কর জুড়ি, কর কৃপা ওহে গিরি,
দাসে নাও সাথে করি, মায়ের পদ সেবিতে ॥

৩৯। রাগিণী আলোয়া—তাল আড়া।

এইতো চলিলাম আমি আনিতে ভবানী।
ভূমিশয্যা ত্বরা বর্জ্জ, সুসজ্জা হও পাষাণী॥
লয়ে পুর-নারীগণ মঙ্গলাদি আচরণ
কর মঙ্গলা কারণ, সুমঙ্গল হবে রাণি॥
তুষি ভোলা মহেশ্বরে, হর গৌরী আনিব ঘরে,
ষড়ানন লম্বোদরে, সহিত কমলা বাণী॥
বিনয়েতে কালী কয়, শুন গিরি মহাশয়,
(আমায়) সাথে নাও হয়ে সদয়, আনিতে মম জননী।

৪০। রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

দ্বার ছেড়ে দাও ওহে দ্বারি, উমা হেরি আঁখি ভরি,
জুড়াক জ্বলন্ত প্রাণ উমাশশী ক্রোড়ে করি॥
শুন রে মম বারতা, উমার আমি হই পিতা,
ঈশান মম জামাতা, নাতি গণেশ শুভকারী॥
প্রাণের কুমারী জন্য গিরিপুর ছিন্ন ভিন্ন,
দেহ দেখ অতি শীর্ণ, নাহি রুচে অন্ন বারি॥
দীন বৈদ্য কালী কয়, গিরি ত' সামান্য নয়,
অভয়া যাঁরে সদয়, লও হে নন্দি আদর করি॥

৪১। রাগিণী বিভাষ—তাল ঠেকা।

আমি এলাম গো উমা তোমায় লইতে।
না হেরে সুধাংশু আস্য ঔদাস্য হইলাম চিতে॥
পাষাণী ভাবিয়ে সারা হ'লো গো মা ভবদারা,
কেন্দে বলে কোথায় তারা, প্রাণাধিকা প্রাণের দুহিতে॥
গিরিপুর-বাসী সবে ভাসে সদা দুঃখার্ণবে
চল গো মা চল শিবে, অচল-বাসেতে॥
দীন কালীর মিনতি, শুন গো মা হৈমবতি,
যাত্রা কর শীঘ্র-গতি, গিরি-আশা পূরাতে॥

৪২। রাগিণী ললিত—তাল ঠেকা।

মেয়ে বলে' পিতা কিগো হইল স্মরণ।
বৎসরেক প্রায় গত, নাহি তত্ত্বাবধারণ॥
যেমত ভূজঙ্গ মান, নিষ্ঠুর দয়া-বিহীন,
ততোধিক তব মন, এই দুঃখ মোর সর্ব্বক্ষণ॥
ভিখারীর জায়া বলে, অগ্রাহ্য বুঝি করিলে,
মুখে না বার্ত্তা নিলে, মায়ায় দিয়ে বিসর্জ্জন॥
কহে কালী-নারায়ণ, ত্যজ গো মা অভিমান,
কি জানে মায়া পাষাণ, নীরস যাঁর জীবন॥
স্বগুণ বিতরণে, চল মা অচল-ধামে,
তব শুভাগমন কারণে, সবে করে প্রতীক্ষণ।

৪৩। রাগিণী দেশ মল্লার—তাল একতালা।

আর কেন রাণি, পতিত ধরাতে ;
দেখ গো শিখরি, ওই এলেন গিরি,
আমাদের গিরিবালা লয়ে সাথে ॥
উমা সহ আইলেন উমাকান্ত,
লক্ষ্মী, বাণী, ষড়ানন, গজদন্ত,
দুঃখ অন্ত এবে হলো গো নিতান্ত,
সুপ্রভাত অদ্য গিরি-বাসেতে ॥
শুষ্ক তরুবর প্রফুল্ল হইল,
মন্দ মন্দ বায়ু বহে সুশীতল,
দুর্গা গুণ গান করিছে কোকিল,
নৃত্য করে শিখী মন সুখেতে ॥
কালী কহে শুন ভূধর-রমণি,
উঠ উঠ উঠ, হের হর-রাণী,
জনম সফল কর গো পাষাণি,
উমা ব্রহ্মময়ী দরশনেতে ॥

৪৪। রাগিণী সোহিনী—তাল ঠেকা।

রাণি, ত্বরা এসে দেখসে।
অপরূপ রূপ কিবা তিমির বিনাশে ॥
উমা তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ, রজতাঙ্গ পঞ্চানন,
উমার ক্রোড়ে গজানন, যেন বাল ভানু বসে ॥

না হয় রূপ নির্ণয়, জ্যোতিঃ যেন জ্যোতির্ম্ময়,
কালী কয় এক ব্রহ্মময়, উদয় গিরি-বাসে ॥

৪৫। রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

উমা এমত হলে মা কেনে।
ভোলানাথ-জায়া বলে', কি অভয়া,
মা বলে বুঝি মা, ছিল না মনে ॥
দশ ভুজে দশ আয়ুধ ধর,
মৃগপতি 'পরে আনন্দে বিহর,
(ওমা) রণমূর্ত্তির ন্যায় দেখে গো তোমায়,
ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁপে সঘনে ॥
বিকটাকৃত ভূত প্রেত দানা,
এদের শব্দে সবে স্তব্ধ হলো গো মা ;
গৌরি, সাম্য বেশ, কর গো প্রকাশ,
জুড়াই বিধুমুখের সুধা-ভাষ শ্রবণে ॥
কালী কহে রাণি, তুমি ভ্রান্ত-মতি,
এরূপ দেখিতে কাহার শকতি,
করিয়ে ভকতি পূজ শীঘ্র গতি
ব্রহ্মময়ী হর-আরাধ্যা ধনে ॥

৪৬। রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

কি আনন্দ আনন্দময়ী মায়ের আমার আগমনে।
জয় দুর্গা দুর্গা দুর্গা জয় শব্দ ত্রিভুবনে॥
মা এল মা এল রবে আনন্দেতে মগ্ন সবে,
মনে মানস আরাধিবে, হর গৌরী একাসনে॥
পূজিবারে হৈমবতী হৃষ্ট চিত্তে সুরপতি
সুরগণ সংহতি, মত্ত দুর্গা গুণ গানে॥
পাতাল-বাসী সকলে, শ্রীপদ পূজিবে বলে,
ভাসিছে সুখ সলিলে, অতিশয় আনন্দ মনে॥
কালীর হৃদি-কমল হইবে কি প্রফুল্ল,
তায় রাখি মায়, মানস কমল দিবে মার রাঙ্গা চরণে॥

৪৭। রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া মধ্যমান।

গিরি আনন্দে ভাসে আনন্দ নীরে।
দশভুজা মহামায়া উমারে হেরে॥
নানামত করে স্তুতি, যথাশক্তি পূজে শক্তি,
পশুপতি, গণপতি, হর-পরিবারে॥
জবা পুষ্প বিল্বদল, নীলোৎপল শতদল,
তারিণী পদে অচল, প্রদান করে॥
এমত শুভ দিন কি হবে, কালী দীন ভক্তি ভাবে,
শ্রীদুর্গা পদ পূজিবে, অহংতত্ত্ব ছেড়ে॥

৪৮। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

(দেখ) প্রভাত হয়ো না অতি সুখের যামিনী।
সবে হবে শব, গতে এ সুখ মহা-নবমী ॥
তব সুশীতল গুণে সবে সুশীতল মনে
দুর্গা গুণ সংকীর্ত্তনে, মত্ত যেন গীতে রাণী ॥
না হলে দয়া তোমার, এ সুখ-সাগর-নীর
শুখাবে, যেন শিশির প্রকাশিলে দিনমণি ॥
পূরাও গো সবার সাধ, ঘুচাও মন বিষাদ,
হর না করিবেন ক্রোধ, যাহাতে সুখী ভবানী ॥
কালী কয় শুন রজনি, তিষ্ঠ, যাহে তুষ্ট রাণী,
সামান্যা নয় পাষাণী, সুতা যাঁর ভবতারিণী ॥

৪৯। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

(আমি) কেমনে রব শূন্য ঘরে।
বিদায় দিয়ে বিধুমুখী উমা তোমারে ॥
বরং মঙ্গল ছিল, আসিবে আসিবে কাল,
এক্ষণ কালে ঘেরিল, মহা-কালেরে হেরে ॥
তোমা রাখিবার উক্তি, কে করে মা কার শক্তি
শত বজ্রের নাহি শক্তি, হরে প্রবোধিবারে ॥
কালীর বচন ধর, হওগো রাণি, সুস্থির
শিব শিবা নয় অন্তর, হের পাবে অন্তরে ॥

৫০। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

ওগো জয়া কি দুঃখ কব তোমারে।
হের দেখ এলেন হর লইতে উমারে॥
কি কুক্ষণে গেল নিশি, রাহুরূপ বিজয়া আসি,
দিবায় গ্রাসে উমাশশী, শিব আজ্ঞা ধরি শিরে॥
উমার বিধু বদন হইল অতি মলিন,
অশ্রুপূর্ণ ত্রিনয়ন ছল ছল করে॥
হেরিয়ে উমার মুখ বিদীর্ণ হতেছে বুক,
মা হয়ে কেমনে প্রাণে বাঁচি এরূপ হেরে॥
চাও যদি কুশল রাণি, শুন কালীর হিত বাণী,
হও উমার সহগামিনী, সাথে লয়ে মোরে॥

৫১। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

ওমা কমলা কমলবাসিনী।
হর দুঃখ দীন-দুঃখ-নিবারিণী,
নিরাশ্রয়ে নিরুপায়ে নিতান্ত আশ্রয়দায়িনী॥
তুমি নারায়ণী পরমেশানী,
পরমা প্রকৃতি পরানন্দ-মোহিনী,
ত্রিলোক-বন্দিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
সকল সুখ সম্পদ প্রদায়িনী॥

ওমা তব দয়া ভিন্ন বৃথা এ সংসার,
আঁখি সত্ত্বে দেখি দিবসে আঁধার,
লোক মাঝে লজ্জা তুচ্ছ সবাকার,
নহে কেহ কার ওগো ত্রিজগজ্জননী ॥
ওমা তুমি সানুকূলা থাক সদা যায়,
ত্রিভুবন মাঝে পূজে সবে তায়,
যারে নিদারুণ তার বৃথাই জীবন,
জীবন মরণ উভয় সম গণি ॥
ওমা করুণা নয়নে হের কালী দীনে,
পূরাও আশ, বাস কর মম ভবনে,
তব অপার মহিমে নাহি কেহ জানে,
ওগো সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ-ধারিণী ॥

৫২। রাগিণী মালকোষ—তাল একতালা।

ওমা বাক্‌বাদিনী সারদে।
শুভ্র-কান্তি সুভদে,
ভ্রান্তি-হন্ত্রী শান্তিরূপা জগদ্ধাত্রী জয়দে ॥
বিকচ শ্বেত সরোজ-বাসিনী,
সদানন্দযুতা বেদ-ধারিণী,
রাগ-রাগিণীগণ-বেষ্ঠিনী,
গীত-বাদ্যে প্রীতা বরদে ॥

ওমা অজ্ঞানে গুণ-জ্ঞান-দায়িনী,
ত্রিভুবন-জনগণ-বন্দিনী,
ত্রিদেশনাথ-মনোমোহিনী,
সুচারু বীণা-ধারিণী মানদে ॥

ওমা ভক্তি মুক্তি জীবে বিধায়িনী,
স্বররূপা সব-সুখ-প্রদায়িনী,
কালীর বাসনা শুনগো জননী,
থাকে যেন মতি সদা তব পদে ॥

৫৩। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

দুর্গে, কে জানে মা তব কতরূপ, অনন্তরূপিনী তুমি।
সাকারা নিরাকারা ত্বং হি নিত্যময়ী সনাতনী ॥
ত্বং কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, মাহেশা,
ভৈরবী, ছিন্নশিরশী, শিব-হৃদি-বিলাসিনী ॥
ত্বং ধূমাবতী, বগলা, ত্বং হি মাতঙ্গী, কমলা,
ত্বং দুর্গা, গিরিবালা, বেদবাক্‌বাদিনী ॥
ত্বং নরসিংহ, বামন, ত্বং রাধারমণ,
ত্বং বরাহ, কূর্ম্ম, মীন, ত্বং হি তারা, ত্রিগুণধারিণী ॥
ত্বং ভৃগুরাম, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি, অবতার,
ত্বং সূর্য্য, শশধর, ভূধর, শ্রীধরস্বামী ॥

ত্বং ব্রহ্ম, নারায়ণ, পদ্মযোনি, পঞ্চানন,
কুবের, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, বর্ণ, বহ্নি, তুমি ॥
ত্বং অনাদ্যা শক্তি রাধা, কাশীশ্বরী অন্নদা,
ত্বং সীতা, সাবিত্রী, সাধ্যা, ধৃতিমেধা সৌদামিনী ॥
ত্বং স্বর্গ, রসাতল, দিগাদি গ্রহাদি বল,
ত্বং হি সকলের মূল, দুর্ব্বলের বল-দায়িনী ॥
ত্বং শূন্য, দিবা, নিশি, ছয় ঋতু, দ্বাদশ রাশি,
ত্বং তীর্থ বারাণসী, শৈল-সুতা সুরধুনী ॥
ত্বং গণেশ সিদ্ধিদাতা, মৃত্যুপতি জগৎকর্ত্তা,
ত্বং হি সর্ব্ব ঘটে স্থিতা, ব্যাধি-ঔষধ-রূপিনী ॥
ত্বং চরাচর নদনদী, সুমেরু পয়ঃ পয়োধি,
ত্বং বিধি, বিধির বিধি, ভবনিধি, ত্রাণ-কারিণী ॥
ত্বং তন্ত্র, মন্ত্র, স্মৃতি, জ্যোতির্ম্ময়ী জগদ্ধাত্রী,
ত্বং নক্ষত্র, প্রজাপতি, সর্ব্বাণী শচী ভবানী ॥
ত্বং শিব শক্তি অভেদ, পুং প্রকৃতি নাহি ভেদ,
কালীর মাত্র এই খেদ, পূরাও না আশা তারিণী ॥

বিবিধ সঙ্গীত

(দেহতত্ত্ব, সাধনা-সঙ্গীত ইত্যাদি)

৫৪। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেন ভ্রম অনিবার।
কালী হ্রদে ডুবরে মন কালী কর সার ॥
সাধনা কররে কালী, প্রক্ষালন হবে পাপধূলি,
অকূলে কূলাবেন কালী, না রবে বিকার ॥
ভাবরে মন মুক্তকেশী, যাঁরে ভেবে ভব উদাসী,
গয়া গঙ্গা বারাণসী চরণেতে যাঁর ॥
যারে ভাব আপনার, ভেবে দেখ কেবা কার,
হলে দেহ শবাকার, সব অন্ধকার ॥
মায়াতে মোহিত কেন, শিয়রে দেখ শমন,
সে জন বিষম ধন, নাই তাঁর করে নিস্তার ॥
ভীষণ সংসারার্ণবে, কালী বিনে কে ভার লবে,
অভয়ে থাকিবে কৃপা হলে অভয়ার ॥
অতএব শুন বলি, বল মন কালী কালী,
অন্তকালে পাবে কালী, পদ কালিকার ॥

৫৫। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

দেখ ভুল না রে মন।
তারিণীপদ-সরোজে রাখরে স্মরণ ॥
আজি কালি করিলি, কালীরে না সাধিলি,
বিষয়-বিষ-পানে মজিলি, হইতে নিধন ॥

দেখ যে সম্পদ, কেবল এ বিপদ,
বিনা সে তারার পদ, সব অকারণ ॥
যদি তুমি গর্ব্ব কর, তেজঃপুঞ্জ দেহ ধর,
চরমে হবে অধীর আইলে শমন ॥
বিষম তার তাড়না না শুনে বাপের মানা,
বিনা শ্যামা উপাসনা, নহে নিবারণ ॥
কালীর বচন রাখ কালী কালী বলে ডাক
ঘুচিবে ভব বিপাক, হবে পূর্ণ মনন ॥
এ ঘোর ভব পাথার তারা বই আর নাই নিস্তার,
ত্যজ অসার সংসার, কর সার তারাচরণ ॥

৫৬। রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

দুর্গা বলে ডাকরে ও আমার মন।
হবে দুর্গতি দলন দুঃখ বিমোচন
কভু না হবে পুনর্জনম ॥
জন্ম বারিণী জগৎ জননী
জগদীশ্বরীর কর স্মরণ ॥
ত্যজ সংসারের মায়া ভজ মহামায়া,
অভয়া দিবেন অভয় চরণ ॥
দেখ পঞ্চানন করি বিষ ভোজন
দুর্গা নামের গুণে পাইলেন জীবন ॥

সাধি শ্রীদুর্গা চরণ 	দেবের ঘুচিল দুর্গম,
রাবণ-রণে জয়ী শ্রীরঘুনন্দন ॥
দুর্গা-নাম রবে 	যম রয় নীরবে,
বিপদ বিপদ ভাবে, ভবের বচন ॥
অতএব শুন মন 	দুর্গানামে দাও মন,
কালীর কাল-বারণ-কারণ ॥

৫৭। রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

(এবারে) জানিব জানিব দুর্গা, তব দুর্গা-নামের মহিমা।
পূর্ণ কর কি না কর কালী, কালীর মন বাসনা ॥
বৈদ্য বেদাগমে 	পড়িলে জীব দুর্গমে
স্মরিলে তোমারে ভ্রমে, অনা'সে প্রাণ পায় গো মা ॥
অধমে তারিলেই যশঃ 	সাধকে কি পৌরুষ
তার গুণে আছ মা বশ, তব গুণ কি তায় শ্যামা ॥

৫৮। রাগিণী ইমন্ কল্যাণ—তাল ঝাঁপতাল।

কোথা গো কালী কালবারিণী কলুষনাশিনী।
অকূলে কূলদা কূল দাও গো কূল-দায়িনী ॥
স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারে 	ফেলিল আমারে ফেরে
কেবল ঘুরি মায়াঘোরে, অঘোর-মন-রঞ্জিনী ॥
গতির্নাস্তি তোমা বিনে 	সংসারার্ণবে জীবনে
দয়াময়ি, দয়া দানে তার কালীরে তারিণী ॥

৫৯। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

দুর্গে, মা আমার অনুপায় এবার।
জন্মাবধি মন বিবাদী দুঃখ দেয় নানা প্রকার ॥
মনের নাই মোর ঊর্দ্ধগতি, অধঃপথে গতি নিতি,
কুনীতি কুরীতির প্রতি প্রীতি-সঞ্চার ॥
অপার মায়া সংসার, কেমনে হব নিস্তার,
সে ভাবনা মন আমার ভাবে না একবার ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য বশ নয়,
কলুষাগ্নি দহে দেহ, প্রাণ বাঁচা ভার ॥
তোমা বিনে নাই মা গতি, তুমি অগতির গতি,
খণ্ডাও কালীর দুর্গতি, দোহাই মা তোমার ॥

৬০। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

মা দুর্গে, কে আছে আর দুর্গমে।
তোমা বই দীন-দয়াময়ী তারিতে অধমে ॥
আমি অতি দুর্ভাগ্য নাহি জানি মা যাগ যজ্ঞ,
সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য, যোগ্য পাপ উপার্জ্জনে ॥
তন্ত্র, মন্ত্র, পূজা, ধ্যান, জপ, ভক্তি, বেদ, বিধান,
নাহি জানি গো ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিমুখ তব অর্চ্চনে ॥
দোহাই মা তোমারি শিরে, এ ঘোর মায়ার্ণবে
কালীরে তারিতে হবে, দয়া করি নিজ গুণে ॥

৬১। রামপ্রসাদী সুর।

আমার এমন শুভ দিন কি হবে।
অন্তে দুর্গা দুর্গা বলে জীবন যাবে॥
কাশী গঙ্গায় মৃত্যুর বাসনা না রবে,
দেবে মানবে ধন্য ধন্য গা'বে
পরম শত্রু শমন সুহৃদ মম হবে,
সাধ করে সাদরে আমায় সাধিবে॥
বিষয় যাতনা, জঠর যাতনা
কখন আর না ঘটিবে,
মায়া মোহ আদি সবে একেবারে যাবে,
সুখে কালী কালীর পদ পূজিবে॥

৬২। রাগিণী লুম্ খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

আমি কেমনে জয়ী হব শমনে।
তাই ভাবি মন, মনে মনে॥
জাননা সে দুর্দ্দান্তে, দণ্ডে দণ্ডে দন্তে দন্তে
কার সাধ্য তারে দন্তে, দুর্গা নামের দণ্ড বিনে॥
তাই বলি মন দুর্গা বল, পাইবে অসীম বল,
কালে কালীরে কাল হেরিবে না নয়নে॥

৬৩। রাগিণী লুম্—তাল একতালা।

কালী কালী বল মন সদা।
ও যা না সাধিলে না হয় সাধা ॥
জাগ বা ঘুমাও কালী গুণ গাও
কালী নাম দামামা জিহ্বাতে বাজাও,
মন করি সাদা সাধ কালী সদা
ত্যজি বিষয় বিষ ক্ষুধা, পান কর কালী নামের সুধা ॥

৬৪। রাগিণী লুম খাম্বাজ—তাল যৎ।

কালী কালী বল রসনা।
ও যা'য় যাবে যম যাতনা ॥
যাবে কি তোর এমনি দিন দিনে দিনে যাবে দিন,
আসবে কোন দিন, সে শেষ দিন দেখিতে পাবে না ॥
বিষয় বিষ পানে মজিলি, কালী নাম সুধা না খেলি,
তাই ভেবে কালি, কালী প্রাণেতে বাঁচে না ॥

৬৫। রাগিণী বিভাষ—তাল আড়া।

কি হবে করুণাময়ী বিষম চরম কালে।
আমি মা কুকর্ম্মে নিয়ত মত্ত, তব তত্ত্ব সদা ভুলে ॥
দিবায় বিষয়-কাজে লিপ্ত নিশাকালে নিদ্রিত,
এই মত কাল গত নিয়ত করি মা হেলে ॥

মন-অলি না আশে বসে, বিষয়-বিষ-কুসুমে বসে,
প্রাণান্তে না ভালবাসে, তব শ্রীপদ-কমলে ॥
যা কর মা নিজ গুণে, তোমা বই কালী না জানে,
পড়েছি ঘোর দুর্গমে, কেবল বল তব বলে ॥
অধম তনয় বলে ত্যজ না মা অন্তকালে
দি'ও স্থান চরণতলে, কাল করাল এলে ॥

৬৬। রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালি।

আর কত বা ভাবিব গো শিবে।
কে খণ্ডাবে যা ঘটাবে তাই ঘটিবে ॥
আমি জাতি মানব, কি তব ভাব বুঝিব,
চিরদিন অজ ভব না পান ভেবে ॥
ভুলায়ে রেখেছ মোরে বিষয় ভাবনা ঘোরে,
কি প্রকারে সাধি তোমারে, বল গো তবে ॥
তব করুণা অভাবে বারে বারে আসি ভবে,
যায় দিন যবেস্থবে, তব পদ নাহি ভেবে ॥
তবে যদি দয়া কর তরি ভবে এবার,
নতুবা প্রাণ কালীর যায় বা ভবার্ণবে ॥

৬৭। রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালি।

(আরে মন) এমন করে র'বি কত দিন,
চিরদিন হয়ে পরের অধীন ॥

সাধ সরল অন্তরে সদানন্দময়ী শম্ভুজায়ারে,
সাধ পূরিবে, হইবে স্বাধীন ॥
রিপুচয় জয় অনা'সে লভিবে,
আনন্দবাসে বাস নির্য্যাস পাইবে,
কৃতান্ত শান্ত নিতান্ত হইবে,
কালীপদ পাবে কালী দীন হীন ॥

৬৮। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

মন, বিহ্বল হয়েছ মদে, দেখ নিকট হলো দিন।
দিনে দিনে দিন ক্ষয় তা' ভাবনা এক দিন ॥
হয়ে মন ভ্রান্ত্যধীন ভাব সুখে যায় দিন,
কিন্তু কৃতান্ত দিন গুণিতেছে প্রতিদিন ॥
সে জন বিষম ধন বাপে না ক্ষমা করেন,
পাইলে সে শেষ দিন, ঘটাইবে দুর্দ্দিন ॥
মায়াতে হয়ে মোহিত কেন রে সদা গর্ব্বিত,
ত্যজিলে ধন গুরুদত্ত, তুমি অতি জ্ঞানহীন ॥
অতএব শুনরে মন, কুকর্ম্মে দিও না মন,
সাধ কালীর চরণ, সাধে কালী দীন হীন ॥

৬৯। রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কুলকুণ্ডলিনী কালী সদা কি ঘুমায়ে রবে।
কেন বা আনিলে ভবে যদি কূল নাহি দিবে ॥

সমর্পিয়ে ভূতে পূত কেমনে হয় মনঃপূত,
বুঝি ফণী মীন মত, আমারে বিনাশিবে ॥
জন্মাবধি তোমায় হারা, কোথা গো লুকাইলে তারা,
ডাকিলে না দাও সাড়া, সারা হই মা তাই ভেবে ॥
একা নই আমি অনাথ, শ্রীনাথ একা বশতঃ
হইলেন ব্যাকুলিত, তব মিলন অভাবে ॥
জাগ মা জাগ নিমেষ, চিদানন্দবাসে এস,
পূরাও মা কালীর আশ, বস শিবের বামে শিবে ॥

৭০। রাগিণী ইমন্—তাল ঠেকা।

সাজরে মন আমার।
কর্ম্মেরি সাধন কিম্বা পতন এবার ॥
যদি মন কর সাধ পূরাইতে কালীর সাধ,
তবে আর সেধ না বাদ, ত্যজরে মন বিকার ॥
যাইতে হবে বহুদূর ব্যোম বায়ু মণিপুর
লঙ্ঘনে পয়ঃ অপার, স্থলে অধিকার ॥
অগ্রে শশী দিবাকরে কর বশ সাধনা ক'রে
ত্রাণ হবে এ দুস্তরে, পাইবে মূলাধার ॥
সে স্থান অতি নিভৃত হরি হর অজ রঞ্জিত,
চন্দ্র সূর্য্য বিরাজিত, কোটী বিদ্যুত আকার ॥
তপ্ত কনক-কান্তি লিঙ্গে বিহরেন শক্তি
অতি জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃ, হেরে সাধ্য কার ॥

যদি জয় ইচ্ছাকর জ্ঞান ধনু করে ধর
ভক্তি বায়ু অস্ত্র কর, বীজে অবতার ॥
জয় কর দ্বারিগণে প্রবেশ নির্জ্জন স্থানে
ব্রহ্মময়ী দরশনে, মনের ঘুচাও অন্ধকার ॥
পরে লং লং এ মিলায়ে আমি মাত্র ভাবিয়ে
গুরু বামে বসায়ে, শক্তি হের অনিবার ॥

৭১। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

জাগ মা আনন্দময়ী আর কত ঘুমাবে চতুর্দ্দলে।
তব লাগি দেখে একাকী নাথ ব্যাকুলিত চিত্ত পড়েছেন ঢলে ॥
ওমা শরণাগত জনে, কেমনে আছগো জননী ভুলে।
গা তোল, এস চিদানন্দ বাস, আশুতোষে তোষ অতি কুতূহলে ॥
কালী বিনয়ে বলে, আসিবার কালে বিনাশিও রিপুদলে।
হও গো সদয়া, দীনে কর দয়া, দাও স্থান শ্রীচরণ-কমলে ॥

৭২। রামপ্রসাদী সুর – তাল একতালা।

মাগো কালী কোথায় তুমি।
তারা ডেকে ডেকে সারা হ'লাম আমি ॥
তোমারে নিদ্রিত দেখে পঞ্চভূত
করে গো অদ্ভুত ভূতমী ॥
ওমা হইয়ে বিরোধী সুপথ মোর রুধি
(আমার) মনকে করেছে কুপথগামী ॥

মনের নিবৃত্তি বাড়ায় নাই আনুরক্তি
প্রবৃত্তির প্রতি অতি প্রবৃত্তি ;
ওমা প্রবৃত্তি সঙ্গমে জন্মাইল রিপুগণে
ঠেকাইল প্রাণে প্রাণে, জননী ॥
কালীর বাসনা বারেক চেতনা
হও গো কুল-কুণ্ডলিনী ।
ওমা রিপুদলে নাশ আনন্দবাসে বস
হর বামে হর-প্রেয়সিনী ॥

৭৩। রাগিণী ইমন্—তাল আড়া।

ওমা বারেক করুণাময়ী করুণা বিতর ।
বারম্বার ভবে মম যাতায়াত নিবার ॥
তোমারি করুণা ভিন্ন এ ভব সিন্ধু দুর্গম
ত্রাণ হওয়া সুকঠিন, না জানি সাঁতার ।
কেমনে বল মা তরি পাপে পূর্ণ তনু তরী,
অবোধ মন কাণ্ডারী, জ্ঞান হাল ভারে তুচ্ছ কর ॥
ওমা রিপু বায়ু অতি প্রবল, ধর্ম্ম পাল গুণ ছিঁড়িল
ভক্তি দাঁড়ি লুকাইল, ভারি তরী রাখা ভার ॥
মা হেরিয়ে ভব তরঙ্গে কম্পিত প্রাণ আতঙ্কে
তনয় কালী পাপাঙ্গে, কর গো নিস্তার ॥

৭৪। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

ও মা তারা, কি হবে গতি আমার।
কুকর্ম্মে সদা রত না অর্চ্চি পদ তোমার॥
দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, মাস, বার, তিথি মত
ভবে করি যাতায়াত কত বারে বার॥
মা বারেক করুণা নেত্রে হের মা পাপাত্মা পুত্রে
এ ঘোর ভব বিপত্তে, কর গো নিস্তার॥
ভব ভয় হরা তুমি অধমে আশ্রয় দায়িনী
তাই তোমায় ডাকি আমি, কাতরেতে বারম্বার॥
তোমারি করুণা ভিন্ন, কি আছে উপায় অন্য
অতি নরাধম কালীর ল'তে হবে ভার॥

৭৫। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার মন মজরে কালীপদে।
যদি চাও থাকিতে নিরাপদে॥
কেন মত্ত বিষয় মদে,
ঘটবে বিপদ পদে পদে,
যাবে প্রাণ পড়ে ঘোর কলুষ-হ্রদে,
মরবি তখন কেঁদে কেঁদে॥
বাঁকা পথে কাঁটা বিঁধে,
কালো কয় চল সিধে,
ও মন ঘুচায়ে মনের দ্বিধে,
ভাব শিব শক্তি হৃদে॥

৭৬। রাগিণী সুরট্‌মল্লার (?)—তাল একতালা।

শমন, ভয় কি তোর নিদানে।
কালী ব্রহ্মময়ীর সুত কালী, মহাকাল তা জানে॥
সাধিয়ে যাঁর অভয় পদ প্রাপ্ত হয়েছ যম পদ,
তবে তাঁর সুত সহ বিবাদ সাজিবে বল কেমনে॥
আমার মাকে কে না জানে নাহি ত্রিভুবন জনে
ওরে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি ফল মায়ের নামে॥
যদি ত্যজ্য পুত্র বলে মনে কর বল করবে বলে
ওরে মায়ের দয়া যায় কি ছেলে পতিত হলে দুর্গমে॥

৭৭। রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

তারা কে তারিবে তোমা বই এ অধমে।
নিস্তার দীন-দয়াময়ী করুণাকণা প্রদানে॥
চপলা চঞ্চলা মত সদা চিত্ত বিচলিত
ক্ষণেক নহে মা স্থিত, তব পদ সাধনে॥
অহঙ্কারে মত্ত মন না ভাবে দিন দুর্গম,
নিয়ত আছে মগন, কলুষ উপার্জ্জনে॥
মনকে করি যত্ন যত সে করে কালীর অপহিত
স্বগুণে কর মা হিত, দিয়ে স্থান চরণে॥

৭৮। রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

ওমা জননী জয়দা জগদানন্দ-কারিণী।
ওমা জয় জয় যম-যাতনা-বারিণী॥
কালী যোগমায়া যোগেশজায়া,
জয়া বিজয়া মায়া মহামায়া,
অভয়া অভয়দায়িনী॥
ওমা গিরিসুতা ত্রিজনগণ-মাতা,
হর্ত্তা কর্ত্তা সব গুণযুতা,
বিধির বিধাতা সব ঘট বিলাসিনী॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ-ধারিণী,
ভুক্তি মুক্তি জীবে বিধায়িনী,
কালীর কাল-ভয়-নিবারিণী,
মহাকাল মনোমোহিনী॥

৭৯। রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

বিরাজ আনন্দময়ী সশিব মম হৃদে।
অতুল যুগল রূপ হেরি যেন আঁখি মুদে॥
মানসেতে নানাফুল নীলোৎপল শতদল
লালজবা বিল্বদল, দি যেন তব শ্রীপদে॥
ত্যজি কাম লোভ ক্রোধে মায়া মোহ মাৎসর্য্য মদে
কালী যেন মন আহ্লাদে, তব পদ সদা সাধে॥

৮০। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

কালী আমার কি হবে চরম কালে।
দিন দিন কুকাজে দিন যায় মা বিফলে॥
পরমার্থ তব তত্ত্ব তায় বিমুখ মন নিত্য
বৃথা অর্থলোভে মত্ত, কাল ভয় ভুলে॥
চিত্ত বিচলিত অতি, ধারণে নাহিক শক্তি
সুষুম্নায় নহে মা স্থিতি, গতি ইড়া পিঙ্গলে॥
মোরে মূলে দেখি অন্ধ, ভূতে ভূতে করে দ্বন্দ্ব
সহায় তার মন মন্দ, দল বেঁধেছে রিপুদলে॥
তবে যদি নিজগুণে উদ্ধার মা কালী দীনে
নতুবা শমন শাসনে প্রাণ যাবে প্রাণান্ত হলে॥

৮১। রাগিণী সুরট্‌মল্লার—তাল একতালা।

মা কে জানে তব তত্ত্ব নিরূপণ।
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, সৃষ্টি স্থিতি কর নিধন॥
তুমি স্থলে জলে অনলে অনিলে
বিহর শূন্যে ষোড়শ দ্বিদলে;
তুমি দশ শতদলে অতি কুতূহলে
তোষ আশুতোষের মন॥

তুমি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি
নানা রূপময়ী জগদ্ধাত্রী
কালী মূঢ়মতি চায় সদা মতি
সাধিতে ত্বচ্চরণ ॥

৮২। রামপ্রসাদী সুর।

(শ্যামা) দেখ যেন লোক হাসে না।
তারা ব্রহ্মময়ী মা ত্রিগুণা ॥
করোনা না বাক্‌রোধ, অন্তে দীনে দিও বোধ,
যেন লয়ে তব নাম আয়ুধ, জয় করি শমনে শ্যামা ॥
যদি জিহ্বা নাহি চলে, বলাইও নিজ বলে
তারা, কালী যেন অন্তকালে, কালী কালী বলে যায় চলে মা ॥
কার সাধ্য ত্রিসংসারে সাধিয়ে তোষে তোমারে
নিজগুণে তার, তবেই তরে অভক্ত অভাজনা ॥
নানা পাপের পাপী বলি আমারে ত্যজ না কালী
ওমা শক্রমুখে দিও কালী, মহাকালের মনোরমা ॥

৮৩। রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালী।

মন মাতঙ্গ মাতরে মাতঙ্গী গানে।
জঠর কঠোর কভু আর পাবিনে,
পাবে তারার চরণে স্থান চরমে ॥

চির নিরোগী রবে ভব-রোগ না ঘটিবে
অনা'সে কাল কাটিবে, আনন্দ মনে ॥
বিষয় নিবিড় বনে কেন ভ্রম মন ভ্রমে
যাবে প্রাণ অযতনে, কাল হরির চর্ব্বণে ॥
ত্যজরে মন মন-আশঙ্কা বাজাও কালীনাম ডঙ্কা
না রবে শমনের শঙ্কা, কালীর নিদানে ॥

৮৪। রামপ্রসাদী সুর।

কি হবে ভবে ভবদারা।
ওগো দুর্গে ভব-দুঃখ-হরা ॥
ওমা সতত বিচলিত চিত
কিঞ্চিত কালে না দেয় ধরা ॥
আমি কি কব বিশেষ মন অবশেষ
গুরু উপদেশ হলো মা হারা ॥
মন লিপ্ত দীপ্ত বিষয় আগুণে,
তৃপ্তি নয় তব নাম সুধাপানে,
হলো ক্ষিপ্ত ব্যর্থ অর্থ সাধনে,
পাপে তনু করিল জরা ॥
আমার মন হ'ল কাল বৃথা কাটে কাল
ভুলে কালাকাল করিল সারা ॥
এখন কালীর হল কাল ক'ষে ধ'রে কাল
রাখ মহাকাল-মনোহরা ॥

৮৫। রাগিণী কালাংড়া—তাল যৎ অথবা আড়খেমটা।

এই করো শঙ্কর, ওহে শিব কৃপাময়।
অন্তে কালী বলিতে যদি ভুলি স্মরণ করা'য়ে দিও ॥
যদি জিহ্বা নাহি চলে বলাইও নিজ বলে
কালীর যেন অন্তকালে, কালের ভয় নাহি রয় ॥

৮৬। রাগিণী ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—তাল যৎ।

ওরে মত্তকরী মন, কেন ভাঙ্গ পদ্মবন।
কুমতি হয়েছে তব মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ ॥
মুদিত নলিনী দলে প্রস্ফুটিত না হতে দিলে
মদগর্ব্বে সদা দলিলে, না হতে উদয় তপন ॥
হায় মূলে হলো নির্ম্মূল আশা মাত্র না রহিল
তাই ভাবি হলো আকুল, বৈদ্য কালীনারায়ণ ॥

৮৭। রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

মা আমোদ প্রমোদ রসে বৃথা দিন যায়।
সাধে সাধে বিষাদ আমার মন জন্মায় ॥
বিষম দুর্গম দিন আছে, তা' না ভাবে মন
ভাবে যাবে এমনি দিন, না ঘটিবে যম-দায় ॥
দুরন্ত কৃতান্ত শান্ত- কারণ মা তব মন্ত্র
সাধেনা মোর মন ভ্রান্ত, হায় মোহিত মায়ায় ॥

প্রদানে করুণা কণা পূরাও মা কালীর বাসনা
ঘুচাও মা জঠর যাতনা, তব ধরি রাঙ্গা পায় ॥

৮৮। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

শিবে কিং ভবে ভবানী, ত্রয়গুণাবলম্বিনী।
তপন-তনয়-ত্রাস নাশ, আশুতোষ-মনোতোষিণী ॥
মা মম সাধ্য অতীত, হিতে বিপরীত বুঝে মম চিত,
মোহিত মায়াতে, সতত বিরত তব তত্ত্বে তারিণী ॥
(আমি) কুকাজে কুরীতে রত, দারা সুত ধনে সদাই গর্ব্বিত,
তোমারে বিস্মৃত, কেবল আশ্রিত জনবাক্যে, জননী ॥
(মা) করি স্বগুণ বিতরণ, যদি কালী দীনে কর ত্রাণ,
তবেই ভবে কূল পাইগো, নকুল-হৃদয়-বিলাসিনী ॥

৮৯। রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

মন, মজরে মজরে মজ তারা গানে।
কি সুখ ঐহিক অলীক আলাপনে ॥
(ও যা'য় না যাবে যম-যাতনা কালীর নিদানে)।
কররে মন ভক্তি যন্ত্র, রাগ অনুরাগ রাগিণী শাস্ত্র,
সঙ্গে নে মন তন্ত্র মন্ত্র, ত্যজিয়ে কুসঙ্গীজনে ॥
যেন রাগ রাগিণী মিলে যায় খাদাবধি জিলে
সাধি গীত ব্রহ্মতালে, তালে তালে তাল মানে ॥

৯০। রাগিণী খট্‌ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

বারেক করুণাময়ী দাও দেখা আমায়।
ঠেকিছে কঠিন দায়ে কহিতে প্রাণ শুকায়॥
ভীম ভয়ঙ্কর ভানুজ-কিঙ্কর
তস্কর প্রায় মোরে বাঁধিবারে ধায়॥
এ কুরূপ হেবে কম্পিত অন্তরে
কাতরে তারিণী তাই ডাকি মা তোমায়॥
মম রিপুদল বিষম প্রবল
কলুষ অতি সবল, না দেখি উপায়॥
মম কেবল বল তব করুণা-বল
যা বল তা বল, শিবে, রাখ রাঙ্গা পায়॥
কালী না দুঃখ ভাবে থাকে প্রাণ যায় যাবে
[illegible] রহিবে, না হেরিব মা তোমায়॥
কৃপা অপাঙ্গে হের পাপাঙ্গে
(দেখ) সিংহিনীসুতে যেন না স্পর্শে শিবায়॥

৯১। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

কোথা গো করুণাময়ী করুণা কর কালী।
কাতরে ডাকে তোমারে নানা পাপের পাপী কালী॥
তোমারি মায়া প্রতাপে জন্মিলেই জীব মজে পাপে
সে তাপে কি মা বাপে, সুতে শত্রুরে দেয় ডালি॥

কুপুত্র ত্যজিলে পিতা অবশ্য কোল দেন মাতা
ভুজঙ্গ মীনের মাতা হয়োনা বিনয়ে বলি ॥

৯২। রাগিণী সুরট্ মল্লার—তাল কাওয়ালি।

মন আর কি ভুলিয়ে থাকা ভাল দেখায়।
ভবতারিণী ভবানী সে জগদম্বায় ॥
বারে বারে কত আর ঠেকিবে যমের দায়
না ভাবিলে ব্রহ্মময়ী মায়, কে কোথায় মুক্তি পায়॥
দেখ মন মতিহীন, যায় নিত্য বৃথা দিন,
সে শেষ দুর্গম্ দিন আগত প্রায় ॥
হলে বাল্যে আশক্ত বাল্য-লীলায়,
যৌবনে মত্ত কাম সেবায়,
এখন কালীর গুণ কর মন কীর্ত্তন
নতুবা তোমার আর না দেখি উপায় ॥
শুন মন সুমন্ত্রণা বিষয় মদে মজ'না
কর শ্যামা উপাসনা ত্যজিয়ে মায়ায় ॥
তবে দয়া প্রকাশিবে শিব মনোমোহিনী শিবে
দীন কালী স্থান পাবে, তারা রাঙ্গা পায় ॥

৯৩। রাগিণী পিলু—তাল রেক্তা।

কোথা মা দীনতারিণী দীনের প্রতি দয়া কর।
তুমি দীনতারিণী, তাই তারিণী ডাকিগো হয়ে কাতর ॥

অধমে তার ভবে তাই তোমায় ডাকে মা জীবে
নতুবা তোমার শিবে, কিসের গো বল আদর ॥
সাধে কি সদাশিব সাধেন সদা পদ তব
হলেন তব কৃপায় চিরঞ্জীব, পান করি বিষ নিকর ॥
রাখ মা নাম মহিমা প্রদানে করুণাকণা
পূরাও গো বাসনা শ্যামা, অধম কালীর ॥

৯৪। রাগিণী জংলা—তাল যৎ।

জানিব জানিব দুর্গে এবারে তোমারে আমি।
অধম তারিণী তারা বট কিনা বট তুমি ॥
আমার কলুষসীমা না হয় নির্ণয় শ্যামা
তবে রয় তব মহিমা, যদি মোয় তার তারিণী ॥
সাধকের পূরালে সাধ তব কি গুণানুবাদ,
বাধ্য তায় দিতে শ্রীপদ, ওগো বিপদভঞ্জিনী ॥
কালীর কাল ভয় যদি মা চরমে হয়
বিচারিয়ে দেখ তায় তোমারি লজ্জা জননী ॥

৯৫। রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

মা আমার মনের বাসনা শ্যামা মনে রহিল।
কুকর্ম্ম অধর্ম্ম ফলে পূর্ণ না হলো ॥
মা মনে বড় ছিল সাধ সেবিব তব শ্রীপদ,
রোগাদি তায় সাধে বাদ, হয়ে প্রবল ॥

এবার আমার ভবে এসে সকলি গেল মা ফেঁসে,
বদ্ধ হয়ে মায়া ফাঁসে প্রাণ আকুল ॥
তবে যদি সানুকূল হয়ে কালী কুলাও কূল,
নতুবা একূল ওকূল, কালীর গেল দুকূল ॥

৯৬। রামপ্রসাদী সুর।

আমার এমত শুভদিন কি হবে।
অন্তে ভাগীরথী নিজে তীরে লবে ॥
সংসারের মায়া মোহ কিছু না দেহে রহিবে,
হবে তুচ্ছ; মম ব্রহ্মপদে তারাপদে মন মজিবে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে লগ্নিত হইবে হেলে
দেখিবে সকলে, কালী বলে কালীর পরাণ যাবে ॥

৯৭। রাগিণী বিভাষ—তাল যৎ অথবা ঠেকা।

বিপদে তারিতে তারা কে আছে আর তোমা বই।
তত্রাচ তব তত্ত্বে মা সতত ভুলিয়ে রই ॥
বিশ্বনাথে বিষ পানে শ্রীরামচন্দ্রে রাবণ-রণে
দেবে দৈত্য-সংগ্রামে, তারিলে মা ব্রহ্মময়ী ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরে বায়ু আদি দিবাকরে
পশুদেহে মুক্ত করে' দিলে গো মা দয়াময়ী ॥
আমি কালী অল্পমতি না জানি ভকতি স্তুতি
তব পদে চাহি মতি, বিস্মৃত না হই ॥

৯৮। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

কালীর ভজনা কবে করিবে মন।
দিন দিন বৃথা দিন গত কর কি কারণ ॥
কেন মন নাহি সাধ সাধিতে তারিণী পদ
যে পদ শিব-সম্পদ, দেবাদির দুর্লভ ধন ॥
মায়াগ্নিতে হয়ে মুগ্ধ বৃথা কেন হও দগ্ধ
কররে জীবন স্নিগ্ধ, ভক্তি কালী সুধানাম ॥
কালী বলে' কাল হর কাল ভয় হবে দূর
অন্তে কালী কালীপুর করিবে গমন ॥

৯৯। রাগিণী ইমন্—তাল ঠেকা।

কি করিলাম আমি ভবেতে আসিয়ে।
না ভাবিলাম তারাপদ মায়াতে ভুলিয়ে ॥
জীবের যত দুঃখ পাশরিলাম সাম্মুক
অসার সংসার সুখ, চিরসুখ ভাবিয়ে ॥
অর্জ্জি অর্থ উপার্জ্জনে পরিবার প্রতিপালনে
তারা মন্ত্রবীজ-রোপণে বিমুখ হইয়ে ॥
কুকর্ম্ম অধর্ম্ম যত তাহাতে রত সতত
সুপথ তত্ত্বে বিরত, বিষয় মদে মত্ত হয়ে ॥
নিস্তার দেখি দুষ্কর অনুপায় বারেবার
তবে হয় সুগম কালীর, কালী যদি দেখেন চেয়ে ॥

১০০। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার মন মজরে কালীপদে ; কেন মত্ত সদা বিষয় মদে ॥
কালী নিত্য, কালী সত্য বিদিত আগম পুরাণ বেদে ॥
ও যা'য় বিরিঞ্চি, কেশব, শিব, বাসব সদা নাহি পান সেধে ॥
এ ভব সংসার কেবল মায়ার, বেগার খাটা পদে পদে ॥
দারা, সুত, পরিবার নহে কেহ কার, মিছে দেখ সব নয়ন মুদে ॥
অতএব কালীর বচন মন দিয়ে শুনরে ও মন
দিয়ে বিষয় আদি বিসর্জ্জন, ভাব শিব-শক্তি হৃদে ॥

১০১। রাগিণী সুরট্ মল্লার—তাল কাওয়ালী।

দীন-দয়াময়ী দয়া কর দীন জনে।
কে আর তারিবে তারা অভাজনে তোমা বিনে ॥
চিরদিন বৃথা দিন করিলাম যাপন
ভবভয়-বারণ-কারণ তব চরণ-স্মরণ বিনে ॥
বিষয়েতে হয়ে মত্ত ভ্রমি যেন করী মত্ত
হারাইলাম পরমার্থ, সদা কুপথ গমনে ॥
বিষম শঙ্কটে পড়ি কালী ডাকেগো মা শঙ্করি
করুণা বিতরি তারা তার দীনে নিজগুণে ॥

১০২। রাগিণী সুরট্ মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মা বিপদে তার তারিণী, স্বগুণে গুণময়ী এ নির্গুণে।
তোমা বই আর কারে কই, কে আছে ত্রিভুবনে॥
মা সুতের জোর মায়ের উপর,
লইতে পারে কি ভার অন্যে॥
তুমি দুর্গতি দলনী দুর্গম বারিণী
তাইতো ডাকে তোমায় জগজ্জনে॥
কৃপা অপাঙ্গে কালী পাপাঙ্গে
ভবতরঙ্গে তার পদ্ম-তরী প্রদানে॥

১০৩। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

শ্যামা কে জানে গো তোমায়।
অনন্ত তব মহিমা কেবা তব অন্ত পায়॥
তুমি গুণাতীতা, সব গুণযুতা,
সর্ব্বভূতে স্থিতা, বিহর নানা লীলায়॥
ব্রহ্মা করেন সৃজন, বিষ্ণু করেন পালন,
সংহারেন পঞ্চানন, (মা) তোমারি কৃপায়॥
ত্বং হি পুরুষ, ত্বং হি প্রকৃতি, ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রী,
তোমায় সাধিলে অনা'সে মুক্তি ; জঠর যাতনা দূরে যায়॥

কালী মূঢ়মতি না জানে ভকতি,
না জানে সাধন, না জানে স্তুতি,
তুমি অগতির গতি, ওগো হৈমবতী,
দোহাই পশুপতির, রাখ রাঙ্গা পায় ॥

১০৪। রাগিণী ঝিঁঝিঁট্—তাল যৎ।

কে জানে তোমার মায়া মহামায়ারূপিণী।
মায়ায় সৃষ্টি স্থিতি লয় করগো জগজ্জননী ॥
জীবের নাহিক দোষ মায়ায় মুগ্ধ আশুতোষ
শ্মশানে করেন বাস, তব তত্ত্ব না জানি ॥
কারে দাও মা জ্ঞানাঞ্জন সেবে তব শ্রীচরণ
কারে দাও মা কুমন্ত্রণ, কি ভাব ভব-ভাবিনী ॥
বৈদ্য কালীর বাসনা শুন গো মা ত্রিনয়না
অন্তে ক'রো না বঞ্চনা, দিওগো পদ দুখানি ॥

১০৫। রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

তারা দিনে দিনে দিন ফুরাইল।
আগত অন্তকাল, কালেতে ঘেরিল ॥
কালী বলে' না ডাকিলাম, বারেক নাহি স্মরিলাম,
বিষম দায়ে ঠেকিলাম, সাধ মাত্র হইল ॥

(ওমা) আইলাম জন্মক্ষেত্রে কেবল তোমায় সাধিতে
সতত সংসার মায়াতে, মন ভুলে রহিল ॥
কালীর লেগেছে ডর দেখিগো যম-কিঙ্কর ;
নিজগুণে নিস্তার, দিয়ে পদ কমল ॥

১০৬। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কে জানে তোমারি তত্ত্ব তত্ত্বময়ী তারা তুমি।
অদ্ভুত অপরূপ নানা রূপ ধারিণী ॥
জানা যায় না কোন রূপে, ব্রহ্মাণ্ড তব লোমকূপে,
সত্যে নৃসিংহাদিরূপে (তুমি) দনুজদল-দলনী ॥
মা ত্রেতায় রাম অবতারে, বিনাশিলে দশশিরে,
নিস্তারিলে সুরে নরে, মনাভীষ্ট-দায়িনী ॥
দ্বাপরেতে মহালীলা, কৃষ্ণরূপে প্রকাশিলা,
কংসাদি রিপু নাশিলা, ধরণীভার-হারিণী ॥
কলিতে শ্রীক্ষেত্রধামে, জগন্নাথরূপ ধারণে,
তারিতেছ জীবগণে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী ॥
কালী অতি অকিঞ্চন, না জানে ভজন সাধন,
ভরসা তব চরণ, যাহা কর মা নিস্তারিণী ॥

১০৭। রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

(কালী) দেখ যেন দুঃখ নাহি পাই।
তোমারি ভরসায় তারা কারেও না ডরাই ॥

লজ্জারূপা মহামায়া লজ্জা দিও না অভয়া

থেক' গো সদা সদয়া, আমি বিনয়ে জানাই ॥

নাহি মম ভক্তি লেশ (মোর) কুকাজে মনোনিবেশ

সুপথে সদাই দ্বেষ, বল বুদ্ধি কিছুই নাই ॥

দেখ যে মা পরিবার সকলি তোমারি তার

কালী মাত্র আধার, (তারা) আহার যোগাই ॥

১০৮। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

ভবে ভাবরে ভবানীরে।

অপার সংসার নিস্তার-কারিণীরে ॥

কি পণ করেছ ওরে পামর মন,

না ভাবি ভবানীর ও রাঙ্গা চরণ,

নিকট শমন, ডুবালিরে মন

হয়ে বিস্মরণ শিবানীরে ॥

ভবতরঙ্গ বহে ঘন ঘন,

হেরি কম্পিত কায়, শুকায় জীবন,

কালীরে তারিতে যদি ইচ্ছা মন,

বারেক স্মরণ কর তারিণীরে ॥

১০৯। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ভাবরে মন একমনে তারিণী চরণ।

সর্ব্ব সিদ্ধি হবে তব, সফল হবে জীবন ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, অনায়াসে লভিবে মন
কাল ভয় হবে মোচন, না হবে পুনর্জ্জনম ॥
ত্যজরে ঐহিক সুখ যে সুখ অতি অলীক
হ'য়োনা মন বিমুখ, সাধিতে গুরুদত্ত ধন ॥
না শুনিলে মম মত দুঃখ পাবে যথোচিত
কালী দীন হবে হত, বিনা কালীর স্মরণ ॥

১১০। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

আরে মন, ভয় তোর কি।
দীন হীন কালী বলি কালী কালী
অন্তকালে কালে দিবে রে ফাঁকি ॥
তারিণীর পদ যে করে ভাবনা,
ভাব কি আছে রে ভবের ভাবনা।
তার সর্ব্বত্রে জয়, কভু নহে ক্ষয়,
যমে পায় ভয়, সে জনে নিরখি ॥
দেব ঋষি যাঁয় ধ্যানে নাহি পায়,
চারি বেদ যাঁর সদা গুণ গায়।
(শ্যামা) পুরুষ প্রকৃতি সর্ব্ব ঘটে স্থিতি
হরি হর রাধা লক্ষ্মী জানকী ॥
বাজাও সদা কালী নামের ডঙ্কা,
না রবে তপন-তনয়-শঙ্কা,
পূজিয়া কালিকা ত্রিলোক-পালিকা
দেখ রাবণ-রণে জয়ী শ্রীরাম ধানুকী ॥

১১১। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

যা কর মা ব্রহ্মময়ী ভরসা তোমার।
তুমি গো দুঃখ বারিণী কাতরে তাই ডাকি আমি
করুণা কর তারিণী, না ভাবি সুতে অপর॥
তব গুণ মহিমা বেদ তন্ত্রে নহে সীমা
পূরাও বাসনা শ্যামা, অধম কালীর॥

১১২। রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

বিপদ ভঞ্জিনী শ্যামা।
সুখদে বরদে, শ্রীপদে রাখ মা শিবে, শিব-মনোরমা॥
তুমি গো মা মহানিদ্রা অনাদ্যা অসাধ্যা সিদ্ধা
যোগাধ্যে যোগেশজায়া, বেদতন্ত্রে না পাই সীমা॥
ত্বং ত্রিগুণ-প্রসবিনী মহাকালী নিস্তারিনী
সৃষ্টিস্থিতি সংহারিণী, অপরূপা গুণধামা॥
(তারা) তব ব্রহ্মনাম-গুণে হর কালকূট পানে
রক্ষা পাইলেন প্রাণে, কে জানে তব মহিমা॥
ভাবিয়ে মা তব পদ দেবগণ নিরাপদ
বিপদ ভাবে বিপদ, শুনিলে পদ-বর্ণনা॥
বিনয়েতে কালী বলে শুন মা সর্ব্বমঙ্গলে
অন্তকালে কালী বলে' যায় যেন জীবন গো মা॥

১১৩। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালী।

এবারেতে মন আমার আঁখিতে দেখিলি।
বারেক স্মরিয়া শ্যামা বাসনা পূরালি ॥
কি ছার ঐহিক সুখ পায় জীব চির দুঃখ
ঘুচয়ে ভবের দুঃখ, সাধিলে কঙ্কালী ॥
যদি নাহি বুঝ মন, ভীম ভানু-নন্দন-
করে হবে পতন, বিনা স্মরণ করালী ॥
দীন কালীর নিবেদন মনে ঐক্য কর মন
ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন, অভেদ ভাবরে কালী ॥

১১৪। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

জাগরে মন আমার, মজ শ্যামা পদাম্বুজে।
নিদ্রিতের প্রায় কেন বিষয়েতে সদা মজে ॥
নির্ব্বিকারা নিরাকারা ভব-দুঃখ-হরা তারা
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, রাখরে হৃদয় মাঝে ॥
যাঁর পদ ভাবনা করি মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিপুরারি
ত্রিলোক পালেন হরি, চতুরানন স্বজে ॥
কালীর বচন ধর মদ গর্ব্ব তুচ্ছ কর
তারপদ সার কর, বিষয় আশয় ত্যজে ॥

১১৫। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

বিষয়ানলে মুগ্ধ দগ্ধ কেন হও মন।
কালীনাম সুধাপানে সুস্নিগ্ধ কর জীবন ॥

পতঙ্গের মত কেন হত হও অকারণ,
উচিত বাঁচাতে প্রাণ, রিপু ছয় করি দমন ॥
এ ভব জলধি নিধি তরিতে হয় ইচ্ছা যদি
কালী কয় শুন মন বিধি, সাধ সদা শ্যামাচরণ ॥

১১৬। রাগিণী সুরট্—তাল কাওয়ালী।

তারা অধম জনেরে যদি নাহি তারিবে।
অধম-তারিণী তব নাম তবে কে লইবে ॥
কি দোষ আমার তারা ভেবে দেখ ভবদারা
তব মায়ায় জ্ঞানহারা আছি মা ভবে ॥
ভাবিতে তব চরণ যদি মা করি মনন
তাহে বাদ সাধ শ্যামা তুমি গো শিবে ॥
যে করে তব ভাবনা তার কি ভব-ভাবনা
নিজ গুণে মা সে জনা ত্রাণ পায় ভবে ॥
পাষাণের মেয়ে বলে' দয়া নাহি প্রকাশিলে
দয়াময়ী নামে তব কলঙ্ক রবে ॥
শমন হ'লো সম্মুখ রাখ গো মা রাখ রাখ
বিষম ঘোর বিপাক হ'লো মা এবে ॥
তব চরণ করেছি সার তোমা বিনা কেবা আর
কালীরে করিবে পার অপার ভবার্ণবে ॥

১১৭। রামপ্রসাদী সুর।

তোরে ভয় কিরে শমন।
মা আমার জগদম্বা, জনক কর্ত্তা ত্রিলোচন ॥
(ওরে) মাতৃপিতৃহীন যে জন,
তার কাছে কর গমন ;
ভাবি যাঁর অভয় পদ হয়েছে তোর যম পদ
(ওরে) ভাবিলে কি ঐ পদ, বিপদ ঘটে কখন ॥
কালীর কি শঙ্কা,
কালী নাম ডঙ্কা,
বাজায়ে বদনে যাব মাতৃ-সদনে,
দেখিবি নয়নে, মা দিবেন কোলেতে স্থান ॥

১১৮। রাগিণী দেশ মল্লার—তাল কাওয়ালী।

কেন মন বৃথা মর ক'রে ঘর ঘর।
কোথায় থাকিবে আকর্ষিলে শিবজ্বর ॥
নিজ ঘর দুয়ার নাহি দেখ একবার
ছয়জনে ভাঙ্গে তাহা, কেন না নিবার ॥
তারিণী-নাম-রজ্জুতে রাখরে রিপু বন্ধনেতে
নিঃশঙ্কে সুখে বাস কররে বর্ব্বর ॥
দারা সুত আদি করি কেবল ধনাধিকারী
চরমে হবে কেবা কালীর সহকারী ॥

বিনা কালী স্মরণ নহে কালের দমন
সে যে পলকে তিলেকে করিবে রে ঘোরতর ॥

১১৯। রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

শ্যামা কোথায় গো লজ্জা-নিবারিণী।
সভয়ে অভয় দান কর গো হর-মোহিনী ॥
অন্নপূর্ণা কাশীশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী
করুণা কর শঙ্করি, শিবে সর্ব্বাণী ॥
বিদ্যা বুদ্ধি ধন যত তোমায় গো সব বিদিত
যাহা হয় কর উচিত, দীনতারিণী ॥
অল্প আয়োজন জন্য দীন কালী বিষণ্ন
প্রসন্ন হয়ে সম্পন্ন কর গো জননী ॥

১২০। রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

বারেক কালীর নাম বল মন বদনে।
ত্যজি সুধা ক্ষুধা কেন বিষয়-বিষ ভোজনে ॥
রবে না এমত কাল কালে কালে হবে কাল
জ্ঞানাদি নাশি সকল সমর্পিবে শমনে ॥
তখন কি উপায় হবে সারা হই তাই ভেবে
ভানুজ প্রাণ নাশিবে জগন্ময়ী মা বিনে ॥

বৃথা দেখ এ সংসার কেবল বাজি বাজিকার
দারা সুত পরিবার নহে কেহ চরমে ॥
তাই কহে দীন কালী হৃদে জপ কালী কালী
অন্তকালে দিবেন কালী আশ্রয় রাঙ্গা চরণে ॥

১২১। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

ভাবরে ভবানীরে একবার।
যাহে ভবে পার হবেরে এবার,
বিনা তারার দয়া মায়ায় নাহিক নিস্তার ॥
নিত্য-ধন-তত্ত্ব ত্যজি অনিত্যে মজিলে,
তারা নামামৃত পান কেন না করিলে,
বিষয়-বিষ ভোজনে কালীরে বধ পরাণে
দিনে দিনে বৃদ্ধি দেখি কুরীতি তোমার ॥

১২২। রাগিণী মল্লার—তাল ফেরতা।

কালীর চরণ সদা স্মরণ কররে মন।
কালীর পূরিবে আশা, ঘুচিবে ভব বন্ধন ॥
যে চরণ লাগি যোগী পঞ্চানন,
চতুর্ম্মুখ ধ্যানে সদাই মগন,
সহস্র-বদনের সাধনীয় ধন,
কোন ছার ইথে নর জীবন ॥

বন্ধুবর্গ দারাসুত,
বিষয় সম্পদ্ যত,
বিফল হবে সমস্ত,
নির্গত হলে জীবন ॥
দুরন্ত কৃতান্ত শান্ত
নহে, বিনা কালী মন্ত্র,
তাই বলি মন ভ্রান্ত,
চিন্ত হর-আরাধ্য ধন ॥

১২৩। রাগিণী বাহার—তাল ঠুংরি।

কালী কেন ভুলাও গো আমায়।
ভুলাও গো করুণাময়ী ভুলাও গো আমায় ॥
নিত্য বৃত্ত তব তত্ত্ব, তাহে না জন্মায় প্রবৃত্ত,
কেন মজাও মন নিত্য নিত্য মিছে ব্যবসায় ॥
তব লীলা কে বুঝিবে, ভব অন্ত না পান ভেবে,
যারে ভাবাও সেই ভাবে, (ওমা) শিবে গো তোমায় ॥
মা হয়ে কি দুঃখ এত তনয়ে দেওয়া উচিত,
কৃপায় কালীর মত, তারা, ফিরাও (তব) রাঙ্গা পায় ॥

১২৪। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

এ বিপদে ত্রাণ তারা কর গো তারিণী।
দুরাচার বলি যেন ত্যজ না গো জননী ॥

অত্যন্ত কাতর হয়ে ডাকি মা তোমায় সভয়ে
অভয়-দান দাও তনয়ে, ত্রাণ-কর্ত্রী ত্রিনয়নী ॥
ভাবিয়া হইলাম সারা ব্রহ্মময়ী সারাৎসারা
সর্ব্বময়ী নিরাকারা, নির্ব্বিকার সনাতনী ॥
কালীর দুর্ভাবনা দূরীভূত তোমা বিনা
কে করিবে ওমা শ্যামা, ত্রিজনগণ-বন্দিনী ॥

১২৫। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মন জ্ঞান হারায়ো না।
জাগ বা ঘুমায়ে থাক কালীরে ভুলো না ॥
জ্ঞানে ভক্তি, জ্ঞানে মুক্তি, জ্ঞান-মূল শিব উক্তি,
বিনা জ্ঞানে আদ্যাশক্তি মায়ের কৃপা হয় না ॥
অজ্ঞান হয় যে জন না হয় তার তারা সাধন,
কুপথের পথী সে জন, সদাই তার বিষয়-কামনা ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সবে তোর প্রতিবাদী,
ত্যজরে খণ্ডাবে যদি কালীর ভব-যাতনা ॥

১২৬। রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল আড়া।

শমন-শাসিনী শ্যামা শুন দীনের আবেদন।
অহর্নিশি বৃথা বসি করি গো কাল যাপন ॥
সংসারে হয়ে আবদ্ধ অর্থভাবনায় বাধ্য
সাধিতে না হয় মা সাধ্য, তারিণি, তব চরণ ॥

ক্ষণে যদি মনে করি তোমায় মা চিন্তি শঙ্করি,
ধন চিন্তায় অমনি ফিরি, হয়ে তোমায় বিস্মরণ ॥
তাই কহে কালী দীন এ পাপ কর মোচন
নতুবা কি হয় সাধন, শিব-সাধনীয় ধন ॥

১২৭। রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল আড়া।

কত দুঃখ স'ব শিবে, ওগো শিব-সীমন্তিনী।
তব পুতে রবি-সুতে সদা গো নাশে জননী ॥
জন্মি বৃথা বারে বার জঠর যন্ত্রণা সার
না অর্চ্চি গো মা তোমার পদ-কমল দুখানি ॥
সংসার মা কারাগার শৃঙ্খল তায় পরিবার
প্রহরী রিপু দুর্ব্বার ঘেরে গো দিবা রজনী ॥
বন্ধন যাতনায় তারা দীন কালী হ'লো সারা
নিস্তার কর মা তারা, নতুবা হই হত আমি ॥

১২৮। রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিঁট্—তাল একতালা।

শমন রে তোরে ভয় কি করি।
আমার সহায় মাতা মহেশ্বরী ॥
ভুলে যে জন বারেক ডাকে কালিকারে,
নির্ব্বাণ মুক্তি ভবে পায় একবারে,
তার কি করিতে পারে তব অনুচরে,
পলায় যেন হরি-ভয়ে করী ॥

কালী মহামন্ত্র যে দিন পেয়েছি,
তদবধি তারার আশ্রিত আছি,
ওরে তোর শঙ্কা শমন নিতান্ত ত্যজেছি,
শাসার আশা আর দাও ছাড়ি ॥
অন্তকালে কালী জাহ্নবী জীবনে,
জীবন ত্যজিবে কালী নাম স্মরণে,
কালী ব্রহ্মময়ী স্থান দিবেন চরণে,
ভবার্ণবে যাব অনায়াসে তরি' ॥

১২৯। রাগিণী ঝিঁঝিঁট্—তাল একতালা।

যা কর মা শমন-সমরে সাজিলাম।
তব পাদ-পদ্মে প্রাণ নিতান্ত সঁপিলাম ॥
নাহি মম ভক্তি বল নাহি ধর্ম্ম অনুবল
কেবল তোমারি বল, ব্যাকুল হলাম ॥
ভগ্ন জ্ঞান ধনুখান মন রথীর নাই সুসন্ধান
তব মন্ত্র মহাবাণ নাহি সাধিলাম ॥
শুনি তার দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ অখণ্ড,
করে দণ্ড ল'য়ে দণ্ড, ঘোর বিপদে পড়িলাম ॥
তব দয়া না হইলে অনুপায় পরকালে
কালীরে অনা'সে কালে লবে নিজ ধাম ॥

১৩০। রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল আড়া।

কেন ভালবাস না রসনা শ্যামাগুণ গাইতে।
নিয়ত হইলে রত পাপপুঞ্জ আলাপেতে॥
তারা নাম সুধা রস পানে নাই তব প্রয়াস
কর পান বিষয় বিষ, আমার প্রাণ নাশিতে॥
ভবে ত্রাণ পাব বলে ধরেছি তোয় কণ্ঠস্থলে
তুমি তায় কাল হলে, উলটে ফেল ঘোর অঘেতে॥
গতিহীন যদি হতে, কুশল ছিল তাহাতে
মিথ্যা প্রবঞ্চনাদিতে, তরিতাম অনা'সেতে॥
তুমি দয়া কররে যায় কি ছার তার ভবের দায়
স্থান কালীর পায়ে পায়, পঞ্চভূত বহির্গতে॥
অতএব দীন কালী কয় হয়ে কৃতাঞ্জলি
বল জিহ্বা কালী কালী, জাগ্রত বা নিদ্রিতে॥

১৩১। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

আমি এই ভাবি অন্তরে।
পাছে অন্তকালে কালি, কালের হাতে ডালি
দাও গো মা দীন হীন কালীরে॥
চিরদিন আশা আছে গো জননী,
তনয়ে ত্যজিতে না পারিবে তুমি,
অবশ্য চরণ করিয়া তরণী,
ভবার্ণবে লবে ত্রাণ করে॥

ভোলানাথ-জায়া বলে ভীত হই,
কি জানি ভুলিয়ে থাক ব্রহ্মময়ী,
(ওমা) চরম সময়ে তব সহায় বই,
নিস্তার-বিহীন কালের করে ॥

এ কারণে তারা নিবেদি চরণে,
দেখ গো ভুল না রেখ মা অন্তিমে,
দুর্গা ভজন বিহনে সঁপ' না শমনে,
দোহাই দোহাই ওগো দোহাই মা তোমারে ॥

১৩২। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

আমার মন কেন এমত হলি।
আপনে নাশিলি আর আমারে ডুবালি ॥

না জান আছে রে বিষম অন্তকাল,
দুরন্ত কৃতান্ত ঘটাবে জঞ্জাল,
দিন প্রায় গত সন্ধ্যা-কালাগত
কালীপদ নাহি ভ্রমেও ধ্যেয়ালি ॥

কি বুঝেছ মনে না জানি কারণ,
গুরুদত্ত ধন না কর সাধন,
অলীক তত্ত্বে সদা হ'লি নিমগন,
দুর্লভ মানব জনম বৃথা হারাইলি ॥

কালী কোন দোষের দোষী নয় তোর,
তবে কেন বাদ সাধ অনিবার,
ভবে প্রাণ মোর যায় বা এবার
তাই ভেবে কালী হ'লোরে কালী ॥

১৩৩। রাগিণী সুরট্মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মা মন তো বশ হলো না।
বারে বারে নিবারি মা, তবু মানা শুনে না ॥
নিষেধি য্যা' করিবারে অগ্রেতে সে তাই করে
কুম্ভকার-চক্রবৎ ঘোরে গো মায়া-ঘোরে।
কুনীতে কুরীতে মন নিয়ত আছে মগন
তিলেক নাহিক করে তব আরাধনা ॥
পাপ বহ্নি দহে কায় বাঁচে না প্রাণ যায় যায়
বিনা তব কৃপাবারি নাহি গো নিবায়।
দয়া কর-গো তারিণী ও দীন-দুঃখ-বারিণী
পতিত-পাবনী শিবে, শিব-মনোরমা ॥
শুন গো মা ত্রিনয়না কলুষ-নাশিনী শ্যামা
উপায় বিহীন মম তব করুণা বিনা।
দয়ায় চরম কালে দিও স্থান পদ-কমলে
কালের করে কালি, যেন কালীরে সঁপ' না ॥

১৩৪। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কালী করালী কঙ্কালী কপালিনী।
জগন্ময়ী জগ-জননী ভৈরবী ভবানী
ভব-মনোমোহিনী, ভবভয়ে অভয়দায়িনী ॥
ত্বং তারা ত্রিপুরা দুর্গা সারাৎসারা
ছিন্নমস্তা ব্রহ্ম-সনাতনী ॥
ধূমাবতী জ্বালা মাতঙ্গী বগলা
কমলা কামদা কামরূপিনী ॥
ত্বং পুং প্রকৃতি গায়ত্রী সাবিত্রী
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী শিবানী ॥
ত্বং অনাদ্যা আদ্যা নিদ্রা জগদারাধ্যা
কালী বাঞ্ছে অন্তে শ্রীচরণ দুখানি ॥

১৩৫। রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল একতালা।

মন-অলি কেন বুঝ না।
বুঝই তোরে এত ক'রে কুমতি কেন ত্যজ না ॥
বৃথা ভ্রমে কেন ভ্রমরে মন, না ভাবি ভাবী ভাবনা ॥
বিষয় কণ্টক কুসুমে হ'লে পতিত নিপাত জন্যে
তারার শ্রীপাদপদ্ম সুধা-পানে প্রয়াসী তিলেক হলে না ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপু সহ
মত্ত হয়ে রহ অহরহঃ, কেন তারার নাম স্মরণ করনা ॥

দেখে তোর ভাব কালী ভেবে ভেবে হলো কালী
ও মন এখন বলরে কালী, কালে কালের ভয় পাবে না ॥

১৩৬। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

কালী বলে ডাক আমার মন।
কখন না হবে তব অবৈধ মরণ ॥
ম'জ না মন বৃথা চিন্তায় চিন্ত চিন্তাময়ী মা'য়
ঘুচিবে শমনের দায়, হবে পূর্ণ মনন ॥
দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝনা বিষম যম-যাতনা
ভব-রোগ ভুঞ্জি জীব হতেছে পতন ॥
দিয়ে ভক্তি অনুপম মহৌষধি কালীর নাম
কালী কয় কররে পান, নির্ব্যাধি হবে জীবন ॥

১৩৭। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

মন কি হবে সম্পদে।
যাহে বিপদ ঘটায় পদে পদে ॥
কেবল তারিণীর পদ জীবের সম্পদ,
যে সম্পদ প্রভাবে যম ভাবে বিপদ,
কহে কালী দীন ওরে ষট্‌পদ
ম'জ না আর বিষয় মদে ॥

১৩৮। রাগিণী গৌরমল্লার—তাল একতালা।

জীব কি হবে প্রাণ গেলে।
ও তার উপায় আগে না করিলে ॥

বিষয়েতে সদা হয়ে আছ মত্ত,
রবিসুতে কিসে করিবে নিবৃত্ত,
সে ভাবনা তোর হ'লো না মুহূর্ত্ত,
মানব জনম কেন হারাও অবহেলে ॥

ঐহিকের সুখ কিছুমাত্র নয়,
স্বপ্নবৎ ইহা জানিবে নিশ্চয়,
দারাসুতচয় পথ পরিচয়,
কেহ কারো নয় পরকালে ॥

পঞ্চভূতে যবে পঞ্চে মিশাইবে,
এ সুখ সম্পদ কোথায় তোর রবে,
দারা সুত সবে, সঙ্গে কেবা যাবে,
মিছে দেখ সব নয়ন মুদিলে ॥

তবে যদি তুমি মুক্তি পদ চাও,
কালীর যুক্তি তবে ভক্তি করি লও,
কাল-নিবারিণী কালীর গুণ গাও,
সদয় হবেন কালী চরম-কালে ॥

১৩৯। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

তাঁর তনয়ে কি সাজে ভিখারী, যার মায়ের কুবের ভাণ্ডারী ॥
সুরেন্দ্র, ফণীন্দ্র, মুনীন্দ্র, চন্দ্র, চন্দ্রশেখর আজ্ঞাকারী ॥
কি লাজ কালীর সকলি তারার, ঘুষিবে সকলে মায়ের অবিচার,
ক'রে তনয়ে দরিদ্র ঋণেতে আবদ্ধ, জননী তারিণী ত্রিভুবনেশ্বরী ॥

১৪০। রাগিণী বাঘেশ্রী—তাল আড়া।

কত দুঃখ দিবে সুতে ওমা শিব-সীমন্তিনী।
দুঃখানলে দগ্ধ দীন কালী দিবস রজনী ॥
বিষম দারুণ ঋণ দায়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ,
লাজ মান সব মম যায় গো জগত্তারিণী ॥
দিয়েছ মা যে জীবিকা প্রাণে প্রাণে প্রাণ রাখা,
অতি ভার ধর্ম্মাদি থাকা, তোমার সব গোচর জননী ॥
কে আছে দুঃখ কব কারে তোমা বিনে ত্রিসংসারে,
ঋণ দায়ে নিস্তার মোরে, ওগো শিব-সোহাগিনী ॥

১৪১। রামপ্রসাদী সুর।

আর ক'দিন আছ এখানে, ভেবে দেখ দেখি মন মনে মনে ॥
গুণতি দিন তোর কদিন র'বে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরাইবে,
কোন দিন আসবে শমন, লয়ে যাবে ধূলি দিয়ে দুনয়নে ॥
কার জন্য কি কারণে ব্যস্ত বৃথা উপার্জ্জনে,
তব কে হবে সহায় চরমে নিস্তারিণী মা বিনে ॥

অতএব কালী বলে, কাল কাটাও মন কালী ব'লে,
কালী ব্রহ্মময়ী চরম কালে স্থান দিবেন তোয় শ্রীচরণে ॥

১৪২। রাগিণী সারঙ্গ—তাল একতালা।

(ওমা) শঙ্কর-মনোমোহিনী, (ওমা) শঙ্কটে ত্রাণ-কারিণী ॥
মা তব শমন-দমন-কারণ-চরণ-স্মরণ-বিহীন-জনে,
চরণে চরমে, রেখ নিজগুণে, নিগুর্ণে গুণদায়িনী ॥
মা সুরেশ, নিশেশ, দিনেশ, মেশ, শেষ আদি তব না পায় শেষ
দীন হীন কালী করে মা আশ, (তব) শ্রীচরণ দু'খানি ॥

১৪৩। রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মন নির্ম্মল মানসে পূজ বিমলে।
বিফল সকল কপট বাহ্যিক সাধিলে ॥
কাজ কি নীল-রক্তোৎপলে কাজ কি জবা বিল্বদলে
হৃদকমল মার পদতলে দেরে মন ভক্তি বলে ॥
জীবন পরিবর্ত্তে মন দেরে ভক্তি জীবন
জীবন কর অর্পণ নৈবেদ্য আদি বদলে ॥
শুনরে মন তোরে বলি রিপুদলে দেরে বলি
যম-জয়ে হবে বলী, থাকবে সদা কুশলে ॥
কাজ কি দানে কাজ কি ধ্যানে কাজ কি তীর্থ পর্য্যটনে
সর্ব্ব ফল তারা চরণে, দীন হীন কালী বলে ॥

১৪৪। রাগিণী পুরবী—তাল যৎ অথবা আড়া।

কে জানে তোমারে দুর্গা মহাদুর্গমবারিণী।
ত্বং ব্রহ্মময়ী কালী কাল-ভয়-বারিণী ॥
ত্বং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, বায়ু, ঊর্ম্মি, আকাশাদি শেষ
ত্বং জল, স্থল, সুরেশ, ত্বং দ্বিজরাজ দিনমণি ॥
ত্বং সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠাত্রী
ত্বং সুখ-দুঃখ দাত্রী, জ্যোতির্ম্ময়ী বেদবাণী ॥
ত্বং ক্লীব, পুং প্রকৃতি বর্ণরূপা শিবশক্তি
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী, সর্ব্বশক্তি সনাতনী ॥
ত্বং তারা, ত্রিপুরেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী
ত্বং শুভদা শুভঙ্করী, মনাভীষ্টদায়িণী ॥
ত্বং অপরা পরাৎপরা, সর্ব্বময়ী সারাৎসারা
ত্রিলোক কলুষহরা, ত্রিলোক তারিণী ॥
ত্বং নারায়ণী, গায়ত্রী, ইন্দ্রাণী, শিবা, সাবিত্রী,
ত্বং ব্রহ্ম, জগদ্ধাত্রী, কালীর কালভয়নাশিনী ॥

১৪৫। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

ওমা দুর্গে কি হবে গতি নিদানে।
বৃথা যায় দীনের দিন দিনে দিনে ॥
অতি শৈশবে অজ্ঞান নীরবে,
শৈশব লীলায় আসক্ত শৈশবে,
(ওমা) বিদ্যার কালগত, অলীক বিদ্যায় সেবে,
কামে উন্মত্ত হ'লাম যৌবনে ॥

পরে পরিবার পালন কারণে,
বৃদ্ধকালাবধি ব্যস্ত উপার্জ্জনে,
(ওমা) এই মত রত বিষয় আলাপনে,
ত্বচ্চরণ তারা স্মরণ বিহনে ॥

তোমা বিনে গতি না দেখি গো আর,
দয়াময়ী দয়া কর গো এবার,
(ওমা) কালের করে কালী কর গো নিস্তার,
অভাজন অধম কালীনারায়ণে ॥

১৪৬। রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

ওমা তার তারা ব্রহ্মময়ী।
কালী দীনে দীন দয়াময়ী ॥

(ওমা) জন্ম জন্মান্তরে বহু পাপ করে,
ঘুরে ঘুরে ভবে পুনঃ এলাম ফিরে,
(ওমা) পড়েছি গো ফেরে, কে আর নিস্তারে,
এ ভব দুস্তরে তোমা বই ॥

(ওমা) সংসার মায়ায় হইয়ে মোহিত,
কুপথে সতত ভ্রমি ইতস্ততঃ,
তোমারে বিস্মৃত, না দেখি নিষ্কৃত,
রিপুচয়ের বশে রই ॥

(মা) যদি ইচ্ছা করি ত্যজিয়ে সংসারে,
সাধিব তোমারে সরল অন্তরে,
অমনি পথ ঘেরে দাঁড়ায় পরিবারে,
কেমন করে সুপথী হই ॥

১৪৭। রাগিণী ইমন্—তাল যৎ।

মা, কি অসাধ্য আছে তব ওগো শিবে শঙ্করি।
তুমি গো ত্রিদেবের মাতা, ত্রিলোক তব আজ্ঞাকারী ॥
তব দয়া হলে পরে, বামনে ধরে শশধরে
ভেকে শাসে বিষধরে, পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি ॥
বোবায় বেদপাঠ পড়ে, অন্ধে দিনে তারা হেরে
গোস্পদ জ্ঞান হয় সাগরে, চড়াতে মা চলে তরী ॥
মৃতজনে পায় প্রাণ, পাপী পায় নির্ব্বাণ
কেবল কালীরে ত্রাণ করিতে ভাব অতি ভারি ॥

১৪৮। রামপ্রসাদী সুর।

বৃথা মন ভাবিসনে ভবে বসে।
তারা পদ ভেলা ধররে ক'ষে ॥
দৃঢ় করে ধর যেন ফস্কে মাঝে না যায় ভেসে।
ওরে ফস্কে গেলে অগাধ জলে, অপমৃত্যু ঘটবে শেষে ॥
এ ভব সাগর অপার পাথার, নিস্তার হবি অনায়াসে।
যাকে জঠর যাতনা হবে পূর্ণ বাসনা, কালী পাবে বাস আনন্দ-বাসে ॥

১৪৯। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

কি হবে এবার আমার তাই ভাবি ভবে বসিয়ে।
বৃথা গত করি কাল কালী পদ না ভাবিয়ে ॥
মন মত্ত বারণ কভু না শুনে বারণ
কুপথে করে ভ্রমণ সুপথ তেয়াগিয়ে।
রিপু আদি দেহে যত রয় মনের বশীভূত
মনের মতেই তাদের মত, রয় মোর অহিত চেয়ে ॥
নিস্তার দেখি দুষ্কর আশ্রয়ী বিবাদী যার
কাঁপে অঙ্গ থর থর,, ভব তরঙ্গ হেরিয়ে।
নাহি দেখি কোন কূল তবে যদি সানুকূল
হয়ে কালী দেন কূল, কালীরে আকুল দেখিয়ে ॥

১৫০। রাগিণী বসন্তবাহার—তাল ঠেকা।

মা কত আর বারে বারে ভ্রমিব ভব সংসারে।
নিস্তার দীন দয়াময়ি, এ কাতর কিঙ্করে ॥
না জানি ভকতি স্তুতি বেদ তন্ত্র মন্ত্র স্মৃতি
কুকার্য্যে সদাই বৃত্তি, মা যা কর করুণা করে'।
জন্মাবধি মন বিবাদী বিষয় তত্ত্বে সে সমাধি
তব শ্রীপদ না সাধি কুপথে সর্ব্বদা ফেরে ॥
ওমা (আমি) ভাই বন্ধু দারাসুত মায়াতে সদা মোহিত
রিপুচয়াশ্রিত তারা, বিস্মৃত হয়ে তোমারে।

তোমা বই নাই মা গতি ওগো অগতির গতি
খণ্ডাও দুর্গে দুর্গতি, দাও মা গতি কালীরে ॥

১৫১। রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কত দুঃখ লিখেছ মা দীন কালীর ললাটে।
আজন্ম কি যাবে মম রোগ তাপ উৎকটে ॥
কয় তোমায় জগত মাতা কৈ তবে সুতে মমতা
ডাকিলে মা না কও কথা, সদা রহ অপ্রকটে।
কে কয় তোমায় দয়াশীলা তুমি গো দারুণ শিলা
উচিত এ নয় মোর বলা, বলি যখন জ্বালা ওঠে ॥
যদি বল মহাপাপ করি পাই মনস্তাপ
তব দয়া অসি স্বরূপ, কেন না পাপ ফেলে কেটে।
ত্যজ গো মা কঠিনতা প্রকাশ সুতে মমতা
দোহাই গো মা, দোহাই মাতা, নিস্তার রোগ শঙ্কটে ॥

১৫২। রামপ্রসাদী সুর।

মন ভাব ভব-ভয়-ভাঙ্গা তারা মায়ের রাঙ্গা শ্রীচরণ।
ও যা'য় ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, চারি ফল লভিবেরে মন ॥
ও যায় মোক্ষ দায়িকা অযোধ্যা দ্বারকা
মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ;
মায়া গয়া জহ্নুমুনি তনয়া
একত্রে হয়েছে মিলন ॥

কত মুণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র
তারা পদারবিন্দ করিছে সাধন ;
ও মন এ নিত্য ধন ত্যজ কি কারণ
সুধা ত্যজি কর গরল ভোজন ॥
ও মন অনা'সে তরিবে এ ভবার্ণবে
ভাবিলে অভয়ার অভয় চরণ ;
কালীর সব দুঃখ যাবে চিরসুখ হবে
না হেরিবে যমের রাঙ্গা নয়ন ॥

১৫৩। রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

মা বুঝেছি তব মন্ত্রণা।
নহে বাসনা নাশিতে মম যাতনা ॥
কোন কালে না সাধিলে কারে গো বল তারিলে
(মা) তুমি গিরিরাজ সুতা বলে, অতি কঠিনা ॥
চিরকাল মহাকাল সাধিয়ে কাটিলেন কাল
তবু না পাইলেন তব কিছু মহিমা ॥
দেখি মা তোমার ভাব ভব মানি পরাভব
হলেন যোগী বিরাগী, ত্যজিলেন বাস কামনা ॥
এ অতি কঠিন রীতি প্রকাশিলে সুত প্রতি
দুর্ম্মতি কালীর নিষ্কৃতি দেখি না ॥

১৫৪। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

মন ভাব কি আপনারে অজর চিরজীবী।
পঞ্চে পঞ্চ মিশাইলে কোথায় বল রহিবি ॥
কালে জন্ম কালে লয় কাল বশ সমুদয়
সকলি অনিত্যময়, নিশ্চয় দৃঢ় জানিবি ॥
কেন বিষয় মদে মত্ত উন্মত্ত মাতঙ্গ মত
শিয়রে কাল উপস্থিত, কেন না ভাব ভাবী ॥
কি জন্য পাপ সঞ্চার দারাসুত পরিবার
কেহ নয় ভাগী পাপের, তোর পাপের ভোগ তুই ভোগিবি ॥
ম'জ না মায়া সংসারে সদা সরল অন্তরে
সাধ নিত্যময়ী কালীরে, কালীরে যদি তারিবি ॥

১৫৫। রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

কবে হেরিব আমি হৃদি পদ্মাসনে।
অতুল যুগল রূপ শিব শিবা একাসনে ॥
প্রফুল্ল-কমল-দল রাজিত চরণে,
অকলঙ্ক-বিধু-আভা নখর-কিরণে ॥
বর্ণ সুবর্ণ রজত রবি শশী একত্রিত
অপরূপ বর্ণাতীত সুচারু সুভঙ্গিমে ॥
কত মণি মরকত শ্রীঅঙ্গেতে ঝলে কত
ফণী বিভূতি ভূষিত অতুল রূপ ভুবনে ॥

ত্রিবলী বলয়োপেত ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীত
কঙ্কাল মালা দুলত সুশোভিত কুসুমে ॥
নাভি লোহিতাম্বুজ মৃণাল চতুর্ভুজ
সদ্য বিকচ সরোজ সুপ্রসন্ন বদনে ॥
সুমধুর মৃদুহাস আধ আধ সুধাভাষ
সুধাকর সুপ্রকাশ সুচারু ললাট-ধামে ॥
উজ্জ্বল মণি মুকুট ভুজঙ্গ জড়িত জট
মনমথ ঢুলু ঢুলু নলিন-নয়নে ॥
পরিধেয় মনোরম রক্তবাস ব্যাঘ্রচর্ম্ম
সর্ব্বদা সন্তুষ্ট মন বরাভয় প্রদানে ॥
কালীর কুদিন যাবে শুভ দিন প্রকাশিবে
জবা ত্রিপত্রে পূজিবে ও দেবার্চ্চিত চরণে ॥

---

১৫৬ । রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা ।

কোথা মা অভয়া, হও মা সদয়া,
এ ভব অগাধ জলধি জীবনে ।
নিস্তার কর করুণাময়ি,
কালীরে চরণ-তরণী প্রদানে ॥
ওমা ভব-তরঙ্গ হেরে আতঙ্ক
কাঁপিছে অঙ্গ সঘনে ।
আমি নরাধম নাহি ভাবিলাম
তব শ্রীচরণ তিলেক ভ্রমে ॥

ওমা দারাসুত ভাই বন্ধু যত ছিল,
যাহাদের মায়ায় বদ্ধ হয়ে কাল গেল,
এ অসময়ে তারা আমারে ত্যজিল,
একা দেখ পড়ে আছি গো দুর্গমে ॥
ওমা তব দয়া ভিন্ন আছে কি উপায়,
কাতরে তারিণী ডাকি তাই তোমায়,
তুমি পতিত-পাবনী, পতিত গো আমি,
রাখ তব নামের অশেষ মহিমে ॥
ওমা স্বকর্ম্ম দোষেতে দুঃখ যথোচিত
পাইতেছি তারা, তা আর কব কত,
তোমারে বিদিত, হ'য়ো না বিরত,
তারিতে হবে এ সুতে নিজ গুণে ॥

১৫৭। রাগিণী ইমন্—তাল রেক্তা।

ওমা অন্নপূর্ণা বস সশিব একাসনে।
দয়াময়ি দয়া করি নাও জবা রাঙ্গা চরণে ॥
তোমারি গো ত্রিভুবন আমি অতি অকিঞ্চন
আকিঞ্চন সামান্য আমান্ন * প্রদানে।
তুমি গো মা বিশ্বেশ্বরী বিমলা বিশ্বোদরী
কালী তো দীন ভিখারী, সদয় হও মা নিজ গুণে ॥

---

* আমান্ন—নৈবেদ্য-স্বরূপ তণ্ডুল।

১৫৮। রাগিণী ছায়ানট—তাল একতালা।

তারা মা কত আর ভবে ভ্রমিব বারে বার।
করুণা অপাঙ্গে কালী পাপাঙ্গে, বারেক হের এবার॥
ওমা তিলেক যদি মন মনে সাধ করে,
ত্যজিয়ে সংসার সাধিতে তোমারে,
(মা) ভব মায়া ঘোরে, অমনি এসে পড়ে,
কলুষ হ্রদে পুনর্ব্বার॥

১৫৯। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

মন এখন ডাকরে কালী কালী বলে।
কালের ভয় না রবে পরকালে॥
ভবে এসে বল মন কি ধন লভিলে,
লাভে মূলে যা ছিল সকলি হারাইলে,
বৃথা চিরকাল কেন কাটাইলে পামর মন
কালবারিণী কালীর পদ নাহি পূজিলে॥
জঠর যাতনা পেলে জননীরে দুঃখ দিলে
তনুতরী পাপে ভারি, নিধনের বীজ অর্জ্জিলে।
এখন উপায় বলি জ্ঞানবহ্নি দাও জ্বালি
পাপ সব যাবে জ্বলি, (ভবে) কালী পাবে কূল অকূলে।

১৬০। রাগিণী পুরবী—তাল যৎ।

ওমা নিস্তার করুণা দানে এ পামর নরাধমে।
কেমনে আছ মা ভুলে অভাজন সন্তানে॥
আজন্ম মোর পাপে মতি কি হবে বল মা গতি
তুমি অগতির গতি, এইত' ভরসা মনে॥
ওমা দুর্গম চরম কাল প্রায় গো আগত হ'লো
আইল দুরন্ত কাল বুঝাব তারে কেমনে॥
যা বল তা বল শিবে এ দীনে তারিতে হবে
নতুবা কলঙ্ক রবে, তব অধমতারিণী নামে॥
ভব ভয়ে ভীত জন বৈদ্য কালীনারায়ণ
লইল পদে শরণ যা কর মা নিজ গুণে॥

১৬১। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কাল কাট মন কালী বলে।
কালের ভয় পাবে না পরকালে॥
কালের কাল মহাকাল, পড়ে কালীর পদতলে।
ও মন, কখন হবে না জন্ম কালীর করুণা হ'লে॥
কালী-কল্প-তরু-মূলে
বাস কর, যায় চারি ফল মেলে,
করবে যখন যা কামনা, পূরাবেন শ্যামা,
ভাসিবে সুখ সলিলে॥

বিষয় বিষ-বৃক্ষে করো না আশ্রয়,
বিনাশের হেতু জানিবে নিশ্চয়,
কালীনারায়ণ কয় ত্যজ রিপু চয়
মজ তারার পদ-কমলে ॥

১৬২। রাগিণী লুম্—তাল যৎ অথবা আড়া।

বড় শঙ্কটে পড়েছি তারা, কোথা গো মা শঙ্করি।
উদ্ধার করুণাময়ি, কালীরে করুণা করি ॥
নাহি অর্থ বিদ্যাবল ভরসা তব কেবল
পরিবার সকল যেন না হয় গো মা ভিখারী ॥
চিন্তানলে দহে প্রাণ হয় বুঝি মা সমাধান
হইয়ে তব সন্তান, ওমা দুঃখ কি সহিতে পারি ॥
রাখ মা মোর লাজ মান দুঃখ শেষে না পাই যেন
ত্যজ না বলে অধম, দোহাই গো দোহাই তোমারি ॥
তোমা বই মা কে আর আছে, দাঁড়াই বল কার কাছে
যা কর মা তব ইচ্ছে, ইচ্ছাময়ী শুভঙ্করী ॥

১৬৩। রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালী।

(মন) বারেক চিন্ত চিন্তাময়ীরে।
যাবে দুরন্ত কৃতান্ত ভয় দূরে,
কভু না হবে জনম জননী জঠরে ॥

যাঁয় চিন্তামর হরি না পান চিন্তে,
ভবতারণ ভব না পারেন চিন্‌তে,
এ ধন না চিন্তে, কেন রে নিশ্চিন্তে,
কুচিন্তে করি কাল কেন কাট চিরকাল,
বুঝি কালীর পরকাল, নাশিবে ও এবারে ॥

১৬৪। রামপ্রসাদী স্থর।

আয়রে মন মম বাসে।
ত্যজি কুপথ ভ্রমণ দেশ বিদেশে ॥
স্ববাসে বসে স্থির মানসে
ভাব ভবাণী ভবেশে।
হবে সব দুঃখ নাশ পূর্ণ হবে আশ
থাকবে সদা উল্লাসে ॥
কর রিপু হত ভূতে বশীভূত
হিত যদি চাও কালীর শেষে।
নহে উভয়ে নির্য্যাশ (১) হইবে বিনাশ
কাল করাল গ্রাসে ॥

১৬৫। রাগিণী আড়া-না-বাহার—তাল আড়া।

মা কে আছে তোমা বই আর দুর্ভাবনা করে দূর ॥
তুমি গো বিপদহরা বাঞ্ছাপূর্ণ-কর্ত্রী তারা
ভাবিয়ে হলাম গো সারা, এ দীন জনে উদ্ধার ॥

(১) নির্য্যাশ—নিশ্চয়।

ডাকি গো হয়ে কাতর দীনে করুণা বিতর
এ অপার সংসার, স্বগুণে নিস্তার কর ॥
আমার বাসনা যত সকলি তোমায় বিদিত
হই না যেন বঞ্চিত, দোহাই মা দোহাই তোমার ॥

১৬৬। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

(ওমা) ভবেশ-ভাবিনী, ভব-ভয়-দূর-কারিণী তারিণী।
কাতর অন্তরে, ডাকি মা তোমারে, সহায় হও জননী ॥
(ওমা) সংসার আগুণে পতিত হইয়ে,
সতত দহন হতেছে মোর হিয়ে,
দাও মা নিবায়ে দয়া-নীর দিয়ে
দীন-দুঃখ-নিবারিণী ॥
ওমা ত্রিগুণাতীতা ত্রিজগত মাতা
ত্রিভুবন-জনগণ-বন্দিনী।
সাকারা নিরাকারা অপরূপ-ধরা
অপর পরা পরমেশানী ॥
ওমা সৃজন পালন প্রলয় কারণ
সকল জীবের জীবন তুমি।
পুং কি প্রকৃতি না জানি আকৃতি
কর কালীর গতি ওগো গতিদায়িণী ॥

১৬৭। রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালী।

ভাবরে মন জ্যোতির্ম্ময়ীরে।
জগদ্ধাত্রী জগৎকর্ত্রী ত্রিজগৎপতি-ভব-রাণীরে॥
জঠর কঠোর কখন রবে না,
হবে না যাতায়াত বারে বারে।
পাপচয় ক্ষয় হইবে নিশ্চয়,
নাহিক সংশয় ইথে রে॥
রোগ, শোক, তাপ, মৃত্যুভয় দুঃখ,
সকলি যাইবে দূরে।
স্বভাব কুটিল হইবে সরল,
কালী পাবে কূল অকূল ভব-নীরে॥

১৬৮। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

মা আমার কর সদুপায়।
আমি না জানি ভজন, না জানি সাধন,
স্মরণ নিলাম তব রাঙ্গা পায়॥
তুমি পতিতপাবনা ভবদুঃখ-নিবারিণী
জগত জননী, কে জানে তোমায়॥
তুমি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী
ত্রিপুরারি তোমায় নাহি সাধি পায়॥

দয়াময়ী দয়া কর নিজগুণে,
কে তারিবে আর—তোমা বিনে দীন জনে,
তুমি এ ভব অকূলে কূল নাহি দিলে,
তব সুত কালীর প্রাণ যায় ॥

১৬৯। রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

আনন্দময়ী আনন্দে রাখ।
আনন্দময়ী সুত হয়ে কেন গো মা পাই অসুখ ॥
কালী দীনে বারেক, করুণা নেত্রে নিরখ
বিনাশ মনের দুঃখ, ঘুচাও ভব বিপাক ॥

১৭০। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

কোথা মা দুর্গে দুর্গম-বারিণী।
বিষম দুর্গমে দীনে তার তারিণী ॥
ওমা, তোমার দয়া বিহন না দেখি উপায় অন্য
কুসন্তান বলি যেন ত্যজ না জননী ॥
দেখো গো করুণাময়ী ভবে বদ্ধ নাহি হই
কেহ নাই তোমা বই ব্রহ্মময়ী সনাতনী ॥
ওমা তুমি গো বিপদহরা ভব-বারিণী ভবদারা
লাজমান রাখ তারা, অপরা পরমেশানী ॥

বিপদ সাগরে পড়ে কাতরে ডাকি তোমারে
উদ্ধার দীন কালীরে প্রদানে পদ-তরণী ॥

১৭১। রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী বা একতালা।

ওমা কাতর জনে কালী কর মা করুণা।
কুসন্তান বলি যেন দেখ গো ত্যজ না ॥
তুমি গো ভবতারিণী ত্রিজন-গণ-জননী
পতিত-পাবনী, শূলপানি-মনোরমা ॥
তোমার অনন্ত রূপ, নাই মা তব স্বরূপ
কোনরূপে যেন কালী বিরূপ হয়ো না ॥
অতি অধম জন দীন কালীনারায়ণ
ভজন সাধন তব কিছু জানে না ॥
স্বগুণ বিতরণ করি ভবে কর ত্রাণ
নতুবা যায় জীবন, উপায় দেখি না ॥

১৭২। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা তারা আমার কি হবে।
এ অপার পাথার ভবার্ণবে ॥
আজন্ম কুকর্ম্ম অধর্ম্মতে মন,
ভব-ভয়-বারিণী তোমায় না করি স্মরণ,
ওমা নিকট শমন কি করি এখন
তোমা বই আর কে তারিবে ॥

হেরিয়ে ভবের বিষম হিল্লোল
কম্পিত তনু, প্রাণ আকুল ;
ওমা হয়ে সানুকূল দাও কালীরে কূল
অকূলে কূল-দায়িনী শিবে ॥

১৭৩। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

এ দীনের দিন বৃথা যায়, কি করি উপায়,
দিনমণি-সুতা-দূত আগতপ্রায় ॥
দিবাভাগে ধনলোভে মন ইতস্ততঃ ধায়,
নিশিতে নিদ্রিত আমি বিস্মৃত তোমায় ॥
সে শেষ দিন দারুণভ্রমেও না করি স্মরণ,
তব করুণা বিহান কালীর অনুপায় ॥

১৭৪। রাগিণী ইমন্—তাল ঠেকা।

তারিতে হবে এ পামরে।
দয়াময়ী দয়া ক'রে ॥
আসিয়ে জন্মভূমি আজন্ম কুপথে ভ্রমি,
ভ্রমেও না ভাবি আমি ব্রহ্মময়া মা তোমারে ॥
অতি ঘোর ভয়ঙ্কর, ভানুসুত-কিঙ্কর
নিকট হলো মা মোর, ডাকি গো তোমায় কাতরে ॥

নাহি মম ভক্তিবোধ, আমি গো অতি নির্ব্বোধ,
মা তা বলি ক'রোনা ক্রোধ, দীন কালী শিশুরে ॥

১৭৫। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

জীবনের কিসের গৌরব।
পঞ্চভূত আত্মাপক্ষে মিশাইলে শব ॥
জীবন অতি অনিত্য অসার জলবিম্ব মত,
ধর্ম্মানুগত উচিত, ত্যজিয়ে বৈভব ॥
কেবা কার মাতা পিতা কেবা দারা সুত সুতা
ত্রিলোকেতে এক কর্ত্তা, তাঁরি স্থষ্টি সব ॥
একক আইলে ভবে একক যাইতে হবে
কিছু নাহি সাথে যাবে, হইলে নীরব ॥
ধন গুরু দত্ত সাধ ত্যজি অহংতত্ত্ব
জগতে কালীর তবে ত', থাকিবে গৌরব ॥

১৭৬। রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

এ দেহের অবশ্য পতন।
আমার আমার বলে বৃথা কর রে যতন ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে দেখ কারে বা চিরায়ুঃ দেখ,
কালেতে লয় সার্ব্বুক, * কেবল নিত্য নিরঞ্জন ॥

* সার্ব্বুক—সমস্ত।

দেহস্থ সমস্ত জন, দারা স্থত বন্ধুগণ,
বিষয় সম্পদ ধন, কে কার গতে জীবন ॥
অতএব শুন বলি, চেতনা কর কুণ্ডলী
সচেতনে ভবে কালী হবে অদর্শন ॥

১৭৭। রাগিণী বাহার বসন্ত—তাল আড়া।

সদা সতর্কে রহরে মন।
স্বস্থানে প্রস্থান কারণ ॥
এস্থানে নয় বসবাস, কেবল জীবের ফাঁস,
বিষয়-স্থখপ্রয়াস ত্যজি সাধ নিত্য ধন ॥
নিশ্বাস দামামা বাজন বাজিতেছে সর্ব্বক্ষণ
গমনে নাহি গৌণ, উচিত প্রস্তুত হওন ॥
পৃথ্বী স্থখ নাহি যাবে, তুমি মাত্র গত হবে,
কালী তাই ভেবে ভেবে হলো কালী বরণ ॥

১৭৮। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

তারিণী সকলই গোচর তোমায়।
নিজগুণে দীনজনে রাখগো মা রাঙ্গাপায় ॥
নাহি মম ভক্তিবল, নাহি বুদ্ধি বিদ্যাবল,
কেবল তোমার বল, যা করি তোমারই কৃপায় ॥

মম মন মন্দ অতি, না শুনে মম ভারতী,
কুপথের সদাই পথী, সুপথে ভ্রমে না যায় ॥
এ ভবার্ণব সলিলে, কে আছে লইবে কূলে,
তুমি কূল না কুলালে, কালীর অনুপায় ॥

১৭৯। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

ওমা কে জানে তোমার মায়া কিম্ভূত প্রকার।
দুর্ভাব্য ভাবেন ভব, জীব কোন ছার ॥
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মায়াতে জীব আবৃত,
তুচ্ছ করি সারতত্ত্ব, করে সার অসার সংসার ॥
মায়াতে বিহ্বল প্রাণী মায়ার সব অনুগামী,
অপার মহিমা মায়ার, মোহে মায়ায় তিনপুর ॥
কি কব মায়ার মায়া, চমৎকার গো মহামায়া
মৃত্যুকালেও না যায় মায়া ধন পরিবার উপর ॥
জানে জীব সর্ব্ব ভাবে সাথে কিছু নাহি যাবে,
তত্রাচ মায়াপ্রভাবে ভাবে আমার আমার ॥
তোমার মায়া বিহন নহে জীব মায়া বিহীন
বাঞ্ছে কালী দীন হীন, মায়ায় মোয় বিমুক্ত কর ॥

১৮০। রাগিণী টোরী—তাল আড়া।

তার তারিণী তারা ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা।
বিষম ভব-রোগে হলাম গো অতি জরা ॥

মা এ রোগের অতি যাতনা, অসহ্য প্রাণে বাঁচি না,
তব দয়া-ঔষধ বিনা হলো কালী উপায়-হারা ॥

১৮১। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

মা জগদম্বে কি হবে গতি আমার।
তব দয়া বিনা তারা না দেখি নিস্তার ॥
ওমা সংসার মায়াতে মোহিত হইয়ে,
তোমারে সতত থাকিগো ভুলিয়ে,
ভ্রমেও না ভাবি পরকাল একবার ॥
ওমা এ ভব সংসার, অপার পাথার,
কেমনে হইব পার না জানি সাঁতার,
দিয়ে পদতরী তার গো শঙ্করী, কালীরে এবার ॥

১৮২। রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

বিরাজ আনন্দময়ী কালীর হৃদি-সরোজে।
পূরাও গো সুতের সাধ মা কি কঠিনা সাজে ॥
মম পাপ-রূপ তিমির জ্ঞান-দীপ দানে কর মা দূর
মায়াতে মোরে মুক্ত কর, না রাখি সংসার মাঝে ॥
করুণা নয়নে হের মম জন্ম মৃত্যু হর
এ ভবনিধি অপার, নিস্তার সুতে অব্যাজে ॥

১৮৩। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মা কালী তব অপার মহিমে।
জীবে কি বুঝিবে শিবে, শিব পতিত চরণে ॥
ত্রিলোক-পালক হরি ত্রিলোক যাঁর আজ্ঞাকারী
তেঁই হইলেন হরি, তব বাহন কারণে ॥
বিধাতা চতুরানন সৃজন যাঁর ত্রিভুবন
তেঁই সদাই নিমগন, তব গুণানুকীর্ত্তনে ॥
ধনেন্দ্র ফণীন্দ্র চন্দ্র অরুণ বরুণ ইন্দ্র
মুনি ঋষি দেববৃন্দ, না পান তোমারে ধ্যানে ॥
করি কৃপা বিতরণ দাও কালীরে পদে স্থান
শমন-ভবন না হয় যেন গমন, আমার চরমে ॥

১৮৪। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

সদা দুর্গা দুর্গা বলরে মন।
হবে সব দুঃখ নিবারণ ॥
দুর্গানাম বিনে বিষম দুর্গমে
নাই ত্রাণের আর উপায় সাধন ॥
মতে কালী দীন কয় ত্যজি বিষয় বিষময়
কর দুর্গা নাম সুধা ভোজন ॥

১৮৫। রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

ওমা কি করি উপায়।
সতত মোহিত আমি রিপুর সেবায় ॥
ওমা দিন যত যায় কি কব তোমায়
হতেছে বুদ্ধি সংসার মায়ায়।
কুকর্ম্মে নিয়ত মত্ত ভবতারিণী ভবাণী
ভুলিয়ে তোমায় ॥
ওমা প্রতি প্রত্যুষে ধন অভিলাষে
ইতস্ততঃ মম মন ধায়।
কার্য্য শেষে বাসে আসি দিবা শেষে
নিদ্রাবশে নিশি যায় ॥
ওমা, কালীর কাল গত হয় এই মত
যাতায়াত দুঃখ কহা নাহি যায়।
তবে ভব ভয়ে তরি ওগো মা শঙ্করী
যদি দয়া করি রাখ রাঙ্গা পায় ॥

১৮৬। রামপ্রসাদী সুর।

বলগো মা কি করি তারা।
আমার হয়েছে সর্পে ছুঁচো ধরা ॥
ত্যজিলে পাপ না ত্যজিলে তাপ
উভয় সঙ্কটে যাই মা মারা ॥

আমার রিপু ছয়জন পরিবারগণ
করলে মোরে তুলো কোরা ॥
সংসার অপার দুইপাশে ধার
শাঁখারীর করাতের ধারা ॥
তারা উদ্ধার কই তব দয়া বই
কালী হলো মা উপায় হারা ॥

১৮৭। রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

একবার কালী বলে ডাক মন।
অশান্ত দুরন্ত কৃতান্ত শান্তকারণ ॥
কেন বৃথা কাট কাল নাহি পাবে গত কাল
শিয়রে দেখরে কাল করে প্রতীক্ষণ ॥
কেন খাওয়াও পরকাল মায়ায় মজি চিরকাল
কালীর তুই হলি কাল বধিতে জীবন ॥

১৮৮। রাগিণী মল্লার—তাল ঠেকা অথবা আড়া।

মন কেন ভ্রমরে ভ্রমে।
সদানিত্যময়ী কালী না আছেন কোন স্থানে ॥
তাঁয় যে ভাবে ভক্তিভাবে কি ভাবনা তার ভবে
তায় অভয়া সদয় ভাবে, দেখা দেন হৃদয়ঙ্গমে ॥

যাঁর সৃজন ত্রিভুবন তিনি ভিন্ন আছে কি ধন
কালী কয় হও একমন, ত্যজিয়ে দ্বিধা মনে ॥

১৮৯। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কেন না ভাব পামর মন !
অতি নিকট বিকট দিন দুর্গম ॥
যে ইন্দ্রিয় বশে, আছ রে উল্লাসে
নহে স্থায়ী, ক্ষয় পাইবে ক্রমশে,
দারা সুত ধন কেহ নয় আপন
পঞ্চে পঞ্চ হইলে মিলন ॥
কররে স্মরণ, বাল্য যৌবন,
কি ছিলে তখন, হলে কি এখন,
কাল কুন্তল সব শ্বেত হইল
অনড় দন্ত হতেছে পতন ॥
আজন্ম কুকর্ম্ম অধর্ম্মে প্রশ্রয়,
কর ধন উপার্জ্জনে পাপের সঞ্চয়,
গুরুমন্ত্র সহ নাহি পরিচয়
সমুদয় তব কুলক্ষণ ॥
ভবাণীর পদ ভাবিতে বিপদ,
কেন ভাব মন একি বিপদ,
কেন সদা সাধ কালী সনে বাদ,
না সাধি কালীর রাঙ্গা চরণ ॥

১৯০। রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

মা তারিতে হবে অধমে স্বগুণে এবার।
কোন মতে না ছাড়িব শ্রীপদ তোমার॥
হইয়ে তোমার পুত দুঃখ আর সহিব কত
নিবার মোর যাতায়াত, ভবে বারে বার॥
তোমা বই ব্রহ্মময়ী এ দুঃখ আর কারে কই
দয়া করি দয়াময়ী, কর কালীরে নিস্তার॥

১৯১। রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা অথবা আড়া।

(সাজার বাটীর মা গো) তবে কেন ত্যজিলে অধমে।
অধম তারিণী নাম লইয়ে ত্রিভুবনে॥
আনন্দময়ী মা তুমি জীবে আনন্দদায়িনী
নিরানন্দে তবে আমি, থাকি কি কারণে॥
ওমা দয়াময়ী তব নাম, মম কলুষ আগুণ
কেন না কর নির্ব্বাণ, দয়ানীর প্রদানে॥
যা হলো তা হলো এবার তোমা বই কেউ নাহি আমার
দোহাই গো দোহাই তোমার, কালীরে লও সদনে॥

১৯২। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

তার তারা এদীনে দীন দয়াময়ী স্বগুণে।
তোমা বই ব্রহ্মময়ী কে আর তারিবে অধমে॥

চারি লক্ষ যোনী করিয়ে ভ্রমণ,
ভাগ্য ফলে লভিলাম মানব জনম,
এদুর্লভ জনম যায় অকারণ,
ত্বচ্চরণ স্মরণ না করি মনে ॥
সংসার পাপ হ্রদে হইয়ে পতিত,
হাবুডুবু খাই প্রাণ ওষ্ঠাগত,
তাহে নরক দারাসুত টানে অবিরত,
নিস্তার না দেখি তব দয়া বিনে ॥
মা, রিপুদলে সব হয়ে দলাক্রান্ত,
মনকে বশীভূত করেছে নিতান্ত,
কালীর অনুপায় করিতে কৃতান্ত শান্ত,
যা কর মা শরণ নিলাম ত্বচ্চরণে ॥

১৯৩। রামপ্রসাদী সুর।

ছেড়ে দে মা আমি বাঁচি কেন্দে।
তারা আর রেখ না বন্ধ করে এ মায়া ফান্দে ॥
পরিবার দারা সুত আত্মীয় কুটুম্ব যত
তা'রা সতত অঙ্কুশ মত, আমার সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধে ॥
কৃপা করি মম প্রতি দাও গো ভার অন্যপ্রতি
তারা, এই মম সদা মিনতি তব পদনখ চান্দে ॥

চাহিনা সুখ সম্পদে নাই বাসনা কোন পদে
চাই মতি তব শ্রীপদে, থাকিয়ে মা সদানন্দে ॥
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি দুর্গে প্রাণ যায় মা পড়ে দুর্গে
ওমা নিস্তার কালী দুর্ভাগ্যে,
স্থান দিয়ে পদারবিন্দে ॥

১৯৪। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

এখন কেন রে মন রিপুর অধীন।
আর আছে কিরে দিন,
অতি নিকট বিকট দুর্দ্দিন শেষ দিন ॥
মন এই ত দেখি উপায় মায়ায় করি জলসায়
ভজ মহামায়ায়, আর আছরে য'দিন ॥
দারা সুত বৈভব কেবা কার হলে নীরব
পায় কর্ম্ম দোষে জীব, দুঃখ কঠিন ॥
কুকর্ম্মে চির দিন কেন মত্ত মতিহীন
দিনে দিনে আয়ুক্ষীণ, না ভাব তা একদিন ॥
যাতায়াত বারে বার জঠর যাতনা সার
না দেখি নিস্তার এবার, আকুল হ'লো কালী দীন ॥

১৯৫। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

তারা দেখ না পাই ভব যাতনা।
ভরসা তোমার মাত্র কুপুত্র বলি ত্যজ না ॥

করিয়ে জনম গ্রহণ ভব তারণ কারণ
তব চরণ স্মরণ, ভ্রমেও হইল না ॥
মা সংসার মায়া জলধি মাঝে মগ্ন জন্মাবধি
উদ্ধারের না দেখি বিধি, বিধির বিড়ম্বনা ॥
কুকর্ম্ম অধর্ম্ম যত তাহাতে মন প্রবৃত্ত
রিপুচয় না হয় নিবৃত্ত, নিত্য নিত্য বৃদ্ধি গো মা ॥
পুত্র কলত্র মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কাল যায়
কালীর নাহি মা উপায়, তব করুণা বিনা ॥

১৯৬। রাগিণী বাহার - তাল আড়া।

শ্রীদুর্গা তারিণী তারা নিস্তার মা এ অধমে।
অধমে-তারিণী তব নামের রাখ মহিমে ॥
(মা আমি) আজন্ম মায়ায় মোহিত, রিপুচয়ের বশীভূত
সদা কুকর্ম্মাশ্রিত, হয়ে বিমুখ তবার্চ্চনে ॥
পতিত ঘৃণিত জন আমি তব কুসন্তান
নিজগুণ বিতরণ, করি ত্রাণ কর মা দীনে ॥
হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত বারে বারে যাতায়াত
দুঃখ কালী স'বে কত, দোহাই মা পদ দেহি মে ॥

১৯৭। রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

মনে কি করেছ রে মন বাঁচবে আর বহুদিন।
সে আশায় দাও জলাঞ্জলি অতি নিকট শেষ দিন ॥

পাপাগ্নি জ্বালায় কায় দহিতেছে রাত্রি দিন,
ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে হইতেছে বলহীন ॥
কালী নাম সুধাপান না করিলে এক দিন
সংসার গরল হ্রদে, আছ মগ্ন চিরদিন ॥
ত্যজি অপার মায়ায় কেন না ভাব অভয়ায়
তিনি ভিন্ন নাহি উপায়, হইতে স্বাধীন ॥
এখন উপায় কই সাধ কালী ব্রহ্মময়ী
অনা'সে শমনে জয়ী, হবে কালী দীন হীন ॥

১৯৮। রাগিণী সুরট্—তাল যৎ অথবা আড়া।

(দুর্গে এ দীনের) দিন গেল দীন দয়াময়ী, কি হবে নিদানে।
দীন তারিণী নাম ধরেছ, তাই ভরসা মনে ॥
আমি অতি ভক্তিহীন ভজন সাধন বিহীন
পাপে লিপ্ত চিরদিন, না ভাবি দিন দুর্গমে ॥
নিকট হ'লো কৃতান্ত কেমনে করি মা শান্ত
করিবে প্রাণান্ত তব অনুকম্পা বিহনে ॥
কোথা গো অধম-তারিণী ভব দুঃখ নিবারিণী
কাতরে ডাকি আমি, দাও কালীরে স্থান চরণে ॥

১৯৯। রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠেকা।

মা আমি মা বলে ত আর ডাকব না।
মা থাকিলে দিতেন সাড়া দেখি সুতের যাতনা॥
শুনেছি পাষাণালয়ে হয়েছে মা পাষাণের মেয়ে
নাই দয়া মায়া হৃদয়ে, শিব না পান করি সাধনা॥
তবে যদি পিতা সনে পাই দেখা একাসনে
এ দুঃখ কব নির্জ্জনে, এই কালীর সদা বাসনা॥

২০০। রাগিণী সুরট্—তাল আড়াঠেকা।

তারা তারিতে হবে এবার।
কত স'ব দুঃখ বারে বার॥
পাপী বলি না ত্যজ কালী, দোহাই মা তোমার,
নিজগুণে কালী সন্তানে করগো নিস্তার॥

২০১। রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

(মা তারা) আমার কি হবে চরমে।
না ভাবিলাম তব পদ তিলেক ভ্রমে॥
মা দিন নিকট তবু না ত্যজি কপট
না ভাবি তোমায় সরল মনে।
স্বগুণে করুণা দানে ত্রাণ কর কালী দীনে
ব্রহ্মময়ি, তোমা বিনে কে আর তারিবে দুর্গমে॥

২০২। রাগিণী মুলতান—তাল তেওট।

ভাব ভবানীর পদ মন আমার।
হবে ত্রাণ এ ভব অপার ॥
কেন মত্ত বিষয়ে না ভাবি দুর্গার পদদ্বয়ে
তারিবে কে অসময়ে, তারা বই আর।
ত্যজ রিপুচয় কর মন শুদ্ধময়
তবে কালীর লয় হবে দেখি পদ অভয়ার ॥

২০৩। রাগিণী সুরট্—তাল আড়া।

তারা মা আমার কি হবে।
না সাধিলাম তব পদ আসিয়ে ভবে ॥
(আমার) দিন প্রায় হইল শেষ, না ভাবি তোমায় নিমেষ,
সদা ভক্ষি বিষয় বিষ, হয়ে পতিত মায়ার্ণবে ॥
রতি মতি ভক্তিহীন, অভাজন নরাধম,
কালী দীনে তোমা বিনে, কে আর ত্রাণ করিবে ॥

২০৪। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

মা ঘুচাও গো মম সংসার বাসনা।
দাও মতি মা আদ্যাশক্তি করিতে তব সাধনা ॥
মা আমায় সংসার আগুণ করে সদাই দাহন
নহে নিবারণ তব দয়ানীর বিনা ॥

মা কালী কুপুত্রে হের কৃপা নেত্রে
তার ভব বিপত্তে তারা ত্রিনয়না ॥

২০৫। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

তারা দাও রতি মতি তব শ্রীপদে
আর ডুবায়ো না সুতে কলুষ হ্রদে ॥
(মা) আমার মন অতি অধম,
না সাধে ত্বচ্চরণ, সদা মত্ত বিষয় সম্পদে ॥
ওমা তব দয়া বই ওগো ব্রহ্মময়ী
উপায় কই ভব বিপদে ॥
(তারা) নিজগুণ দানে তার কালী দীনে
কে পায় ত্রিভুবনে তোমায় সেধে ॥

২০৬। রাগিণী ইমন্—তাল আড়া।

মন ভাব ভবানীপদ না র'বে ভব বিপদ
হবে তুচ্ছ সম্পদ, কালীর যাবে মনের খেদ ॥

২০৭। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আমার হবে কি এমত শুভদিন।
ত্যজিয়ে অসার সংসার করিব আমি সার
তব রাঙ্গা রাতুল চরণ ॥

ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম, মদ, মাৎসর্য্য করিব বর্জ্জন
ত্যজি কপটভাব কুভাবন, ভাবিব তোমায় হয়ে একমন ॥
হবে সফল জনম কভু না হবে জনম
কৈবল্যধামে স্থান পাবে কালীনারায়ণ ॥

২০৮। রাগিণী বিভাস—তাল যৎ।

মন রে আনন্দময়ীর পদ কমল।
কর ধ্যান, হবে জ্ঞান, হবে জনম সফল ॥
ও পদে গয়া গঙ্গা কাশী ও পদ শিব অভিলাষী
ব্রহ্মাদিদেব মুনি ঋষি, ও পদে প্রাণ সঁপিল ॥
(মায়ের) ও পদ না হয় বর্ণন, কোটী চন্দ্রার্ক কিরণ
কালী অতি নরাধম, ও পদে মন মজিল।

২০৯। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

(তারা আমায়) রাখবে কতদিন ভুলায়ে।
এ অকিঞ্চন অতি অধম তনয়ে ॥
না জানি ভকতি স্তুতি নাহি তব পদে রতি
তোমা বই মা নাহি গতি, ওগো অভয়ে ॥
কুকাজে মম প্রবৃত্তি, রিপুচয় নাহি নিবৃত্তি
মম মতি মন্দ অতি, না ভাবি তব পদদ্বয়ে ॥

দয়াময়ী করি দয়া ঘুচাও গো সংসারের মায়া
দাও কালী পদছায়া, কালী তনয়ে ॥

২১০। রাগিনী........তাল.........।

(দীনে) তারা তারিতে হবে।
অধম সন্তান বলি বঞ্চনা ক'রোনা শিবে ॥
নাহি মম ভক্তি প্রেম, মূঢ় মন অতি কঠিন
তব গুণানুশ্রবণ করিতে বিরক্ত ভাবে ॥
মা তুমি অধম তারিণী এই ভরসা করি আমি
অবশ্য কুল দিবেন জননী, কালীরে ভবার্ণবে ॥

২১১। রামপ্রসাদী সুর।

তারা মা আমায় কত ঘুরাবে।
ভবে বারে বারে আর কত আনিবে ॥
মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ করণ পক্ষ মত
(তাঁরা) করিব কত যাতায়াত, এ দুঃখ কবে নাশিবে ॥
মা নিদয়া না শুনি মহামায়া
কভু কি সদয়া না হইবে ॥
বুঝি করেছ মনে কালী সন্তানে
মীন ভুজঙ্গ মত খাবে ॥

২১২। রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালী।

মা দিতে হবে স্থান তব চরণে, এ অধম সন্তানে।
দোহাই গো দোহাই শিবে যেন না স্পর্শে শমনে ॥
আমি অতি দুর্ম্মতি দাও মা সুমতি
তব শ্রীপদ সাধনে ॥
ওমা সংসার বাসনা রিপুর উপাসনা
ঘুচাও কালীর করুণা দানে ॥

২১৩। রামপ্রসাদী সুর।

(তারা) এখন কি তব সাধ মেটেনা।
আর কত দিন সাধিবে গো বাদ, সুত সনে ওমা শ্যামা ॥
দুঃখ ভাণ্ড হলো পূর্ণ, দুঃখ রাখিবার স্থান দেখিনা।
তারা আর দিওনা দুঃখ মোরে, যাতায়াত কর মা সীমা ॥
সংসার দীপ্ত অনলে আমায় দগ্ধ ক'রোনা।
ওমা এখনও দাও শীতল পদ, নহে কালীর প্রাণ বাঁচেনা ॥

২১৪। রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

তারা তব রঙ্গ বুঝা ভার।
দিয়ে কুসঙ্গ, ছয়জন পাষণ্ড, রঙ্গ দেখ বারেবার ॥
তব কে বুঝে ভঙ্গিমা অপার মহিমা
শিব বিবাগী দেখে তব ব্যবহার ॥

তুমি মেয়ে কি পুরুষ নাহি মা প্রকাশ
ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য তোমার ॥
কারে নরকে রোগে শোকে, কারে রাখ মা স্বর্গসুখে
ওমা কারে চিরকাল রাখ অতি দুঃখে,
এই ত তব সুবিচার ॥
(ওমা) কারে দোলা বহাও কারে তায় চাপাও
কার মাথায় দাও বোঝার ভার ॥
ওমা সকলি তোর কর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝে সাধ্য কার ॥
কারে দাও সুমতি, কারে কুমতি,
কারে ডুবাও মায়ার্ণবে অনিবার ॥
ওমা শরণাগত, কালী তব সুত,
চরমে লইতে হবে ভার ॥

২১৫। রাগিণী সুরট্—তাল কাওয়ালী।

তারার ইচ্ছায় সকলি,
শুন মন তোমায় বলি ॥
তন্ত্র মন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি তারা হইতে উৎপত্তি
সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন ত্রিগুণে কালী ॥
কেমনে এড়াবে কালে, কালী বলে' না ডাকিলে
তাই সাধে কালী, সদা বল কালী কালী ॥

২১৬। রাগিণী সুরট্—তাল একতালা অথবা ঠেকা।

(তারিণী) কবে ঘুচাইবে মা সংসার বাসনা।

দিবে অচল ভক্তি ওমা আদ্যাশক্তি

করিতে তব সাধনা॥

ওমা সতত পীড়িত রোগে জড়ীভূত

তদতিরিক্ত সংসার যাতনা।

সদা মায়ায় মগ্ন দেহ অতি রুগ্ন

ভক্তি ভগ্ন, তব প্রতিমা॥

ওমা উপায় দেখিনে তব দয়া বিনে

তারা নিজ গুণে হর মনোরমা।

ওমা, মা হয়ে নিদয়া কেন গো অভয়া

দাও পদছায়া, কালীর কামনা॥

২১৭। রামপ্রসাদী সুর।

মন ত্যজরে কপট ভক্তি।

সরল ভাবে ভাব আদ্যাশক্তি॥

ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রী তবে ভবে দিবেন মুক্তি

ওরে ইহাতে ক'রোনা দ্বিধা, এইত তন্ত্র বেদের যুক্তি॥

'ব্রহ্ম সাধিলাম মুখে নয় বলা,

এ কেবল মাত্র জান ছেলে খেলা,

ভাব জ্ঞান যোগে তাঁয়, যাবে সংসারের জ্বালা,

দীন হীন বৈদ্য কালীর উক্তি॥

২১৮। রাগিণী রামকেলী—তাল ঠেকা।

তারা কে আছে আর তারিতে।
তোমা বই ব্রহ্মময়ি, অধম পতিতে ॥
আমি গো পতিত জন অভাজন অতি অজ্ঞান
তন্ত্র মন্ত্র ভক্তিহীন, মোহিত মায়াতে ;
ওগো হর-মহিষী দিওনা আর দুঃখ রাশি
দয়া প্রকাশি, কালীরে রাখ শ্রীপদে ॥

২১৯। রাগিণী বাঁরোয়া বাহার—তাল কাওয়ালী।

মরি কি হ'লো হায়,
বিষয় বিষ পানে প্রাণ যায়।
তারা নামামৃত মন খাইতে না চায় ॥
মন আমার মরিতে স্বীকার,
তবু না চায় বলিতে কালা একবার,
এই ভেবে ভেবে কালী হুতাশে শুকায় ॥

২২০। রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

মা কোথা গো ভব বারিণী।
বড় বিপদে ডাকিমা তারা, ত্বরা এসগো জননী ॥

ত্যজ কঠিনতা প্রকাশ মমতা
ওগো, ভূধর-সুতা ভবানী।
ভব দু'কূল পাথার না জানি সাঁতার
কেমনে পার হব তারিণী ॥
কালীরে ঘেরিল কালে,
রাখ গো মা অন্তকালে,
তারা, প্রকাশ হৃদি কমলে,
মহাকালের মনোমোহিনী ॥
ওমা, অতি অসময়ে মা বই তনয়ে
কে দিবে অভয় অভয়-দায়িণী।
এলো কাল করাল প্রাণ আকুল
দে মা তবে কূল, কূলদায়িণী ॥

২২১। রামপ্রসাদী সুর।

কালী (মা) এবার আমি বিদায় হই।
তারা আর যেন মা না হয় জন্ম,
দোহাই তব ব্রহ্মময়ী ॥
(মা) যেন ল'য়ে তব নাম যায় মম প্রাণ
পরকালে কালে হই যেন জয়ী।
(ও মা) কালীর বাসনা সদা করি তব অর্চ্চনা
চতুর্ব্বিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষী নই ॥

২২২। রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

দুর্গে দাও মা দেখা এই চরম কালে।
দয়াময়ী দয়া করি রাখ গো পদ কমলে॥
কুপুত্র বলিয়ে তারা কোথা গো বল লুকাইলে।
ওমা, পতিত পাবনী হ'য়ে পতিত জনে কেন ত্যজিলে॥
ওমা এমত মায়ের রীত, শুনি নাই মা কোন কালে।
মা রেখনা তব কলঙ্ক, কালীরে সঁপিয়ে কালে॥

২২৩। রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা।

তারা অপার ভবার্ণবে কে তারিবে তোমা বই।
দয়াময়ী দয়া করি নিস্তার মা ব্রহ্মময়ী॥
অধম তনয় বলি সঁপ'না শমনে কালী
অন্তে যেন পাই কালী, তব পদ দুখানি ঐ॥
আমি আজন্ম মায়ায় মোহিত দারাসুতাদি বেষ্ঠিত
রিপুচয়ের বশীভূত, তব সাধনা হ'লো কই॥
ওমা ভীম ভয়ানক শমন হলো সম্মুখ
ঘোর বিপাকে রাখ, স্বগুণে দয়াময়ী॥

২২৪। রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

চৈতন্যরূপিনী কালী নিবেদন মা ত্বচ্চরণে।
যেন ত্বন্নাম ত্বদ্ধ্যান, করি যায় মম প্রাণ, চরণে॥

(মা) ভুলি যেন সংসার মায়া   হেরি তোমায় মহামায়া
হ'য়ো গো অন্তে সদয়া, রেখো দীনে সচেতনে ॥
মা অভাজন কালী সুতে   সঁপ না শমন হাতে
দিও মা শ্রীপদ মাথে, স্বগুণে করুণা দানে ॥

২২৫। রাগিণী সুরট্—তাল একতালা।

তারা আর আছি গো মা যদিন।
যেন তব শ্রীচরণ   করিগো অর্চ্চন
হয়ে ভক্তির অধীন।
দিনমনি-সুত   প্রায় আগত
করবে ধৃত পাইলে দিন।
আমি কুকর্ম্মে সতত   আছি গো মা রত
পাপে পূর্ণ অতি দেহ মলিন ॥
ভবেতে নিস্তার   না দেখিগো আর
দয়াময়ী তব দয়া বিহন।
(তারা) করুণা নয়নে   হের এ অধমে
তোমা বই না জানে কালী দীন ॥

২২৬। রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া।

কালী পদ পঙ্কজ চিন্তরে সদা হৃদে।
তবে ত' তরিবিরে মন এ ঘোর বিপদে ॥

ত্যজরে মন বিকার ক'রোনা সার সংসার
দারা সুত পরিবার, কেবল সুখ সম্পদে ॥
কালীর মন বাসনা কর কালীর উপাসনা
কালীর হবে করুণা, অন্তে দিবেন স্থান শ্রীপদে ॥

২২৭। রাগিনী সুরট্—তাল ঠেকা ॥

(দুর্গে) কেন বিড়ম্বনা এ দীনে।
(দীন দয়াময়ী মা হয়ে)
মায়ের এমত রীত কভু না শুনি শ্রবণে ॥
সদা মনের দুঃখে রই মা মা বলে সারা হই
তবু সাড়া দাও কই, শুনেও মা না শুন কাণে ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা তো বিরূপা নয়
পিতা যদি হন নিদয়া, মা না ত্যজেন সন্তানে ॥
পূরাও সুতের অভিলাষ মনের সব দুঃখ নাশ
ওমা স্বরূপ প্রকাশ, দুর্গে, কালীর হৃদয়ঙ্গমে ॥

২২৮। রামপ্রসাদী সুর।

মা আমার না জন্মিল জ্ঞান।
অজ্ঞান তিমির মধ্যে আচ্ছন্ন সতত মন ॥
মন আজন্ম অন্ধকের মত হয়ে আছি পরাধীন।
জ্ঞান দাতা পিতা মম হয়েছেন অদর্শন ॥

দেখি সময় দুঃসময় দুরাশয় রিপুচয়
করিছে মা অতি কু-আচরণ ॥
তুমি জ্ঞানময়ী ব্রহ্মময়ী, ত্রিদেব তব আজ্ঞাধীন,
ওমা তব দয়া বিনে কালী তরিবে কেমনে
নিজগুণে দাও চরণে স্থান ॥

২২৯। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

(মা) দুর্গে কেমনে হব পার এ ভব জলধি নিধি।
মায়াতে মোহিত আমি আছি গো মা জন্মাবধি ॥
মত্ত হয়ে সংসারে রহিলাম ভুলি তোমারে
রিপুচয় আছে মা ঘেরে, আমায় গো নিরবধি ॥
আমি গো অধম অতি কুপথে সদাই মতি
নাই ভক্তি তব প্রতি, বিড়ম্বিল মোরে বিধি ॥
ভব তারণ কারণ তব চরণ সাধন
ভ্রমেও নাহি করিলাম, কি হবে বল মা বিধি ॥
এ ভব সাগর অপার পাথার
তবে পায় কালী নিস্তার, তুমি দয়া কর যদি ॥

২৩০। রাগিণী পরজ—তাল কওয়ালী।

দেখ, ভুলোনা ভুলোনা ভোলানাথ জায়ায়।
হয়ে মোহিত মায়ায় ॥

ঐ দেখ ঐ দেখ শমন সম্মুখ,
তারা বিনে কে ঘুচাবে এ ঘোর বিপাক,
সদা রতি মতি রাখ, তারা রাঙ্গা পায় ॥
যা কর তা কর, শঙ্কর মোহিনীর বারেক স্মরণ কর,
নতুবা পামর কালীর হইবে অনুপায় ॥

২৩১। রাগিনী ইমন্—তাল একতালা।

বর্ণ কেবা জানে মার,
নানাবর্ণময়ী দুর্গা বর্ণে সাধ্য কার ॥
মা কখন লোহিত, শ্বেত, পীত,
কখন নীল, ধূম্র, অসিত,
কখন অতসী কুসুম দীপ্ত,
কখন মিশ্রিত বর্ণ তাঁর ॥
যার যেই ভাব সেই ভাবে থাক,
যে জন ভাবক, ভাবে পঞ্চে ব্রহ্ম এক,
ভেদে নরক নিস্তার নাহিক,
আগম নিগম স্মৃতির এইত বিচার ॥
মা কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি,
যখন যেমত ইচ্ছা ধরেন মূরতি,
তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী জগদ্ধাত্রী,
কালীর মুক্তির আধার ॥

২৩২। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

দুর্গে আমার কি হবে গতি নিদানে।
নিস্তার না দেখি ভবে তব করুণা বিনে ॥
না গাইলাম তব গুণ না লইলাম তব নাম
না করিলাম তব ধ্যান, নিদ্রিত কি জাগরণে ॥
মায়াতে হ'য়ে মোহিত ভুলিলাম মা তব তত্ত্ব
পাপেতে সদাই লিপ্ত, আছি রিপুর অধীনে ॥
সংসার গো কারাগার শৃঙ্খল তায় পরিবার
সাধ্য নাই পলা'বার, প্রহরী স্ত্রীপুত্রগণে ॥
কালা-দান তব কুপুত্র ভরসা তব মন্ত্র
শমন হলে নিকটস্থ, রেখো গো মা নিজগুণে ॥

২৩৩। রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

(মা) কিঞ্চিৎ করুণাদানে বঞ্চিত ক'রোনা তারা।
ভরসা তোমারি মাত্র, কালী জ্ঞান হারা ॥
শমন হ'লো সম্মুখ দয়া করি পদে রাখ
হই না যেন বিমুখ, অসময়ে ভব দারা ॥

২৩৪। রাগিণা আলেয়া অথবা বাহার—তাল আড়া।

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী কাতরে ডাকিছে সুতে।
এত কি গো নিদ্রা সাজে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, যাঁর হাতে ॥

তোমারে দেখি নিদ্রিত কামাদি ছয় রিপু দৈত্য
মোর রুধিছে নির্ম্মল পথ, উদ্যত প্রাণ নাশিতে ॥
কহে কালী দুরাশয় এখন আছে মা সময়
দনুজে কর মা ক্ষয়, তোষ আশুতোষ নাথে ॥

২৩৫। রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

(জাগ মা) কুলকুণ্ডলিনী আর কত বা নিদ্রা যাবে চতুর্দ্দলে।
কেন অভিলাষ স্বসৃষ্টি বিনাশ
কারণ-চক্র-বাসিনী বিমলে ॥
ওমা চৈতন্যরূপিনী চিন্তাময়ী হ'য়ে,
আছ অচৈতন্য ভাবে কেমনে অভয়ে,
গা তোল, এস, চিদানন্দ বাস,
আশুতোষে তোষ অতি কুতূহলে ॥
ওমা দয়াময়ী হ'য়ে কেন গো নিদয়া,
নাথে মায়া নাহি কেন মহামায়া,
হের দেখ নাথ, তজ্জন্য অনাথ,
বিমর্ষিত চিত পড়েছেন ঢলে ॥
ওমা বারেক করুণা নয়নেতে চাও,
সদাশিবের মন বাসনা পূরাও,
কালীর জঠর যাতনা ঘুচাও,
দিয়ে স্থান শ্রীচরণ কমলে ॥

২৩৬। রাগিণী সুরট্— তাল একতালা।

জাগ মা আনন্দময়ী ত্যজি ঘোর নিদ্রা চতুর্দ্দলে।
তব কৃপাদৃষ্টি বিনা সব সৃষ্টি
দেখ গো জননী যায় রসাতলে॥
কেন শয়ম্ভু সহিত নিয়ত নিদ্রিত
নাশিতে উদ্যত, কোকনদ দলে॥
দল সকল ব্যাকুল অধঃ মুখে চিরকাল
আছে কিছুকাল, তোমায় পাইব বলে॥
ওমা সুষুম্নায় গতি কর শীঘ্রগতি
শাসি দুর্ম্মতি, রিপু সকলে॥
তারা করুণা প্রকাশ পূরাও কালীর আশ
হর বামে বস, কল্প তরুমূলে॥

২৩৭। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

তারা প্রপন্নজনে দয়া বিতর।
মম তনয় কণ্ঠে বিহর,
ও তার-পরীক্ষায়-উত্তীর্ণ-হওয়া নিতান্ত তোমারি ভার॥
নাহি মম পুণ্য বল কেবল তোমারি বল
তুমি গো সকলের মূল, সবার উপর॥
বিনা তব কৃপা বল কেমনে হবে সফল
সকল লোক সমাজে লজ্জা মম নিবার॥

আমি অতি মন্দমতি কি জানি মা তব স্তুতি
তুমি বাঞ্ছা পূর্ণ-কর্ত্রী, সেই সাহস আমার ॥
বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি দাও মা সুতে জগদ্ধাত্রী
অকৃতী অধম বলি, মা কালীরে না ঘৃণা কর ॥

২৩৮। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

মা আরোগ্য কর মম তনয়ে,
দীন দয়াময়ী দয়া প্রকাশিয়ে ॥
বড় কাতরে ডাকি তারিণী,
কোথা গো মা অভয়ে ॥
ওমা, তুমি গো শুভদায়িনী,
দাও সুসম্বাদ আনি,
তোমারি ভরসায় আমি,
বিদেশে দিলাম পাঠায়ে ॥
কে আছে আর তোমা বিনে,
এ দীনের দুঃখ শুনে,
তার গো দুর্গমে দুর্গা,
দিও না মোরে বিলায়ে ॥
ওমা, বিরিঞ্চি কেশব শিব,
না পান মহিমা তব,
আমি কি গুণ বর্ণিব,
মানব হইয়ে ॥

আমার বাসনা যত,
তোমারে মা বিদিত,
যেন না হই বঞ্চিত,
কালী কয় অতি বিনয়ে ॥

২৩৯। রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

বাপ্‌রে বাপ একি তাপ পাই মায়া সংসারে।
ধর্ম্মের নাহিক লেশ কলুষ ক্রমশঃ বাড়ে ॥
পলাবার নাহি পথ, পথ ঘেরে পরিবারে,
নিস্তার নাহিক মম, পড়েছি অতি ফাঁপরে ॥
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি দুর্গে, প্রাণ যায় মা পড়ে দুর্গে,
উদ্ধার কালী দুর্ভাগ্যে, কালী গো করুণা ক'রে ॥

২৪০। রাগিণী ঝিঁঝিঁট্—তাল ঠেকা।

তারা, কত স'ব ভব যাতনা।
নিস্তার দীন দয়াময়ী প্রদানে করুণা কণা ॥
ওমা, পুত্র শোকানলে চিত দহিছে সতত
ক্রমশঃ প্রজ্বলিত প্রাণে বাঁচি না ॥
ওমা, জন্ম জন্মান্তরে আসি যাই পাপ ক'রে
ভবে তরিবারে তোমায় সাধি না ॥

কু-কর্ম্মের ভোগে ভুগি শোক তাপ রোগে
নিস্তারের উপায় দেখি না ॥
যা কর করুণাময়ী নাহি উপায় তোমা বই
কালীসুতে ব্রহ্মময়ী ক'রো না প্রতারণা ॥

২৪১। রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

তারা ত্রাণ কর তনয়া দায়ে।
এ অতি দরিদ্র দুঃখী কালী তনয়ে ॥
পড়িয়ে ঘোর বিপদে নিলাম স্মরণ তব পদে
তব দয়া বিনে উপায় নাই অভয়ে ॥
সভয়ে দাও মা অভয় লাজ ধর্ম্ম যেন রয়
করপুটে করি বিনয়, কাতর হইয়ে ॥
তুমি দুর্গম বারিণী তাই গো ডাকি আমি
সদয় হও জননী, দয়া প্রকাশিয়ে ॥
রাখ মা তব মহিমে উদ্ধার দীনে দুর্গমে
অকুল পাথারে দিও না ভাসাইয়ে ॥

কাশী ও কাশীনাথ

২৪২। রাগিণী পূরবী—তাল একতালা।

এস মা আনন্দময়ী বস সশিব মম সদনে।
পূরাই মা মনের সাধ দিয়ে লাল জবা তব রাঙ্গা চরণে॥
দুর্গে, বারে বারে ভবে ঘুরায়োনা আর,
কৃপা কটাক্ষে হের মা এবার,
পুনর্জন্ম যেন না হয় গো আমার
দোহাই তব দেখা দিও মা অন্তিমে॥
ওমা, সংসার বাসনা দাও মা ঘুচায়ে,
মম আজ্ঞাধীন কর রিপুচয়ে,
(মা) যেন যায় মম প্রাণ তব নাম ল'য়ে,
বিশ্বনাথের রাজধানী কাশীধামে
মা কালীনারায়ণ তব অধম সন্তান
ভজন সাধন না জানে ;
দয়াময়ী দয়া করি দিয়ে পদতরি
তার গো ভব দুর্গমে॥

২৪৩। রামপ্রসাদী সুর।

কাজ কি আমার কাশীধামে।
যদি ব্রহ্মময়ী জগদম্বা দেখা দেন হৃদয়ঙ্গমে॥
বিরিঞ্চি, কেশব, শিব, গণেশ, সূর্য্য, বাসব,
বায়ু আদি দেব সব, পাব দেখা একস্থানে॥

হবে ভক্তির উদয় যাবে পাপ সমুদয়
রিপুচয় লয় হবে তত্ত্বজ্ঞানে॥
দীন কালীর উক্তি পাব জীবন মুক্তি
আমি পূজিব আদ্যাশক্তি, পূজিব শিবশক্তি শিব সনে॥

২৪৪। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কাশীধামে আমি কবে যাব।
ত্যজি দারা সুত ধন পদ গৌরব,
অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের শ্রীপদ সেবিব॥
হবে সফল জনম, পূর্ণ হইবে মনন
মায়াজালে বিমুক্ত হইব॥
কামাদি রিপু ছয় জনে জয়ী হব,
সদা গাইয়ে গিরিসুতাপতির নাম শমনে ফাঁকি দিব॥
অকথ্য যন্ত্রণা জঠর যন্ত্রণা
কখন আর না পাইব,
কালীর প্রাণ যাবে শেষে মনের উল্লাসে
মুখে বলে কালী শিব শিব॥

২৪৫। রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কবে যাব আমি কাশীধামে।
করি তুচ্ছ এ তুচ্ছ সংসার মজাব মন তত্ত্বজ্ঞানে॥

শিব বম্ শিব বম্ শিব শিব
বলিব সদা বদনে ॥
ত্যজি বিষয় তত্ত্ব হব মত্ত
গুরুদত্ত ধন সাধনে ॥
যাবে জঠর যাতনা হবে পূর্ণ বাসনা
রব সদা আনন্দ মনে ॥
হব জয়ী রিপু দলে ফাঁকি দিব কালে
দেখিব সকল বন্ধুগণে ॥
কবে হবে কালীর অতি শুভদিন
কাশীপতি দিবেন কাশীধামে স্থান
হরগৌরী নাম স্মরণে ত্যজিব জীবন,
(আমার) হবে দেহ দাহ মহাশ্মশানে ॥

২৪৬। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ও মন এখনি চলরে কাশী।
আর হয়ো না বিষয় বিষ প্রয়াসী ॥
বিষয় বিষে অঙ্গ জর জর হবে,
এ বল বল রে কোথায় তোর রবে,
ও মন অচল হইবে, খেদ বাড়িবে,
হবে অলসে অবশ সুখাভিলাষী ॥

ক্রমে ক্রমে তব তনু হবে ক্ষীণ,
(হবে) বাক্যের জড়তা, নয়ন বিহীন,
হবে নিতান্ত ভ্রান্ত পরের অধীন,
কফেতে আবৃত সদাই কাসি ॥
দিনে দিনে ইন্দ্রিয় পাবে ক্ষয়,
অবশ্য কালীর কালে হবে লয়,
ওরে সে সময় শমন করিবে প্রলয়,
আমি তাই ভাবি দিবানিশি ॥

২৪৭। রামপ্রসাদী সুর।

শিব আমি কবে হব কাশীবাসী।
এ ঘোর সংসার মায়াফাঁস বিনাশি ॥
হবে সফল জনম পুনঃ হবে না জনম
পাপ সব হবে ভস্মরাশি ॥
করিব তব গুণগান, তব রূপধ্যান
আনন্দ কাননে বসি ॥
যাবে পাপ পুণ্য জ্বলে তব কৃপানলে
উদয় হবে মনে তত্ত্বমসী।
হবে ভক্তির উদয় রিপুচয় ক্ষয়
কালী হবে কালীর পদ বিলাসী ॥

২৪৮। রামপ্রসাদী সুর।

মন চলরে কাশী যাই।
দিয়ে সংসারের মুখে ছাই ॥
মা'র কালী নামের ডঙ্কা জোরে মহাকালের দিবে দোহাই ॥
কাশীনাথের দরবারে কভু অবিচার নাই,
তথা পাপী পুণ্যবান্ জনের সম আদর শুনিতে পাই ॥
কেন বিষয় বিষ পানে রত তারা নামামৃত নাহি খাই,
হবে অপমরণ, শমন করিবে দমন,
(তারে) কি ব'লে বুঝাবেরে ভাই ॥
চল আনন্দ কাননে সদানন্দ মনে শিব শিবার গুণ গাই ;
হবে ব্রহ্মজ্ঞান পাবে কৈবল্যধাম না হবে জনম এবার হারাই ॥
বিলম্ব ক'রো না আর কাল বিলম্বের কাল নাই ;
ওই দেখ শিয়রে কাল কালী আকুল হ'লোরে তাই ॥

২৪৯। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কাশীনাথের কি হবে দয়া।
দিবেন ঘুচায়ে সংসারের মায়া ॥
করুণা নিদান হ'য়ে কৃপাবান
শিব সহ যথা সদা বিরাজমান,
(দিবেন) কাশীধামে স্থান, নিজসন্নিধান
কুসন্তান কালীরে না ত্যজিয়া ॥

২৫০। রামপ্রসাদী সুর।

শমন আর কি তোয় আমার ভয় আছে।
আমি মায়ের ছেলে মা মা বলে এসেছি মায়ের কাছে ॥
মায়ের দয়া হ'লে পিতা লবেন কোলে
নানা পাপাশ্রিত হ'লে ;
তোমার ত্যজ মনের আশা, ভাঙ্গ মন ভুয়ো বাসা
আর ফিরোনা কালীর পিছে পিছে ॥
জন্ম জন্মান্তরের আমার যত পাপ ছিল,
কাশী প্রবেশিতে সব পলাইল,
আমার নির্ম্মল হৃদি কমলে শিবশিবা বিরাজ করিছে ॥

২৫১। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

কি শোভাময় কাশীধামে।
বালার্ক বরণী ভূধর-নন্দিনী
রজত বরণ হরের বামে ॥
শশধর দিনকর একস্থানে,
অপরূপ রূপ কারসাধ্য বর্ণে,
অশক্ত বর্ণ এ রূপ বর্ণনে,
উপমা রহিত দিতে ত্রিভুবনে ॥

(তথা) সতত দিবস না হেরি রজনী,
সদানন্দময় দুঃখ নাহি জানি,
কত দেব ঋষি মুনি, করে স্তুতিবাণী,
আনন্দতে পূজে শিব পঞ্চাননে ॥
এমত কি শুভদিন হবে,
কালীনারায়ণ সংসার ত্যজিবে,
কাশীধামে যাবে মনের আশা পূরাইবে,
হবে দাস হরগৌরীর চরণে ॥

২৫২। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

মা কাশীশ্বরী রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণে।
কুরু করুণা করুণাময়ী এ প্রপন্নজনে ॥
তুমি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরা বিশ্বনাথ মনোহরা
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, তোমায় কে জানে ॥
তুমি করণ কারণ মহা প্রলয় কারণ
সত্ব, রজঃ, তমঃ, তব আজ্ঞাধীনে ॥
তুমি মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী
দাও কালীরে স্থান চরণে ॥

২৫৩। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

ভাব রে মন ভবেশে।
দেখ তপন-তনয়-দূত আছে রে ধরি কেশে ॥
পরমায়ুঃ হলো গত দিয়ে দুঃখ যথোচিত
লইয়ে যাইবে যমবাসে ॥
ভবের দয়া অভাবে কেমনে তরিবে ভবে
সে ভাবনা নাহি ভেবে, কেনরে বৃথা বসে ॥
সুযুক্তি শুন মন কুকর্ম্মে দিওনা মন
সদা পূজ পঞ্চানন, না আসি রিপুবশে ॥
এ মায়াভূমি দারুণ ত্রাণ হওয়া সুকঠিন
বারম্বার জীবগণ, যায় আর আসে ॥
পায় দুঃখ অবিরত তাই ভেবে কালী ভীত
কম্পিত সদা কায় শুকায় হুতাশে ॥

২৫৪। রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

(আমি) কবে (বদনে) বলিব শিব শিব।
কালীর ঘুচিবে সকল অশিব ॥
কবে সরোজবন্ধু সুতে শাসিব,
সুখ সিন্ধুনীরে ভাসিব,
এ ভবেতে না আসিব,
শিব বাসে বসিব ॥

কবে গুরুদত্ত ধনে তুষিব,
হিংসাদি রিপু হিংসিব,
(আমি) কুসঙ্গ না পরশিব
সৎসঙ্গে মিশিব ॥
কবে দয়া করিবেন শিব,
সবে দয়া প্রকাশিব,
মনের সব দুঃখ বিনাশিব
সুকাজে সদা পশিব ॥

২৫৫। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

মন আর কি এমত দিন পাবে।
সফল কর জনম ভাবিয়ে ভবে ॥
মহেশ, উমেশ, ভূতেশ, মুনীশ,
যোগেশ চরণে হও মন দাস,
পূরাও অভিলাষ ভজ কৃত্তিবাস,
শমন ভয় নাশ, অনা'সে হবে ॥
বব বম্ বব বম্ বব বম্ স্বরে,
গালবাদ্য কর ডাক মহেশ্বরে,
ওরে দেরে বিল্বদল সহ গঙ্গাজল
গঙ্গাধরে ভাব ভক্তি ভাবে ॥

কালী মন্দমতি না জানে ভকতি
দোহাই ভগবতীর ওহে উমাপতি,
নিজগুণে পার কর ওহে দিগম্বর
অপার দুস্তর ভবার্ণবে ॥

২৫৬। রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী অথবা আড়া।

ভাব ভব ভোলায় ;
অহিত করো না হয়ে মোহিত মায়ায় ॥
আশুতোষ মহেশ্বরে বারেক যে জন স্মরে
না যায় যম মন্দিরে মোক্ষপদ পায় ॥
যিনি প্রভু ব্যোমকেশ অনাদি আদি পুরুষ
শেষ যাঁর না পান শেষ আদি দেবতায় ॥
দুষ্টাচার ত্যজ মন পূজ হরে অনুক্ষণ
অন্তে পাবে কালী দীন স্থান রাঙ্গা পায় ॥

২৫৭। রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

(মন) ভাব ভবে ভবসাগর ত্রাণ কারীরে।
যাবে নিতান্ত কৃতান্ত ভয় দূরে,
কভু না পাবে যাতনা জননী জঠরে ॥
যাঁর শক্তি মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী
পূজিতা ত্রিসংসারে ॥

জ্ঞান গণপতি আঁখি দিবাপতি
নিশাপতি যাঁর শিরে ॥
যাঁর আত্মা নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন
নিত্য নিরঞ্জন সব ঘটে বিহরে।
যাঁর অনলে অনিল শূন্য জল স্থল
স্বর্গ পাতাল ত্রিলোক শরীরে ॥
যাঁর দিক চরাচর সাগর অম্বর
ধরণীধর ব্রহ্মাণ্ড উদরে ॥
যাঁর ব্রহ্মাদি মুণি ঋষি দেবাদি তাপসী
গয়াগঙ্গা বারানসী, পদ মাঝারে ॥
সেবক কালীর শুন মন বাক্
ভেদ ত্যজিয়ে ভাব পঞ্চে এক
ভেদে নরক কলুষ পাবক
নিতান্ত দহিবে অন্তরে ॥

২৫৮। রাগিণী সুরট্—তাল একতালা।
ক্ষম মম সব দোষ হর।
গঙ্গাধর ধরা ধর ধর ॥
ওহে বিধির বিধি কিবা জানি বিধি
বিধি না পান বিধি, তব পূজার ॥
তবে মাত্র আশ তুমি আশুতোষ
ক্ষমিবে সব দোষ, দোষ করিলে অপার ॥

তুমি সত্যময় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়
সদানন্দময় সর্ব্বোপর ॥
তুমি নিরঞ্জন বিপত্তি ভঞ্জন
জীব-তারণ-কারণ সাকার ॥
তুমি জীবের গতি ওহে জগতপতি
যম ভয়ে নিষ্কৃতি কালীরে কর ॥
আমি লইলাম শরণ ও ভব তারণ
তোমা বই আর কেহ নাই আমার ॥

২৫৯। রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

হর বম্ বম্ বম্ জয় শঙ্কর।
পার্ব্বতীশ পরমপুরুষ ঈশ মৃড় মহেশ্বর ॥
ত্রিজগদীশ্বর শিব দিগম্বর গঙ্গাধর চন্দ্রশেখর ॥
পতিতপাবন নিত্যনিরঞ্জন সৃজন পালন লয় ত্রিগুণধর ॥
শম্ভু সনাতন ব্রহ্ম পুরাতন পরমেষ্ঠান পরমেশ্বর ॥
প্রমথ-গণ-নাথ অনাথের নাথ কালীরে কৃপা কর ॥

২৬০। রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

হর বম্ বম্ বম্ জয় শঙ্কর।
শিব শম্ভু সনাতন সর্ব্বোপর ॥

নীলকণ্ঠ ঢুলু ঢুলু নয়ন
জটাজূট মণ্ডিত ফণী ভূষণ
মধুর মধুর মৃদু হাস্যবদন
ভব ভোলা মহেশ্বর ॥
বিভূতি ভূষিত চারু চন্দ্রমুখ,
শোভিত ভালে সুচারু বিবুধ,
বামে ভবানী বালার্ক বরণী,
গঙ্গা বিরাজেন শিরোপর ॥
বৃষারূঢ় মৃড় দিগম্বর,
হাড় মালা গলে, করে ডম্বুর,
করুণা সাগর হে গঙ্গাধর,
ভবার্ণবে কালীরে ত্রাণ কর ॥

২৬১। রাগিণী জাজ্‌মল্লার—তাল একতালা।

হর বম্ বম্ বম্ বব বম্ ভোলানাথ।
ভবেশ উমেশ জয় জগদীশ
যোগেশ ত্রিজনগণ-তাত ॥
রজত বরণ ত্রিশূল পানি
বামে বালার্ক বরণা ভবানী
রূপের ঝলকে আলোক ত্রিলোকে
প্রকাশে অলীকে বিভাবরী নাথ ॥

বিভূতি ভূষিত ভুজঙ্গে বেষ্টিত
জটাজূট মণ্ডিত ভূতনাথ ॥
শিরে সুরধুনী ত্রিতাপ হারিণী
শ্রীপদে সুর মুনি করে প্রণিপাত ॥
গলে হাড় মাল করেতে ডম্বুর
বৃষেতে আরূঢ় বিশ্বনাথ ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণধর দিগম্বর শঙ্কর
হর বিশ্বেশ্বর শিব শম্ভুনাথ ॥
ক্ষিতি, বন, বহ্নি, বায়ু, আকাশ,
গুরু শশী রবি রূপে প্রকাশ,
কালীর মানস পূরাও আশুতোষ
(ওহে) কৃত্তিবাস অনাথের নাথ ॥

২৬২। রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

ওহে কাশীনাথ কর কৃপা দৃষ্টিপাত এ অনাথে।
দাও সুমতি ওহে পশুপতি
যেন না যায় মম মতি কুপথে ॥
পূরাও হে বাসনা আর দুঃখ দিওনা
যে করি উপাসনা তোমার শক্তি সহিতে ॥
করুণাময় হও হে সদয়
দাও পদদ্বয় দীন কালীর মাথে ॥

২৬৩। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

ওহে বিশ্বনাথ অনাথের নাথ তব অপার মহিমে।
অশক্ত সারদা সদা তব স্বরূপ বর্ণনে॥
তুমি সৃজন পালন নিধন কর সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণে;
তুমি নিত্যনিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন
ব্রহ্মাদি তোমায় না পান ধ্যানে॥
তুমি অব্যক্ত পরমানন্দ সদা যুক্ত শক্তি সনে।
তুমি নির্ব্বিকার নিরাকার অগোচর বেদাগমে॥
ওহে পঞ্চানন তব আদি অন্ত বিহীন
অনন্ত রূপ কর ধারণ অনন্ত গুণে॥
তুমি পরমাণু সূক্ষ্ম স্থূল, তুমি হে সকলের মূল
তোমাতেই সকল, তুমি আছ হে সকল স্থানে॥
তুমি পরমাত্মন, নারায়ণ, কর মুক্তি প্রদান জীবগণে;
তুমি অধম তারণ পতিত পাবন
তার অধম সন্তান, কালীনারায়ণে॥

২৬৪। রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

শিব কর করুণা নিদান।
দীন দয়াময় দাও পুনঃ কালী দীনে
কাশীধামে স্থান॥

আমি বুঝিলাম ভাবে ওহে ভব,
অপরাধ ঘটেছে মম শ্রীপদেতে তব,
নতুবা আমায় কেন দূরীভব,
করিলে হে ভগবান্ ॥
বড় দুঃখ মম হয়েছে মনে,
কহিতে সংশয় আর বাঁচিনে হে প্রাণে,
মা হয়ে কেমনে ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণে,
ত্যজিলেন এ সন্তানে ॥
ওহে শিব শম্ভু ব্রহ্মপরাৎপর,
তব দয়া হলে মা না করিবেন পর,
মায়ের কি দয়া সুতে হয় অন্তর,
অবশ্য মা পূরাবেন মনস্কাম ॥

দশমহাবিদ্যা

শ্রীশ্রীমহাকালী দেবী।

২৬৫। রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে কুলকামিনী ঐ।

বামা প্রথম নবীনা রূপে নিরুপমা ত্রিলোক মোহিনী ঐ ॥

বামার একে ঘন কায়, হাসি কিবা তায়,

শোভা পায় যেন সৌদামিনী ঐ ॥

বামার রূপ সুললিত, হেরিয়ে পতিত

পদে শূলপাণি ঐ ॥

বামার পদে গ্রহরাজ, নখে দ্বিজরাজ,

উরু গজ-রাজ ভুজ জিনি ঐ ॥

বামার ভূনিন্দি নিতম্ব, কেশরিণী স্তম্ভ

নিরখিয়ে শ্রোণী ঐ ॥

বামার নাভি সরোবর, কুচ গিরিবর,

গ্রীবা মনোহর শশীভালিনী ঐ ॥

বামার কণ্ঠ নেহারে, কম্বু বিদরে,

অধরে লাল নলিনী ঐ ॥

বামার নাসা হেরে লাজ, পায় খগরাজ

কাল নাগরাজ নিন্দি বেণী ঐ ॥

বামার ভ্রূ মনোরথ কার্ম্মুক মত

আরক্ত ত্রিনয়নী ঐ ॥

বামার গৃধিনী লাঞ্ছিত, শ্রুতি মনোরথ,

কুন্দ গঞ্জিত দন্ত বাখানি ঐ ॥

বামার ললনা লোলিত, চঞ্চল চিত
করাল বদনী ঐ ॥
বামার চারু চারি কর, মৃণাল আকার,
অঙ্গুলি সুন্দর বরাভয় প্রদায়িনী ঐ ॥
বামার শ্রীমুখ মণ্ডল করে ঝলমল
তিমির নাশিনী ঐ ॥
বামার রূপের মাধুরী, বর্ণিতে নারি,
অপরূপে আলো করে ধরণী ঐ ॥
বামার প্রতাপ প্রচণ্ড, করে অসি মুণ্ড
নৃমুণ্ডমালিনী ঐ ॥
বামার বিপরীত রতি ক্রিয়াতে আসক্তি
আসবে আসক্তিনী ঐ ॥
বামা আনন্দে বিহরে, এ ঘোর সমরে,
রুধিরে সুশোভিনী ঐ ॥
বামা সুরে সানুকূলা, দৈত্যে প্রতিকূলা,
দারুণ প্রবলা উলঙ্গিনী ঐ ॥
বামা ব্রীড়া রহিতা নৃকরে ভূষিতা,
বিবুধ দল বন্দিনী ঐ ॥
বামার সজল জলদ, গতির নিনাদ
শ্রবণে বিষম বিষাদ গণি ঐ ॥
দীন কালীর সাধ, সদা মন সাধ,
([illegible]) ব্রহ্মময়ীর পদ দুখানি ঐ ॥

শ্রীশ্রীতারাদেবী।

২৬৬। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কেও রূপসী, হর উরসি, ষোড়শী শশি-নিভাননী।
ফণী-ভূষিতা, সদানন্দ-যুতা, নব-নীল-কাদম্বিনী ॥
বিকসিত-লাল-কমল-দল-দলিত-পদ-দুখানি।
উরু জিনি রাম রম্ভা তরু, সুচারু গুরু নিতম্বিনী ॥
চরণে নূপুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, বহুনৃকর সুশোভিনী।
ভুজঙ্গ জড়িত, শিরে জটাজূট, পঞ্চ ফণা কপালিনী ॥
বাঘাম্বরা খর্ব্বাকারা, লম্বোদরা নিনাদিনী।
লোল রসনা বিকট দশনা পিঙ্গল ত্রিনয়নী ॥
নীল নলিন সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ, খর্পর শির ধারিণী।
মৃণাল আকার শোভে চারি কর মুণ্ডমালা বিভূষিণী।
খল খল হাস দামিনী প্রকাশ দনুজ-দল-বিমর্দ্দিনী।
ভীষণাকৃতা অমরে পূজিতা, কালীর কাল-নিবারিণী ॥

শ্রীশ্রীষোড়শী দেবী।

২৬৭। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

আ মরি মরি একি রূপ হেরি,
করে আলো মহী রূপের মাধুরী
ত্রিলোক খুঁজিলে কভু নাহি মিলে
এমত পরমা সুন্দরী নারী ॥

সদা শিবের নাভি সরোরুহ রাজে
শতদল মাঝে কে বামা বিরাজে
শঙ্কর কেশব বিরিঞ্চি বাসব
বামার রত্ন সিংহাসন আছেন ধরি ॥

শ্রীপদে বালার্ক বিধু একত্রে
কিবা শোভা পায় অতুল জগতে
সুর কিন্নর নর ফণাধর
সাধে পদ অনিবার কর জুড়ি ॥

নিরমল সুধাকর কলা ভালে,
শ্বেত শতদল মালা গলে দোলে,
সুভূষা সুবেশী ষোড়শী সুকেশী
সদা উল্লাসি, রূপ বর্ণিতে নারি ॥

রক্ত বরণা তিমির নাশিনী
মুক্ত দশনা রক্ত বসনী
রক্ত বরণ সুতিন নয়নী
মৃণাল নিন্দি চারু কর চারি ॥

ধনুর্ব্বান পাশাঙ্কুশ ধারিণী
মৃদু মৃদু হাস সুধাময় ভাষিণী
দনুজ দলনী (কালীর) কাল বারিণী
ত্রিলোক জননী রাজরাজেশ্বরী ॥

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী দেবী।

২৬৮। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

কেও রমণী রক্ত বরণী রূপে ভুবন আলো করে।
নিশাগতে যেন উদিত ভানু, তিমির সকল গেলা দূরে॥
চরণ সরোজে রবি বিরাজে,
নখরাজে শশী লুকাইল লাজে,
মণিময় আভরণ কিবা সাজে,
পীতবাস শোভে জটাজূট শিরে॥
পাশাঙ্কুশ বর অভয়
সুচারু চারি হস্তে ধারয়
অর্দ্ধ সুধাকর ভালে শোভা করে,
ত্রিনয়না বামা প্রফুল্ল অন্তরে॥
যোগিনী সঙ্গিনী দনুজ দলনী,
ভয়ঙ্করা ভীমা বিবুধ বন্দিনী,
খল খল হাসে বিজলী প্রকাশে
ধরা টলমল করে পদ ভরে॥
ভুবনেশ্বরী জগত মায়েরে,
দীন কালী কয় কে চিনিতে পারে,
ভব দেব মনোমোহিনী ইনি রে,
ভাব মন এঁকে সরল অন্তরে॥

শ্রীশ্রীভৈরবী দেবী ॥

২৬৯। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কেও বামা বসন-বিহীনা নিবিড় লোহিত বরণী।
বিগলিত কেশে প্রকাশে যেন নব প্রভাকর সহ কাদম্বিনী।
কোকনদ বিনিন্দিত পদদ্বয়,
নখ বিধু হেরি বিধু তাপ পায়,
অপরূপ রূপে আলো জগন্ময়,
কোটী কোটী দিন নিভাননী ॥
ভয়ঙ্করা ভীমা নৃমুণ্ডমালিনী,
চতুর্ভুজা বরাভয় বিধায়িনী,
পূত অক্ষমাল করে শোভে ভাল
নিরমল সুধাকর কপালিনী ॥
ত্রিনেত্রা ভূষিতা নানা আভরণে,
সিক্তে রক্ত গলে উচ্চহাসি বদনে
অমরে বরদা দানবে দলদা
ভৈরবী শিবা কালীর কালবারিণী ॥

শ্রীশ্রীছিন্নমস্তা দেবী।

২৭০। রাগিণী খাম্বাজ অথবা কালাংড়া—তাল যৎ বা আড়া।

কে বটেন ও বামা কোকনদ বরণী।
প্রভাতে উদিত যেন নবীন দিনমণি ॥

বিকশিত কোকনদ রাজিত শ্রীপদ
নখে সুচারু বিবুধ, বিবুধ ভালিনী ॥
তুমি আকাশ পাতাল ব্যাপিয়ে বপু বিপুল
হেরিয়ে প্রাণ আকুল, দনুজকুলদলনী ॥
রতি কাম আরূঢ়া দ্বিভুজা দ্বিগম্বরা
অসিধরা ভয়ঙ্করা, নাগ যজ্ঞোপবীতিনী ॥
গুরুতর পদভরে দশ দিক্‌পাল শিহরে
ত্রিলোক ভীত অন্তরে, সঘনে কাঁপে ধরণী ॥
রথ রথী গ্রাস করে গ্রাসে সম্মুখে পায় যারে
ক্ষুধার্ত্তা বাম করে ধরে স্বছিন্ন শির তরুণী ॥
কণ্ঠে ত্রিধারা রুধির বাহিরায় অনিবার
নিজে পিয়ে একধার, দ্বিধারা দুই যোগিনী ॥
ত্রিনেত্রা জটাধারিণী (বামা) মুণ্ডাস্থিমালিনী
রক্তবিগলিত গভীর ঘন বাদিনী ॥
দেবতাবৃন্দবন্দিতা ছিন্নমস্তা জগতমাতা
কালীর কাল ভয়ে ত্রাতা, শিব মনোমোহিনী ॥

শ্রীশ্রীধূমাবতী দেবী।

২৭১। রাগিণী ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালী।

কাকধ্বজরথ পরে বৃদ্ধা রমনী কেরে।
পদে নব প্রভাকর নিশাকর নখরে ॥

ধূম্র বরণা বামা ধূস্তুর ভূষণা,
বিস্তার বদনা শ্বেত চিকুরে ॥
ধূম্র বরণা কেরে অতি ক্ষুধাতুরা ধূমা
একাকিনী মগনা ঘোর সমরে ॥
ভগ্ন কটিদেশ, শরীর অতি কৃশ,
খল খল হাস্য শুনে প্রাণ উড়ে ॥
সমরে পয়োধর দোলে নিরন্তর,
ভয়ঙ্কর ঘোরতর রব করে ॥
দ্বিভুজা বিধবা কে, দক্ষিণ বাহু কাঁপিছে,
শূর্প ধরেছে বামা বাম করে ॥
সদয়া শূর দলে, কে বল পারিবে বলে,
ক্রোধানলে দহিল সকল অসুরে ॥
ছদ্মবেশিনী ঐ, বটেন ব্রহ্মময়ী,
এলেন দানবে হানিবারে ॥
দেব আরাধিতা, ধূমাবতী জীবমাতা
হরের বনিতা বাস কালীর শিরে ॥

শ্রীশ্রীবগলা দেবী।

২৭২। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

কেও রমণী, পীত বরণী,
রূপে ত্রিভুবন আলো করে।

মনোহর বেশ, শোভে পীতবাস,
বিভূষিতা পীত নানা'লঙ্কারে ॥
লাল নলিনী দলিত চরণ,
শশধর জিনি নখের কিরণ,
রবি শশী হুতাশন ত্রিনয়ন,
নিরমল খণ্ড নিশাকর শিরে ॥
বিরল চিকন চিকুর মাথে,
দ্বিভুজা মূষল অস্ত্র হাতে,
ডাকিনী হাঁকিনী যোগিনী সাথে,
ফেরে রণে ঘোরতর রণ করে ॥
রসনা ধরিয়া দৈত্য দলে দলে,
কালী বলে যদি থাকিবে কুশলে,
(বামার) সবে মেলে নাও শরণ পদতলে,
বগলা ইনি শিবা সর্ব্বোপরে ॥

শ্রীশ্রীমাতঙ্গী দেবী।

২৭৩। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

কেও রূপসী শ্যামা এলোকেশী
সরসিজ মাঝে আনন্দে বিহরে।
পদে কোকনদ নখরেতে চাঁদ
চকোর ভ্রমরে বিবাদ করে ॥

চারু উরু যেন করিবর কর
নিতম্ব মেদিনী কটি ক্ষীণতর
নাভি সরোবর কুচগিরি বর
রবিকর তুল নহে মুখ-করে ॥

ত্রিনয়নী ভালে শোভে সুধাকর,
মণিময় সুভূষিত কলেবর,
লোহিত অম্বর অতি শোভাকর
রূপ মনোহর ভুবন আলো করে ॥

অসি চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ চারি করে,
হুহুঙ্কার স্বরে প্রাণ যায় উড়ে,
অধরা ধরণী শ্রীচরণ ভরে,
ঘোর অট্টহাস না ধরে অধরে ॥

মত্ত মাতঙ্গ মত রণে ফেরে,
তাণ্ডবে মগনা নির্ভয় অন্তরে,
চিনিতে যে নারি এ ভামা বামারে,
অনা'সে নাশিল সকল অসুরে ॥

কহে কালী দীন শুন হে রাজন্,
বামা ব্রহ্মময়ী অচিন্তিয়া ধন,
সাধ যদি আছে রাখিতে জীবন,
সাধ হর মনোহরা মাতঙ্গীরে ॥

শ্রীশ্রীকমলাত্মিকা দেবী।

২৭৪। রাগিণী আলেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

কি শোভা কমলাসনে বিরাজেন কমলিনী।
পদে প্রফুল্ল কমল কমলে সুশোভিনী ॥
মুখ বিকচ কমল অধরে লাল কমল
সর্ব্বাঙ্গ অতি কোমল, কমল নয়নী ॥
গলে কমলের মাল আভরণ কমল
মুকুট কমল দল, সুকোমল ভাষিনী ॥
নিন্দি কমল মৃণাল চারি কর কোমল
শোভে বরাভয় কমল, কেশ নীল কমলিনী ॥
সুবর্ণ জিনি বরণ পরনে নীল বসন
ঘন পাশে যেন নীল কাদম্বিনী ॥
রূপ উপমা বিহীন রূপে মোহে ত্রিভুবন
এ নহে মেয়ে সামান্য, ত্রিজগত প্রসবিনী ॥
শ্বেত চারি করি কর সুধা ঢালে শিরোপর
সম্মুখেতে স্তুতি স্বর করিতেছে জুড়ি পাণি ॥
প্রফুল্লিতা কে তরুণী ঘোর ঘন গর্জ্জিনী
অমরে বর দায়িনী দনুজ দল দলনী ॥
মহালক্ষ্মীর শ্রীপদে বিনয়েতে কালী সাধে
পূরাও মা সাধ বরদে, ওগো হরের গৃহিনী ॥

শ্রীশ্রীকালী

২৭৫। রাগিণী ইমন্—তাল একতালা।

আ মরি মরি এ কি রূপ হেরি রূপে ভুবন আলো করে।
প্রথমা নবীনা জলদ বরণা শবশিবাসনা পূজিতা অমরে॥

উজ্জ্বল রজত পর্ব্বত 'পর,
শোভা পায় কিবা নব জলধর,
শ্রীঅঙ্গেতে কিবা শোভিছে রুধির,
স্থির দামিনী যেমত অম্বরে॥

শ্রীপদাম্বুজ নিন্দে রক্তাম্বুজ,
নখরে প্রকাশ বিমলাম্বুজ,
মৃণাল লজ্জিত হেরি চতুর্ভুজ,
ভালে সুধাকর অতি শোভা করে॥

করাল বদনা, লোলিত রসনা,
রক্তিম নয়না আনন্দে বিহরে,
কাল ফণী জিনি লম্বিত বেণী
উলঙ্গিনী হাসি না ধরে অধরে॥

গলে মুণ্ডমাল করে ঝলমল,
কাল শশী ঘেরে যেন তারা দল,
ভূষণ নিকর সুবর্ণ চকর
বরাভয় মুণ্ড তীক্ষ্ণ অসি করে॥

সংসারের চিন্তার মুখে দিয়ে কালী,
দূর কর সব অন্তরের কালী,
এরূপ চিন্তিবে কবে দীন কালী,
কাল করাল ভয় নাশিবারে॥

২৭৬। রাগিণী সুরট্ মল্লার—তাল কাওয়ালী।

যোগেন্দ্র হৃদিমাঝে বিরাজে কার কামিনী।
সুরদলে শতদলে পূজে শ্রীপদ দুখানি,
দনুজ দলে দলে নির্ভয়া একাকিনী॥

হেরে শ্রীপদ কমল অলি কুল আকুল
তরুণ অরুণ বোধে বিকশিল নলিনী॥

ভেবে শশী নখ দশে সাতিশয় উল্লাসে
সুধায় লালসে আসে, চকোর চকোরিণী॥

নবীন নীরদ কায় সৌদামিনী হাসি তায়
ঘন ঘন গরজে ঘন বাণী॥

নৃত্যতি সুখে শিখী বামা রূপ নিরখি
নীর আশে অতি সুখী, চাতক চাতকিনী॥

কাল ফণী জিনি বেণী বিধুবর নিভাননী
দিবাকর নিশাকর বৈশ্বানর ত্রিনয়নী॥

নর কর বিভূষণা লোল জিহ্বা ভীমাননা
সুধাপানে নিমগণা, সুধাকর ভালিনী॥

কিবা মুণ্ডমাল আভা যেন কোটী-সূর্য্য প্রভা
চতুর্ভুজা কে বিধবা, মুণ্ডাসি ধারিণী॥

বরাভয় বিধায়িনী সামান্য নয় এ রমণী
কালী কয় জগজ্জননী, মহাকাল মনোমোহিনী॥

২৭৭। রাগিণী ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালী।

কেও বামা উলাঙ্গিনী হর হৃদে।
বিকশিত কোকনদ মরি কিবা শ্রীপদে॥
চতুর্ভুজা এলোকেশী ভালে শশী সদা হাসি
করে বরাভয় মুণ্ডাসি রূপ নব জলদে॥
রুধিরে শোভিত তনু ঘন মাঝে যেন ভানু
নয়ন রবি কৃশানু নিশেশ নিন্দে॥
শব শিশু শ্রুতিমূলে নরশিরমাল গলে
অচলা চপলা যেন দোলে নীরদে॥
আ মরি কিরূপ হেরি রূপে আলো তিন পুরী
হয় সাধ সাধি পদ কি কাজ বিবাদে॥
নর-কর বিভূষণা করাল বদনা ভীমা
ললনা লোলিত কাঁপে ত্রিজগত নিনাদে॥
অতি ভয়ঙ্কর বেশ হেরে প্রাণ হয় শেষ
কালী কয় কে পায় শেষ, ত্রিগুণ না পান সেধে॥

২৭৮। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

কেও বামা এলো এলো চিকুরে।
কালো রূপ করে আলো হরের উরে॥
শ্রীচরণ কিরণ যেমত তরুণ অরুণ
নিরমল নিশাকর কর নখরে॥

অভিনব ষোড়শী শ্রীমুখে সদাই হাসি
ললাটেতে শোভে শশী, অপরূপ হেরি রে ॥
লাজ ভয় বিনাশি উলাঙ্গী কে রূপসী
বরাভয় মুণ্ডাসি ধরয়ে চারি করে ॥
মরি কি সেজেছে ভাল গলে নরশির মাল
চপলা যেন নব জলধরে ॥
আসবে আসক্ত বামা আনন্দের নাহি সীমা
কালী কয় নহে সামান্যা ত্রিগুণাতীতারে ॥
যদি বাঁচিবারে সাধ সাধগে বামার পদ
নতুবা শুম্ভ বিষাদ ঘটিবে অচিরে ॥

২৭৯। রাগিণী গৌরী—তাল আড়া।

নাচিছে উলাঙ্গী হয়ে লাজ ভয় ত্যজিয়ে।
প্রথমা নবীনা বামা নবীন নীরদ শ্যামা
অপরূপা গুণধামা হর হৃদয়ে ॥
নব রবি পূর্ণ শশী বামা পদে আছে বসি
না ধরে অধরে হাসি চিকুর এলায়ে ॥
কাল করাল করে কালীরে নিস্তারিবারে
মহাকালের প্রিয়া করে অসি ধরিয়ে ॥

২৮০। রাগিণী বাহিনী—তাল আড়া।

কাল শশীর উদয় হলো ॥
রজত শিখর মাঝে মরি কি সেজেছে ভালো ॥
অপরূপা কার কামিনী বিবসনী একাকিনী
ভুবনমোহিনী শ্যামা, রূপে ভুবন করে আলো ॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল ঘেরে যেন তারাদল
নৃকর চকোর সকল, নিবিড় ঘন কুন্তল ॥
বিকচ রক্ত কুমুদ বিনিন্দিত শ্রীপদ
কালীর ঘুচয়ে খেদ, ভাবিলে ও পদকমল ॥

২৮১। রাগিণী বসন্ত—তাল কাওয়ালী।

কেরে ললনা মগনা সমরে।
একাকিনী স্থির শরীরে,
করাল বদনা কালী মহাকালের হৃদোপরে ॥
লাজহীনা ললনা লোলিত ললনা
বিকচিত দশনা বিগলিত চিকুরে ॥
ঘোর নিনাদিনী দনুজ দলনী
বরদায়িনী বামা সব অমরে ॥
ত্রিনয়না কে রূপসী চতুর্ভুজা ষোড়শী
ভালে শশী সদা হাসি সুধা রাশি ক্ষরে ॥
মুণ্ডাসি বরাভয় মুণ্ডমালা ধারয়
(বামারে) কালী কয় নির্ণয় কে করিতে পারে ॥

২৮২। রাগিণী * *—তাল কাওয়ালী বা একতালা।

কেরে কালী করাল বদনা রণসাজে।
সোণার নূপুর পদে রুণু রুণু বাজে ॥
পূজিতা দেব সমাজে সহজে দলে দনুজে
কালী সনে যুঝে, বল, কে আছে ভূমাঝে ॥
হইয়ে কুল কামিনী লাজ ত্যজি উলাঙ্গিনী
ত্রিনয়নী কেও বামা হর হৃদাম্বুজে ॥
কালী নয় সামান্য ধন হরের হরিল মন
কালী কয় পরম ধন সহ কি রণ সাজে ॥
শুনহে শুন সুনীতি করি ভক্তি প্রণতি
লও শরণ শীঘ্রগতি শ্যামা পদ সরোজে ॥

২৮৩। রাগিণী দেশ মল্লার—তাল একতালা।

এলোকেশে এলো কে সে রণে রণ মানসে।
সে কি অবলীলায় দানব সবায় পাঠায় যমবাসে
শুনি শব হৃদে তাঁর স্থিতি,
তরুণ বারিদ বরণা প্রকৃতি,
দিবাপতি নিশাপতির জ্যোতি,
তাঁর চরণ কিরণ নাশে ॥

শুনি কি ধনীর গভীর ধ্বনি,
উথলে জলনিধির পানি,
কম্পান্বিতা ভরে ধরণী,
বহে প্রলয় বায়ু নিশ্বাসে ॥

তাঁর কি লোল রসনা,
নয়ন ত্রয় রক্তিমা,
বিকট দন্ত ভালে চন্দ্রিমা,
তিলকে রবি প্রকাশে ॥

তিনি কি চতুর্ভুজা অসি ধরা,
নৃমুণ্ড মালিনী ঘোর ভয়ঙ্করা,
অতি কি প্রখরা হয়ে দিগম্বরা,
নাচিছে, লাজ না বাসে ॥

তাঁর কি পদে পদ্ম ফুটিছে,
পদ্মযোনি পদ পদ্মে পূজিছে,
সবে শিবত্ব পদ লভিছে,
শ্রীপাদ পদ্ম পরশে ॥

বুঝিতে যে নারি সে কেমন নারী,
ব্রহ্মময়ী তায় অনুমান করি,
নহে কেন রূপ শুনে ভয়ে মরি,
কালীও তাই ভাষে ॥

২৮৪। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

কে রে কুলকামিনী কার রমণী বনমাঝে রণ করে।
রক্ত কোকনদ বিনিন্দিত পদ কত শত শশী হেরি নখরে ॥
ভূধর ধর হৃদয়োপরে,
বারিদ বরণা কে বিহরে,
কম্পিত ধরা সপ্ত সাগরা
ঘোর ভয়ঙ্কর ঘন হুহুঙ্কারে ॥
বিধুখণ্ড শোভিছে ভালে,
নৃমুণ্ডমাল দুলিছে গলে,
বেষ্টিতা ভূত প্রেতদলে,
দনুজ দলে দলে রে ॥
করাল বদনা রবি লোচনা,
বিকট দশনা লোল রসনা,
কালীর বাসনা শুন সবাসনা,
(সদা) হেরি যেন এরূপ অন্তরে ॥

২৮৫। রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

কে সমরে অভিনব কাদম্বিণী বরণী।
কি শোভা ও রূপে হাসি প্রকাশে সৌদামিনী ॥
যত চাতক চাতকী পয়ঃ প্রাপ্তাভিমুখী
নৃত্য করে সুখে শিখী, নিরখি ও রূপ খনি ॥

উদ্দীপ্ত পদ নখর যেন কোটী শশধর
তায় ধায় অনিবার, চকোর চকোরিণী ॥
উরু করি-কর জিনি হরি লাজ পায় হেরে শ্রোণী
অম্বুজ মৃণাল পাণি ভ্রূ কার্ম্মুক বাখানি ॥
পীনোন্নত পয়োধর হিঙ্গুল মণ্ডিতাধর
শোভে ভালে শশধর সুচারু সুবদনী ॥
কে রে আকর্ণলোচনী তাপিতাঙ্গ কুরঙ্গিনী
আপাদ লম্বিত বেণী যেন কাল ভুজঙ্গিণী ॥
কে রে বামা অসিধরা ঘোরতর ভয়ঙ্করা
লোলজিহ্বা দিগম্বরা ঘন গর্জ্জন বাদিনী ॥
একি বামার রূপের ছটা ভেদ করেছে ব্রহ্ম কটা
ইচ্ছা হয় ওর পদে প্রাণটা সমর্পিগে এখনি ॥
কে রে শবোপরি স্থিতা ইন্দ্রাদি দেব বন্দিতা
কালী কয় জগত মাতা, ব্রহ্মময়ী সনাতনী ॥

২৮৬। রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল একতালা।

রণে কে এলো ও অসিতে, হাসিতে হাসিতে।
ত্রিদেশ তমস করে বিনাশ রূপ মসিতে ॥
বিকচ কমল রাজিত শ্রীপদ,
নখে প্রকাশিত কত শত চাঁদ,
ভ্রমর চকোরে করিছে বিবাদ,
মধু সুধা আশেতে ॥

উজ্জ্বল রজত পর্ব্বতোপর,
মরি কি শোভা নব নীর ধর,
আহা মরি মরি একি রূপ হেরি,
রূপ অতুল জগতে ॥
অতি অকিঞ্চন কালীনারায়ণ,
মুক্ত হবে কি পাশেতে,
শেষেতে ওরূপ দেখিতে দেখিতে
মিশিবে পঞ্চেতে ॥

২৮৭। রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

কার কামিনী সমরেতে।
কে রে করাল বদনী তিমির বরণী
বিবসনী এলো হাসিতে হাসিতে ॥
(বামার) উন্মাদিনীর বেশ, পদেতে মহেশ,
চাঁচর চিকুরে বারিদ প্রকাশ,
হলো মন উদাস হই গিয়ে দাস
প্রকৃতির শ্রীচরণেতে ॥
লোহ লোহ জিহ্বা, পদে রক্তজবা,
রুধিরেতে শ্রীঅঙ্গের কিবা শোভা,
জিনি অরুণ আভা মুণ্ডমালা কিবা
দুলিছে বামার গলেতে ॥

হুহুঙ্কার স্বরে ত্রিলোক শিহরে,
ক্ষিতি টলমল করে পদ ভরে,
দৈত্য প্রাণে মরে বিষম প্রহারে
না পারে সমর সহিতে ॥
শুম্ভ দৈত্য কয়, সামান্যা ত নয়,
দশন ভীষণ হেরে লাগে ভয়,
যিনি মৃত্যুঞ্জয় নিলেন পদাশ্রয়
হলো রে সংশয় প্রাণ বাঁচাতে ॥
বিনয়েতে কালী করয়ে বিনয়,
ওরে শুম্ভ যুদ্ধে যুক্তি নাহি হয়,
রণে ক্ষান্ত হও শরণ গিয়ে লও
শ্যামার চরণ সরোজেতে ॥

২৮৮। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

কি অসম্ভব রাজন দেখে এলাম চক্ষে।
ভয়ঙ্করা এক নারী শ্রীমন্ত সাপক্ষে ॥
ভীমাবেশে এলোকেশে নাহি মানে দিগ্‌বাসে
বিনাশ করে অনায়াসে, হের গে প্রত্যক্ষে ॥
শব্দ শুনি সুগভীর উথলে সাগর নীর
চরাচর নহে স্থির, কে যাবে সমক্ষে ॥
কালীর বচন ধর বামার চরণে পড়
যদি পাবে রক্ষে ॥

২৮৯। রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

শবোপরে বিহরে কার রমণী নিশিবরণী ত্রিনয়নী,
কে রে বিকট দশনা বামা করাল বদনী ॥
কে রে উন্মাদিনী বেশে বিগলিত কেশে
লজ্জা মনে নাহি বাসে, নাচে যেন উন্মাদিনী ॥
বাম করে ধরে অসি মুখে অট্ট অট্ট হাসি
অনা'সে দানবে নাশি, কে রে রণে রণরঙ্গিনী ॥
সমর থাকুক দূরে শব্দে প্রাণ যায় উড়ে
সঘনে চরণ ভরে কম্পিত কচ্ছপ ফণী ॥
পরশে বামার পদ সবে পায় শিবত্ব পদ
খণ্ডিছে ভব বিপদ এ বড় আশ্চর্য্য মানি ॥
কহে কালী দীন দৈন্য বামায় কি ভাব সামান্যা
ব্রহ্মময়ী জগতমান্যা, জগত প্রসবিনী ॥

২৯০। রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

রণে রণ বেশে বামা কে ও এলো।
কে করে বল এর সনে বল,
সুমেরু নিন্দিত যাঁর সুচারু বপু বিপুল ॥
পদে পদ্ম বিকসিত নখে শশী বিরাজিত
তলরক্তোৎপল আভা চন্দনে চর্চ্চিত,
একি অপরূপ রূপ কালোরূপে করে আলো ॥

গলিত চিকন কেশে নব ঘন সুপ্রকাশে
চাতক ব্যাকুলিত বারি পান আশে ;
অলকা তিলকা বিন্দু জিনি কোটী শরদিন্দু
রবি শশী বহ্নিসম ত্রিনয়ন প্রোজ্জ্বল ॥
লোল জিহ্বা বিবসন বিকট ঘোর দশন
করাল বদন বাক্ গভীর গর্জ্জন ;
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু বেগে স্থির নয় কেহ
শ্রীচরণ ভরে মহী করিতেছে টলমল ॥
নর শির মাল গলে নর শিশু শ্রুতিমূলে
নর কর কঙ্কালে হর পদতলে ;
মার্ কাট্ হান্ হান্ রুধির করিছে পান
মুখে অট্ট অট্ট হাস, গ্রাসে অসুর মণ্ডল ॥
এ ঘোর ভয়ঙ্করী চতুর্ভুজা কার নারী
তীক্ষ্ণ অসি করে ধরি ধ্বংশে সুর অরি ;
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে নাচে বামা রণরঙ্গে
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে সমর পূরিল ॥
বিপরীত রতি ক্রিয়া আবেশে অলস কায়া
আনন্দে বিহ্বল কালী সমরে মাতিল ;
যারে পায় সম্মুখে অবহেলে রাখে মুখে
নিতান্ত ঘোর বিপাক এবার ঘটিল ॥
শুম্ভ নিশুম্ভে কয় বামা তো সামান্যা নয়
কালরূপী ব্রহ্মময়ী নাহিক সংশয় ;

দেখ স্পর্শে বামাপদ সবে পায় শিবত্বপদ
চরণে শরণাগত হয়েছে শূর সকল ॥
দূরে থাকুক সংগ্রাম হেরিয়ে শুকায় প্রাণ
কালী কয় জানিয়ে কেন হারাবে জীবন ;
শ্যামার চরণে পড় অভয়া দিবেন অভয়
নতুবা সমর অন্তে অন্ত হবে দৈত্যকুল ॥

২৯১। রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

শবাসনা কে সমরে।
স্ববাসনা বিবসনা বুঝি শুম্ভ পূর্ণ করে ॥
শোভিত পদ সরোজে নখরে শশী বিরাজে
সরোজ পদ সরোজে, দিয়ে পূজে সুরেশ্বরে ॥
শ্যামাঙ্গী নহে সামান্যা বোধ হয় কন্যা জগতমান্যা
যাঁর পদ পাবার জন্য, ব্রহ্মাদি দেব স্তব করে ॥
কালী কয় শুম্ভ রাজে কি কাজ সমর সাজে
কালী সনে রণ কি সাজে, সৃষ্টিস্থিতি যে সংহারে ॥

২৯২। রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

উলাঙ্গিনী কে রে, এলাইত কেশে।
লাজ নাহি বাসে, অট্ট অট্ট হাসে, পুরুষ হৃদোপরে ॥

(বামার) চরণেরি ভরে কম্পিত ধরণী,
জলধি উথলে শুনি ধনির ধ্বনি,
এ মত কখন শ্রবণে না শুনি,
মেয়ে হয়ে অসি ধরে ॥
লোল রসনা বিকট দশনা,
কে রে বামা করাল বদনা,
অরুণ লোচনা সমরে মগনা,
নাশিছে অসুরে ॥
কে রে নর শির মাল করেছে ধারণ,
কালোরূপে আলো করে ত্রিভুবন,
কালী কয় কার সাধ্য রাজন্,
করে নিরুপণ আদ্যারে ॥

২৯৩। রাগিণী গৌর সারঙ্গ—তাল আড়া।

কে রে বামা এলো রণে রূপে ভুবন আলো ক'রে।
হরিষে হরির 'পরে সরোজ মাঝে বিহরে ॥
কিবা শ্রীপাদপদ্মের আভা দূর করে রবির প্রভা
মলিন শরীর শোভা, নখর কিরণ হেরে ॥
তরুণ অরুণ বর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিলোচনা
রক্তবস্ত্র পরিধানা, ভূষিত নানা'লঙ্কারে ॥
আপাদ লম্বিত বেণী যেন কাল ভুজঙ্গিনী
দশনে খসে দামিনী, (বামার) অর্দ্ধশশী শোভে শিরে ॥

নাগ যজ্ঞোপবীতিনী বিমল সোম আননী
নারদাদি ঋষি বন্দিনী, (বামার) সুমধুর হাসি অধরে ॥
স্থির যেন যুধিষ্ঠির স্বর অতি সুগভীর
শঙ্খ চক্র ধনুঃ শর ধারয়তি চারি করে ॥
করীন্দ্র কয় দুর্গাসুরে ভেব না ক্ষুদ্র বামারে
দৈত্য কুল ধ্বংসিবারে, জগদ্ধাত্রী মা সমরে ॥
কালী কয় নাত্র সংশয় ইনিই ব্রহ্মময়
কবে হবে শুভোদয়, হবে লয় ও রূপ হেরে ॥

২৯৪। রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

(কে) সমরে উলাঙ্গিনী কার রমণী, নবীনা নীরদবরণী।
মরি কিবা রূপের আভা করেছে আলো ধরণী ॥
ত্রিলোচন হৃদোপরে কে ও বামা বিহরে
হাসি না ধরে অধরে, শির-মালিনী ॥
বরাভয় সব্য করে বামে অসি মুণ্ড ধরে
শ্রীপদ পূজে অমরে, দনুজ দলনী ॥
ব্রহ্মাণা কি ইন্দ্রাণী হরিপ্রিয়া হর রাণী
কালী কয় জগন্ময়ী যোগেশ গৃহিনী ॥

২৯৫। রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কে রে উলাঙ্গিনী সমরে।
বামা নাচিছে হাসিছে ধাইছে অসুরে,
তীক্ষ্ণ অসি ল'য়ে করে ॥

বামার ঘন হুহুঙ্কারে প্রাণ যায় উড়ে
প্রমথগণ নাথ পদে পড়ে;
কিরূপ মাধুরী আ মরি আ মরি
ঘন ঘটা যেন রজত শিখরে ॥

একি মেয়ের গুণ সমরে নিপুণ
বুঝি রে নিধন করে সবারে;
বামার আঁখিতে অরুণ কপালে আগুণ
ললনা ললিত সুধা ভরে ॥

বামার বিকট দন্ত হেরে কৃতান্ত
ভাবে প্রাণান্ত অন্তরে;
বামার ভীষণ আকার মুখে মার্ মার্
প্রাণে বাঁচা ভার হলো এবারে ॥

বামার এলাইত বেণী যেন কাল ফণী
রবি শশী যেন পদ আভরে;
অর্দ্ধেন্দু ভালে মুণ্ড মালা গলে
স্থির দামিণী যেন হলধরে ॥

বামার বিবুধ নিকরে পদ পূজা করে
এলেন বুঝি ব্রহ্মময়ী ছলিবারে ;
শুম্ভে কালী কয় ইথে কি সংশয়
সাধ পদ সাধ যদি বাঁচিবারে ॥

২৯৬। রাগিণী সুরট্ মল্লার—তাল একতালা।

এলোকেশে এলো কে ঘোর সমরে।
কভু না হেরি নয়নে না শুনি শ্রবণে
তিমির বরণে তিমির হরে ॥
পদে বালার্ক নখে শশাঙ্ক,
কোকনদ পদ হেরি অধোমুখ,
চতুর্ম্মুখ ল'য়ে দেব সাম্মুক *,
বামার শ্রীপদ পূজা করে ॥
যাঁরে ধ্যান করি আইলাম রণে,
সে জন পতিত বামার চরণে,
নহেন সামান্যা হবেন মান্যা ত্রিভুবনে,
কালী কয় নয় সংশয় ইথেরে ॥

২৯৭। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

(রণে) নাচিছে উলাঙ্গী হয়ে, চিকন চিকুর এলাইয়ে।
যোগিণী সঙ্গিণী রণরঙ্গিণী কার মেয়ে ॥

---

* সাম্মুক=সমস্ত

কিবা শ্রীপাদ-পদ্মের আভা বালার্ক পূর্ণেন্দু শোভা
দেব ঋষির মনোলোভা, বরাভয় বিলাইয়ে ॥
নবীন কাদম্বিনী বরণী কে ও রমণী নিবিড় নিতম্বিনী
নৃমুণ্ড মালা দোলাইয়ে ॥
চতুর্ভুজা সুরূপসী ষোড়শী ভালে শশী
সদা হাসি, করে অসি, দানব রাশি নাশিয়ে ॥
কালী কয় শম্ভু জায়া ব্রহ্মময়ী মহামায়া
শুম্ভ কি বুঝিবে মায়া, দেখ শম্ভুনাথ হৃদয়ে ॥

———

সিংহবাহিনী

২৯৮। রাগিণী * *—তাল ত্রেওট।

মরি কি রূপ হেরি হরি পৃষ্ঠোপরে।
যেন প্রভাতের প্রভাকর শোভা করে॥
কিবা শ্রীপদ কমল নিন্দিত রক্তোৎপল
নির্ম্মল নিশাকর পদ নখরে॥
রূপ অতি জ্যোতির্ম্ময় হরিল তমোচয়
মণিময় মুকুট অতি শোভে শিরে॥
ভালেতে অর্দ্ধ শশী শ্রীমুখে মৃদু হাসি
চিকুর বাসি নিবিড় অম্বরে॥
নাগ যজ্ঞোপবীত বসন লোহিত
শ্রীমুখ নিন্দিত শরৎ শশধরে॥
পঙ্কজ ত্রিনয়ন নাভি লাল নলিন
ভূষিতা কালীর মাতা নানা 'লঙ্কারে॥

২৯৯। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

মা অনন্ত রূপিনী, কৃতান্ত শান্ত কারিণী তারিণী।
ত্রিতাপ হারিণী ত্রিগুণ ধারিণী ত্রিভুবন জন গণ বন্দিনী॥
ওমা পরমাত্মনী পরমেশানী, পরমপুরুষ মহেশ মোহিনী,
পরমা প্রকৃতি জগদ্ধাত্রী, কালীর দুর্গতি বিনাশ কারিণী॥

৩০০। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

এস, মহিষমর্দ্দিনী মহেশমোহিনী,
মৃগেশবাহিনী নগেশনন্দিনী,
সুর-শরণী পরমেশানী,
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ প্রসবিনী॥

মায়ের হেরি পদতল বালার্ক ব্যাকুল
আরক্ত কমল হইল মলিনী॥

নখের কিরণ সম নহে সোম
অসীম রূপ গুণ প্রকাশিনী॥

মায়ের শিরে জটাজূট মণিময় মুকুট
(মা) বিমল অর্দ্ধ ইন্দু ভালিনী॥

(মা) রূপে নিরুপমা নব পূর্ণ যৌবনা
সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিণী॥

মায়ের বিকচ পঙ্কজ জিনি মুখাম্বুজ
মা পীনোন্নত কুচ ধারিণী॥

সুতিন নয়না প্রসন্ন বদনা
সুচারু দশনা লোহিত বসনী॥

মায়ের মৃণাল আকার চারু দশ কর
মা নিরমল নিশাকর নিভাননী॥

মায়ের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা অপার মহিমা
তপ্তদীপ্ত সুবর্ণ বরণী॥

ওমা ত্রিশূল কৃপাণ শক্তি তীক্ষ্ণ বান
কার্ম্মুক খেটক চক্রপাণি ॥
পাশ অঙ্কুশ ঘণ্টা পরশু
নানাবিধ আয়ুধ ধারিণী ॥
ওমা ভ্রুকুটি আননা ভয়ঙ্করা ভীমা
দৈত্য দানব দর্প হারিণী ॥
বিষম প্রবলা সুরে সানুকূলা
অষ্ট নায়িকা পরিবেষ্ঠিনী ॥
ওমা জ্ঞানদা বরদা শুভদা সুখদা
মানদা সর্ব্বকাম প্রদায়িনী ॥
দুর্গা অপরা জগদ্ধাত্রী তারা
কালীর জঠর যাতনা বারিণী ॥

৩০১। রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

সদা হের অন্তরে, মহেশমহিষী দুর্গা জ্যোতির্ম্ময়ীরে।
মৃগপতি পরে আনন্দে বিহরে, সুভূষিতা নানা'লঙ্কারে ॥
মৃণাল নিন্দি চারু চারিকর,
ত্রিনয়না ভালে শোভে বিধুবর,
পরিধান কিবা রক্তাম্বর,
মধুর মধুর হাসি অধরে ॥

নাগ যজ্ঞোপবীত ধারিণী,
ত্রিবলীবলয় নাভি লাল নলিনী.
নারদাদি ঋষিগণ বন্দিনী,
রূপ নব প্রভাকরে ॥
(হের মায়ের) রাজীব রাজিত রাতুল চরণ,
নখরে বিমল বিধুর কিরণ,
মজাও মূঢ় মন ও শ্রীপদে মন,
কালীর কাল ভয় নাশিবারে ॥

৩০২। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

(হৃদি সরোজে মন) হর বামে হের তরুণ অরুণ বরণা।
মৃগপতি'পরে আনন্দে বিহরে,
প্রফুল্ল শরত কমল বদনী ॥
রাজীব রাজিত শ্রীপদদ্বয়,
অকলঙ্ক বিধু নখে শোভা-ময়,
ত্রিভুবন তমঃ কিরণে নাশয়,
সদাশয়া বরাভয়া প্রদায়িনী ॥
মৃদু হাসি ছলে খসে সৌদামিনী,
কাল ফণী জিনি লম্বিত বেণী,
দিনমণি পাশে যেন কাদম্বিনী,
অসীম অতুল রূপ সুশোভিনী ॥

(মায়ের) চতুর্ভুজ নাভি লাল নলিনী,
সুচারু সুঠাম ত্রিবলীর শ্রেণী,
তাপিত সিংহিনী নিরখিয়ে শ্রোণী,
ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীত ধারিণী ॥

মা রক্ত-বসনা সুতিন নয়নী,
নিরমল অর্দ্ধ-শশি কপালিনী,
মণিময় ভূষিতা মণিচয় বন্দিনী,
পরম শিবের মনোমোহিনী ॥

ভাবিলে এরূপ বালার্ক কান্তি,
ঘুচায়ে সকল মনের ভ্রান্তি,
অপার ভব দুঃখের শান্তি,
কালী চায় মার শ্রীপদ দুখানি ॥

৩০৩। রাগিণী ইমন্ তাল একতালা।

অপরূপা কে ও কার রমণী।
রূপেতে করেছে আলো ত্রিলোকমোহিনী ॥
কে রে করি-অরি-পৃষ্ঠ করি ভর,
পরিধান কিবা লোহিত অম্বর,
মৃণাল নিন্দি চারু চারি কর,
নব প্রভাকর বরণী ॥

আরক্ত কমল নিন্দি পদতল,
নখর অমল শশী সকল,
শ্রীপদাম্বুজ পূজে সুর দল,
নারদাদি ঋষি বন্দিনী ॥
নাগ যজ্ঞোপবীতিনী কে রে,
নাভি লাল কমল ভূষিতা নানা লঙ্কারে,
মণিময় মুকুট শোভা পায় শিরে,
ত্রিপুর তিমির রূপে বিনাশিনী ॥

———

৩০৪। রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কে রে বামা সিংহ বাহিণী।
বিকচ পঙ্কজ জিনি ত্রিনয়নী
লোহিত বসনা সুধীরা নবীনা
মধুর মধুর মৃদু ভাষিণী ॥
আরক্ত কমল নিন্দি পদতল
নখর নির্ম্মল নিশাকর জিনি ॥
রূপে করে আলো ধরণী মণ্ডল
প্রভাতের যেন নব দিনমণি ॥
কিবা গলে শোভে নাগ যজ্ঞোপবীত,
ত্রিবলী বলয় নাভি লাল কুমুদ,

নিরখিয়ে বেণী লজ্জিত কাল ফণী
নিষ্কলঙ্ক অৰ্দ্ধশশাঙ্ক ভালিনী ॥
কে রে চতুর্ভুজা নানা'লঙ্কারে ভূষিতা
বিবুধ বন্দিতা দনুজ দলনী ॥
কালী কয় মাতা জগত প্রসূতা
হরের বনিতা ব্রহ্ম সনাতনী ॥

৩০৫। রাগিণী মালকোষ—তাল কাওয়ালী।

কে রে কুরঙ্গ রাজে বিরাজে নব পতঙ্গ বরণী
অপরূপ রূপে আলো করিয়াছে ধরণী ॥
প্রফুল্ল কমলদল দলিত পদ দু'খানি।
নখর কর নিকর নিশাকর কর জিনি ॥
সুমধুর মৃদু হাসে সৌদামিনী সু প্রকাশে
চাঁচর চিকুর যেন নবীন কাদম্বিনী ॥
সুচারু চারি কর মৃণাল আকার
মণিময় নানা'লঙ্কারে বিভূষিণী ॥
ত্রিবলী বলয়োপেত ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীত
নাভি সুশোভিত যেন লাল নলিনী ॥
বিমল বিধু ভালিনী চতুরাস্ত্র ধারিণী
মহর্ষি বন্দিনী বামা দনুজে দলনী ॥
কালী কয় মা গুণাতীতা ত্রিজগত প্রসূতা
হরের বনিতা ভব ভয় নিবারিণী ॥

হর-গৌরী।

৩০৬। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

(মন) হের হৃদি পদ্মাসনে।
বালার্ক বরণা হর বরাঙ্গনা
লোহিত বরণা হরের বামে ॥
রজত কাঞ্চন একত্রে কিরণ
এরূপ স্বরূপ-বিহীন ভুবনে,
এরূপে নয়ন সদা রাখ মন
বিরূপ হইয়ে বিষয় ধনে ॥
হের বিকচ লাল নলিনী দল
দলিত রাঙা রাতুল চরণে,
দেখ কত শত পূর্ণ নিশানাথ
প্রকাশিত মায়ের পদ নখ কোণে ॥
কিবা সুন্দর চারি কর শোভাকর ভালে বিধুবর
ভূষিত নানা আভরণে,
ত্রিবলী বলয় অতি শোভাময়
কত অমিয় বরষে বচনে ॥
মায়ের নাভি লাল বিকচ কমল
পদে পতিত সুর সকল,
নাগ উপবীত গলেতে শোভিত
কালীর এরূপ যেন জাগে সদা মনে ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গীত

বৈষ্ণব-সঙ্গীত

ওঁ তৎসৎ।

৩০৭। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

মরি কি সেজেছে ভালো কালার বামে কমলিনী।
নব ঘন পাশে যেন শোভে স্থির সৌদামিনী ॥
জুড়াইল তাপিত প্রাণ ওরূপে ভুলিল মন
ইচ্ছা নয় ফিরাই নয়ন, হেরি রূপ দিবা রজনী ॥
মোহিত রূপে জগত অপরূপ বর্ণাতীত
কালী চায় ওরূপে চিত না হয়ে কুপথগামী।

৩০৮। রাগিণী বায়েশ্রী—তাল একতালা।

কোথা হে করুণাময় হরি।
মম কাল নিকট অতি শঙ্কট হেরি ॥
কাল করাল করে কর ত্রাণ কালীরে
করুণা বিন্দু বিতরি ॥
(আমি) না জানি ভজন সাধন হে ভব তারণ
কেবল ভরসা মম চরণ তোমারি ॥
তুমি অধম তারণ আমি হে অধম জন
রাখ নিজ নাম গুণ ওহে মুরারি ॥

তুমি নিত্য নিরঞ্জন জগজ্জন জীবন
স্বজন পালন লয় কারী ॥
তুমি ব্রহ্ম সনাতন আত্মা নারায়ণ
বিকার বিহীন সর্ব্বোপরি ॥
তুমি গণেশ দিবাপতি মহেশ আদ্যাশক্তি
গ্রহ, নক্ষত্রাদি, পয়ঃ, ভূমি, গিরি ॥
তুমি অনল, শশী, রাশি, ব্যোম, বায়ু, দিবা, নিশি,
সব ভূত বিনাশী গিরিধারী ॥

৩০৯। রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

হরি হরি বল বদনে।
বিষয় কাজে থাক বা না থাক রাখ মন হরি চরণে ॥
ঘুঘু'র দেখ পঙ্কে সতত,
বস্তুতঃ দেহ পঙ্ক রহিত,
এই মত বাস জগতে উচিত,
নির্লিপ্ত হয়ে পাপ কর্দ্দমে ॥
বারেক ভবতারণ চরণ,
স্মরণ যদি না করিবে মন,
কেমনে ভবে কালীনারায়ণ,
হবে ত্রাণ ভব দুর্গমে ॥

৩১০। রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়া।

হরি কে জানে তোমার অপার মহিমে।
অনন্ত তোমার রূপ বিহর অনন্ত গুণে ॥
পৃথ্বী বেদ উদ্ধারিলে ধরণী শিরে ধরিলে
হিরণ্যকশিপু হরি নাশিলে ভক্ত কারণে ॥
বলীরে নিলে পাতালে নিক্ষত্র ক্ষিতি করিলে
দেবে দয়া প্রকাশিলে, বিনাশিলে দশাননে ॥
অবর্ণ্য অসীম লীলা বৃন্দাবনে প্রকাশিলা
আঙ্গুলে গিরি ধরিলা, ভুলালে গোপিকাগণে ॥
তুষিলে রেবতী মন রাখিলে দ্রৌপদীর মান
পাণ্ডবে দিলে হে পুনঃ রাজ্য বধি কুরুগণে ॥
প্রচারি অহিংসা ধর্ম্ম উদ্ধারিলে জীবগণ
কালীর হৃদয়ে বিরাম কর হরি শক্তি সনে ॥
হইলে কলির শেষ পাপীরে করিবে নাশ
তব মায়া অপ্রকাশ তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে ॥

৩১১। রাগিণী বাঘেশ্রী—তাল একতালা।

কবে হেরিব নয়নে অদ্ভুত অপরূপ একাসনে ॥
নব নীরদ নব কিশোর
রজত বরণ চন্দ্রচূড়
দামিনী বরণী রাধা বিনোদিনী
বালার্ক বরণা ভবানী বামে ॥

লাল কমল রাজিত চরণ
নখরে অমল শশীর কিরণ
আধ আধ ভাষ সুমধুর হাস
শরত বিকচ কমল বদনে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা মুরারি ধর
করে মনোহর শিঙ্গা ডম্বুর
আভরণ মণিময় ফণী চয়
ঢুলু ঢুলু আঁখি রাজীব লোচনে ॥
চাঁচর চিকুর জটাজূট ভার
বনমাল হাড় মাল রুচির
কস্তুরি লেপন বিভূতি ভূষণ
পীতবাস ব্যাঘ্র ছাল পরণে ॥
পুরুষ প্রকৃতি না করি ভেদ,
সাধিব পঞ্চে ভাবিয়ে এক,
ঘুচিবে তবে কালীর খেদ,
কালী দিবেন পদ অন্তিমে ॥

৩১২। রাগিণী বাঘেশ্রী—তাল আড়া।

মন হরি চরণ স্মরণ ত্যজি কুপথে কেন গমন
বিষম সে শেষ দিন বুঝি মনে নাহি মন ॥
এ সংসার কিছু নয় সকলি অনিত্যময়
জানিবে নিশ্চয় সব নিশার স্বপন ॥

দারাসুত ধন দেহ যার প্রতি অতি স্নেহ
তব সহগামী কেহ না হবে হলে মরণ ॥
শুন রে সুবুদ্ধি যুক্তি হরি পদে রাখ ভক্তি
সাধ রে যথাশক্তি কালীর মুক্তি কারণ ॥

৩১৩। রাগিণী খট্ ভৈরবী—তাল একতালা।

আহা আজু কিবা শোভা হেরি।
গোলকের নাথ এলেন রমানাথ
অনাথের নাথ শুভকারী ॥
যাঁর অন্ত অনন্ত নাহি পান ধ্যানে,
কৃত্তিবাস গুণ গান পঞ্চাননে,
কত মুনি ঋষিগণে পতিত চরণে
চতুর্ম্মুখ সম্মুখে কর জুড়ি ॥
কালীর পুরাইতে মন অভিলাষ,
দয়াময় হরি প্রভু শ্রীনিবাস,
হলেন সুপ্রকাশ সুখের নাহি শেষ
শেষে এরূপ দয়া চাহি হে মুরারি ॥

৩১৪। রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়া।

আজু কি আনন্দময় হইল ভূ-মাঝেতে।
পুলকে ত্রিলোক ভাসে সুখসিন্ধু নীরেতে ॥

ভূ-ভার হরণ জন্য মহীরে করিতে ধন্য
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতীর্ণ হলেন মথুরাতে ॥
মানবের দেহ ধরি গোলক বিহারী হরি
এলেন গোলক ছাড়ি ভক্ত আশা পূরাইতে ॥
তরুণ অরুণ জিনি শ্রীপাদপদ্ম দুখানি
আজানু লম্বিত পাণি মৃদু হাসি শ্রীমুখেতে ॥
নবীন ঘন বরণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম
হেরি ভোলে জগজন অতুল রূপ জগতে ॥
যাঁহার পদ সরোজ চিন্তেন দেবরাজ
সদা ভাবি ভব অজ তবু নাহি পান ধ্যানেতে ॥
কালী কৃষ্ণ এক কয় কিছু ভেদ নাহি তায়
কালী মন অর্পে পায়, কাল ভয় বিনাশিতে ॥

৩১৫। রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

আহা মরি একি রূপ, রূপেতে তিমির হরে।
এ শ্রীমুখ ইন্দু নিন্দি শরদিন্দু
উপমা বিহীন ত্রিসংসারে ॥
সজল জলদ অঙ্গের বরণ,
সুকোমল অতি সুচারু গঠন,
রূপ অপরূপ কিবা—
অধরে তরুণ অরুণ কিরণ,
আঁখিতে সরোজ বিরাজ করে ॥

অকারণ নয় মাস নয় দিন,
শিশুরে উদরে করিলাম ধারণ,
হায় প্রাণ যায়—
ও যে এখনি এ ধন করিবে নিধন,
কে রক্ষা করে এ বিপক্ষ সাগরে ॥
কেন বিধি দুঃখ দেন বারে বারে,
বিধির একি বিধি দিয়ে নিধি হরে,
নয় কি নিদয়, দীন কালী কয়—
শিশুকে নাশিতে পারে ;
অবতরি হরি কংস ধ্বংসিবারে ॥

৩১৬। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

হয়ে সুখী দেবকী বিনয়ে বসুদেবে কয়।
হের দেখ নাথ, নীল নিশানাথ নিশার্দ্ধভাগে উদয় ॥
এরূপ জলদ কান্তি শান্তি করে তিমির চয়,
মরি কিবা রূপ নাহিক স্বরূপ
হেরিলে কভু না দুঃখ রয় ॥
এ শিশু নহে সামান্য হবে মান্য মহীময়
হায় কি কাণ্ড হেরি প্রকাণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড মুখে সমুদয় ॥
এ ধন কংস নিধনকারী দুঃখান্ত নিশ্চয়,
কালী দীন কয় বসু মহাশয়
ইথে না ভাব সংশয় ॥

৩১৭। রাগিণী ইমন্—তাল ঠেকা।

মন চিন্ত শ্রীরাধা চরণ।
সময় সমাধা প্রায় নিকট শমন ॥
যে পদ চিন্তি হরি আঙ্গুলে ধরিলেন গিরি
নানা লীলা প্রচারি' ভুলালেন বৃন্দাবন ॥
যে পদ দেব দুর্লভ তীর্থাদির উদ্ভব
ভেবে নাহি পান ভব ইন্দ্রাদি চতুরানন ॥
এ পদ নাহি সাধিলে কেমনে বুঝাবে কালে
তাই ভেবে ভেবে কালী কালী বরণ ॥

৩১৮। রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

ভাবরে মন রাধারমণে।
করেন যে জন সৃজন পালন লয় ত্রিগুণে ॥
কেন মন নাহি সাধ এ ধন সাধনে,
জ্যোতির্ম্ময় নন, গোচর নয়নে,
যিনি অনল অনিল শূন্য জল স্থল
আছেন চরাচর স্থাবর জঙ্গমে ॥
যাঁর তেজে তেজোময় দেবগণে,
অবনীতে অবতরি জীব ত্রাণে,
যাঁর মায়ায় মোহিত জগত জনে,
সকলি হতেছে তাঁর ইচ্ছাধীনে ॥

যিনি সর্ব্বময় সদাশয় অগম্য বেদাগমে
ওহে কৃপাময় হ'য়ে সদয়
দাও শ্রীপদদ্বয় কালীরে চরমে ॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।

৩১৯। রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

হের নয়ন রাজীব লোচন
পরম পুরুষ পুরাতনে।
গোলোক বিহারী ত্রিলোক কর্ত্তা হরি
অবতীর্ণ অযোধ্যাধামে ॥
কিবা নাভি সুগভীর দেখিতে সুন্দর,
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর,
মনোহর বেশ মোহে ত্রয় দেশ
মৃদু মৃদু হাস শ্রীবদনে ॥
আজানু লম্বিত কর মৃণাল,
গলে বন মালা শোভিছে ভাল,
প্রভাকরের প্রভা শশধরের শোভা
মলিন করেছে রূপ কিরণে ॥
জগত ব্রহ্মাণ্ড উদর ভিতরে,
যে বিভুর আভা ব্যাপ্ত চরাচরে,
দেখে অপরূপ দশরথ ভূপ
আপনাকে ধন্য মানে ॥

দেবাদিদেব প্রভু পঞ্চানন,
সুরগণ সবে গদ গদ ভাবে
ভূ-দুহিতা রমণে ॥
রাম রঘুপতি প্রভু দয়াময়,
এক ব্রহ্ম কৃষ্ণ কালী সর্ব্বময়,
কালী মূঢ়মতি ওহে সীতাপতি
কর নিষ্কৃতি নিজগুণে ॥

৩২০। রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

মন ভাব শ্রীরাম রঘুনন্দনে।
জনক নন্দিনী দামিনী বরণী
নবদুর্ব্বাদল শ্যামের বামে ॥
কলুষ সবে হবে বিনাশ,
দূরে যাবে রবি-সুত ত্রাস,
নাহি হবে কভু গর্ভবাসে বাস,
র'বি সদা আনন্দ মনে ॥
ভাব সীতাপতির অভয় চরণ,
যাহে জন্মহরা জাহ্নবীর জনম,
কাষ্ঠের তরী হইল কাঞ্চন,
শিলা হ'লো মানবী, পদ পরশনে ॥

এক ব্রহ্ম নিত্য রাম নারায়ণ,
বিবিধ মূরতি সাধক কারণ,
শিবরাম সদা অভেদ ভাব মন,
চাও যদি তারিতে কালী দীনে ॥

৩২১। রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

রাম রঘুপতি ত্রিজগত পতি
উৎপত্তি প্রলয় কারী হে।
জানকী বল্লভ ত্রিলোক দুর্ল্লভ
পতিত পাবন ধনুকধারী হে ॥
কালীর কাল নিবারক নানারূপ ধারক
তারক ব্রহ্ম রাবণারি হে ॥

গঙ্গা।

৩২২। রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালী।

ও মা গঙ্গে গতি প্রদায়িনী।
অগতি-গতি-দাত্রী কৃতান্ত দলনী ॥
সুরধুনী মন্দাকিনী ভোগবতী বিস্তারিণী
ত্রিলোক পাবনী ত্রিতাপ হারিণী ;
কলুষ বিনাশিনী কৈবল্য দায়িনী
কল্যাণ কারিণী শূলপাণি সোহাগিনী ॥

ত্রিলোক ঘৃণিত অতি কুকর্ম্মান্বিত
নানা পাপাশ্রয় জনে আশ্রয় দায়িনী ;
শৈলেশ নন্দিনী শিবশির বিহারিণী
জগ জননী মাতঃ মাকর বাহিনী ॥
ও মা ত্রিভুবন তারিণী মহাপাতক নাশিনী
ত্রিভুবনপতি পশুপতি মনোমোহিনী ॥
কে জানে তব মহিমা বেদতন্ত্রে নাহি সীমা
কালীরে কর করুণা নিকটে রাখ জননী ॥

সূর্য্য ।

৩২৩ । রাগিণী ললিত বিভাস—তাল ঝাঁপতাল ।

কোথাহে দিনকর অংশুধর দয়া কর ।
দয়াময় হ'য়ে সদয় এ দীনের সব রোগ হর ॥
ত্বং হি দেব দেবাধিপতি পশুপতি গণপতি
ভগবতী শ্রীপতি অগতির গতি সূর ॥
ত্বং হি ব্রহ্ম নিরঞ্জন অভেদ পরমেত্মন
জগত জীবের জীবন জগন্ময় জগতাধার ॥
ত্বং গুণ জ্ঞান ত্রিগুণ অবর্ণ্য হে তব গুণ
বিতরণে নিজ গুণ পূরাও হে আশা কালীর ॥

শ্রীশ্রীব্রহ্মণে নমঃ।

৩২৪। রাগিণী ইমন্—তাল জলদ কাওয়ালী।

চতুরানন গুণ গাওরে মন।
যাঁর চতুর্ব্বেদে নাহি হয় নিরূপণ ॥
অনল অনিল সূর্য্য জল স্থল
স্থলজ জলজ চতুর্দ্দশ ভুবন ॥
জীব অচেতন কীট পতঙ্গম
স্থাবর জঙ্গম যাঁর সৃজন ॥
সুপথ প্রদর্শক ভক্তি প্রদায়ক
ত্রিলোক পালক সেবক রঞ্জন ॥
পিতামহ ধাতা সকল ফল দাতা
হর্ত্তা কর্ত্তা করণ কারণ ॥
নিত্য-নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন
সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ ধারণ ॥
কালীনারায়ণ কহে দিয়ে মন
সাধ সদা সাবিত্রী মনোমোহন ॥

———

সূর্য্যাষ্টক।

হে সূর্য্যং ত্রিলোকাধারং ত্রৈলোক্যত্রাণকারকং
ত্রিলোকপালকং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ১॥
দিনেশং দিননাথকং দেবেশং কশ্যপাত্মজং
সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্মং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ২॥
একচক্ররথারূঢ়ং ভাস্করং পরমেশ্বরং
নক্ষত্রাদিগ্রহাধীশং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৩॥
জবাকুসুমবরণাভং জগদ্দীপ্তিকারকং
ছায়া-সংজ্ঞা-বল্লভং ভানুং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৪॥
জ্যোতির্ম্ময়ং তেজোরূপং যোগরূপং জগন্ময়ং
ত্রিগুণজীবনম্ অর্কং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৫॥
সর্ব্বেশং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বরোগবিনাশকং
সর্ব্বকামপ্রদং সূরং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৬॥
দ্বাদশাত্মানমাদিত্যং ব্রহ্মানং পরমাত্মনং
দীনদৈন্যদুঃখান্তকং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৭॥
নিত্যানন্দময়ং সত্যং রবিং নিত্যং নিরঞ্জনং
নানারূপধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৮॥
ইদং সূর্য্যাষ্টকং শ্রুতং পঠেৎ বা শ্রাবয়েৎ যদি
সর্ব্বরোগাৎ বিমুক্তশ্চ চতুর্বর্গং লভেৎ নরঃ॥ ৯॥

ইতি কালীকৃতং নূতনং সূর্য্যাষ্টকম্।

দুর্গাষ্টক।

নমস্তে জ্যোতীর্ম্ময়ী ব্রহ্মরূপাং
নমস্তে সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বভূতাং
নমস্তে জগৎকর্ত্রী ত্রিতাপহরাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্॥ ১॥
নমস্তে পরমেশ্বরী পরমাত্মাং
নমস্তে পরানন্দময়ী সর্ব্বোপরাং
নমস্তে সর্ব্বব্যাপিনী স্থূলসূক্ষ্মরূপাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্॥ ২॥
নমস্তে বায়ূর্ম্ম্যাকাশপাতালরূপাং
নমস্তে জলস্থলদিগনন্তরূপাং
নমস্তে মাতঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়করাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্॥ ৩॥
নমস্তে নিত্যময়ী সত্যা নির্ব্বিকারাং
নমস্তে দিবারাত্রি সন্ধ্যা দ্বিপক্ষাং
নমস্তে বলবুদ্ধিদাত্রীং ত্রিগুণধরাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্॥ ৪॥
নমস্তে অব্যয়া অদ্বৈতা পরাৎপরাং
নমস্তে রবিচন্দ্র আদি গ্রহরূপাং
নমস্তে রোগ-শোক-তাপ-দুঃখ-হরাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্॥ ৫॥

নমস্তে অনাদ্যা আদ্যা নিদ্রা মূলাধারাং
নমস্তে পুং প্রকৃতি ক্লীব মহানিদ্রাং
নমস্তে সর্ব্বশক্তিমতী সারাৎসারাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্ ॥ ৬ ॥
নমস্তে বাণী বাহিনী বর্ণ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-চিন্তা-নিরাকারাং
নমস্তে বেদ-তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান-রূপাং
নমস্তে ভক্তি-মুক্তি-দাত্রী কামপ্রদাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্ ॥ ৭ ॥
নমস্তে ত্রিদেবমাতঃ মহামায়াং
নমস্তে মহাপাতকত্রানকত্রীং
নমস্তে কালী-দীনে ভবে ত্রানকরাং
নমস্তে জগদ্ধাত্রী কালী ত্রাহি মাং দুর্গাম্ ॥ ৮ ॥
ইদং দুর্গাষ্টকং নিত্যং পঠেৎ বা শ্রাবয়েৎ যদি
সর্ব্বকামং লভেৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বরোগাদি নাশনং
সর্ব্বাপদো বিনশ্যন্তি অন্তে গচ্ছতি শিবনগরম্ ॥

দুর্গার স্তব।

ওঁ দুর্গে দুর্গতিনাশিনী ॥

ওঁ দুর্গে, ত্বয়ি পরাৎপরা জন্মমৃত্যুহরা সর্ব্বোপরা জগদ্ধাত্রীকে।
ত্বয়ি ত্রিদেবমাতা ত্রিলোকবন্দিতা ত্রিভুবনজনগণপালিকে ॥ ১ ॥
ত্বয়ি পরমেত্মনী পরমব্রহ্মসনাতনী ত্র্যম্বকমোহিনী অম্বিকে।
ত্বয়ি বিশ্বাধারা শঙ্করমনোহরা সংসারার্ণবত্রাণকারিকে ॥ ২ ॥

ত্বয়ি গিরিবালা মাতঙ্গীবগলা সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বভয়খণ্ডিকে।
ত্বয়ি সারাৎসারা সর্ব্বমূলাধারা ব্রহ্মাণ্ডউদরেধারিকে ॥ ৩ ॥
ত্বয়ি সিদ্ধিদাত্রী সর্ব্বঘটে স্থিতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিকে।
ত্বয়ি গুণাতীতা সর্ব্বগুণযুতা তপনতনয়ভয়নিবারিকে ॥ ৪ ॥
ত্বয়ি জ্ঞানদাতা হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ভক্তিমুক্তি চতুর্ব্বর্গদায়িকে।
ত্বয়ি সর্ব্বাকারা সর্ব্বময়ী নিরাকারা সাকারা সর্ব্বব্যাপকে ॥ ৫ ॥
ত্বয়ি স্থূল, সূক্ষ্ম, পরমাণু, শীত, রুক্ষ, ত্বয়ি বিপক্ষভয়ভঞ্জিকে।
ত্বয়ি জল, স্থল, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, অনিল, অনল, দক্ষবালিকে ॥ ৬ ॥
ত্বয়ি অপরূপা, ব্রহ্মস্বরূপা, ব্রহ্মময়ী নানারূপধারিকে।
ত্বয়ি শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, অসিতবরণা কালিকে ॥ ৭ ॥
ত্বয়ি অনাদ্যা, জ্যোতির্ম্ময়া সাধ্যা, গায়ত্রী শিবা শান্তিকে।
ত্বয়ি ক্লীব পুরুষ, মূল প্রকৃতি গণেশ, পঞ্চতত্ত্বময়ী জগদম্বিকে ॥ ৮ ॥
ত্বয়ি আকাশ, দশদিগশেষ, ব্যোমকেশ মনোমোহিকে।
ত্বয়ি দিনেশ, শশধরঈশ, ধনেশ ধনদায়িকে ॥ ৯ ॥
ত্বয়ি বরুণ, ইন্দ্রাদিযম, যমযাতনা বিনাশিকে।
ত্বয়ি বার, তিথি, মাস, পক্ষ, ক্ষিতি, পশুপতিহৃদবিলাসিকে ॥ ১০ ॥
ত্বয়ি অহোরাত্র, গ্রহাদি নক্ষত্র, সর্ব্বত্রগামিনী ভবভাবিকে।
ত্বয়ি নারায়নী, ব্রাহ্মণী, ইন্দ্রানী, বাক্‌বাদিনী বীণাধারিকে ॥ ১১ ॥
ত্বয়ি সুরধুনী, পতিতপাবনী ত্রিলোকপবিত্রকারিকে।
ত্বয়ি ধরাধর, সপ্তসাগর, সর্ব্বদা বিপদহন্ত্রিকে ॥ ১২ ॥
ত্বয়ি সীতা, লক্ষ্মী, বারাহী, সিতাক্ষী, দশশতদলনিবাসিকে।
ত্বয়ি ত্রিপুরেশী, অপর্ণা মাহেশী, অন্নপূর্ণা ত্রিদেবসাধিকে ॥ ১৩ ॥

ত্বয়ি সন্ধ্যা, নিশা, বলজ্ঞান ধীশা, ত্বয়ি সর্ব্বময়ী ত্রিগুণাত্মিকে।
ত্বয়ি নদনদী বিধি বিধির বিধি শ্রুতিস্মৃতি বেদউদ্ধারিকে ॥ ১৪ ॥
ত্বয়ি দশ অবতার, দশমহাবিদ্যাপ্রচার, ত্বয়ি ভূমিভারহারিকে।
ত্বয়ি রাধাকৃষ্ণ, ভক্তজনইষ্ট, ব্রজে নানালীলা প্রকাশিকে ॥ ১৫ ॥
ত্বয়ি সুরপালিনী, দানবঘাতিনী, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকর্ত্রিকে।
ত্বয়ি চরাচর, জঙ্গম, স্থাবর, জীবে চৈতন্যকারিকে ॥ ১৬ ॥
ত্বয়ি বিশ্বোদরা, শিবানন্দপরা, কলুষবারিণী বর্ণমালিকে।
ত্বয়ি দণ্ড, পল, সুধা, হলাহল, আনন্দকৈবল্যপ্রদায়িকে ॥ ১৭ ॥
ত্বয়ি মহানিদ্রা, সতী, সাবিত্রী, বিদ্যা, নিদ্রারূপাবালিকে।
ত্বয়ি মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য,
শশীভালিকে ॥ ১৮ ॥
ত্বয়ি শান্ত, দান্ত, কামশূন্য মহাযন্ত্র, সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি-দায়িকে।
ত্বয়ি প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ভবভ্রান্তি
শান্তিকারিকে ॥ ১৯ ॥
ত্বয়ি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মনোরমা, সার্দ্ধ ত্রিকোটীনাড়িকে।
ত্বয়ি বিশ্বরূপা, বর্ণস্বরূপা, তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রকাশিকে ॥ ২০ ॥
ত্বয়ি ওঁকার নাদ, বিন্দুরূপে সর্ব্বাধার, ত্বয়ি ত্রয়গুণাবলম্বিকে।
ত্বয়ি ঔষধ, ব্যাধি বিবিধ, সর্ব্বরোগ-বিনাশিকে ॥ ২১ ॥
ত্বয়ি বর্ণাতীতা, অব্যয় অব্যক্তা, নিত্যানন্দময়ী মাতৃকে।
ত্বয়ি বলাবল, দেবর্ষি সকল, দুর্ব্বলের বলপ্রদায়িকে ॥ ২২ ॥
ত্বয়ি পরমার্থ, কাশী আদি সব তীর্থ, সত্য নিত্য যথার্থবাদিকে।
ত্বয়ি ক্ষুধা, শান্তি, তৃষা, তৃষ্ণা, ধৃতি, দৈত্যদর্পদূরকারিকে ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি মহামায়া, করুণা নির্দ্দয়া, মায়ায় ত্রিপুর আচ্ছাদিকে।
ত্বয়ি তত্ত্বমশী, পরমাত্মা মহেশী, সর্ব্বদা শুভবিধায়িকে ॥ ২৪ ॥
ত্বয়ি ত্রিকাল, ত্রিশিখী কালাকাল, মহাকালীচণ্ডিকে।
ত্বয়ি করণকারণ, ত্রিজগজ্জীবন, কালীর গর্ভযাতনা নিবারিকে ॥ ২৫ ॥

জগদম্বার সহস্র নাম।

জগদ্ধাত্রী মহামায়া আদ্যাশক্তি সনাতনী।
সর্ব্বাণী সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী ॥ ১ ॥
গণেশজননী দুর্গা গিরিরাজনন্দিনী।
ত্রৈলোক্যতারিণী তারা ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রসবিনী ॥ ২ ॥
সুখদা মোক্ষদা দেবী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
অন্নদা অন্নপূর্ণা চ শিবহৃদি বিলাসিনী ॥ ৩ ॥
ভৈরবী ভবানী ভীমা ভব-ভয়-বিমোচিনী।
বিশালাক্ষী মহারূঢ়া কামদা কামরূপিণী ॥ ৪ ॥
কালী কালরাত্রিশ্চ মহাকালমোহিনী।
রাজরাজেশ্বরী দেবী সৃজন-লয়-কারিণী ॥ ৫ ॥
সারদা বরদা শিবে সর্ব্বদা সুখদায়িনী।
সুরেন্দ্রপালিকা মাতঃ দানবধ্বংশকারিণী ॥ ৬ ॥
কৌমারী বগলা ধূমা মহাবিদ্যারূপিণী।
ষোড়শী ছিন্নমস্তা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৭ ॥
ত্রিতাপহারিণী জ্বালা জয়দা জয়কারিণী।
ত্রিগুণধারিণী দুর্গা ধরাভারনিবারিণী ॥ ৮ ॥

শ্মশানবাসিনী চণ্ডী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী।
শুম্ভ-নিশুম্ভ সংহন্ত্রী চ মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ৯ ॥
মাতঙ্গী কমলা বিদ্যা মহানিদ্রাব্যাপিনা।
জগৎকর্ত্রী যোগমায়া জরামৃত্যুভয়হারিণী ॥ ১০ ॥
পরমেশ্বরী পরমাত্মা বিজয়া পরমেত্মনী।
পরমা প্রকৃতি শক্তি ভক্তি-যুক্তি-প্রদায়িনী ॥ ১১ ॥
জয়ন্তী ভদ্রকালী চ বারাহী শূলধারিণা।
গায়ত্রী বেদমাতা চ দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ১২ ॥
অম্বে অম্বালিকা গৌরী শঙ্করী সিংহবাহিনী।
অমরে পূজিতা দেবী বিরিঞ্চি ভবভাবিনী ॥ ১৩ ॥
কাত্যায়নী কালরূপা কৈলাসশিখরবাসিনী।
কলি-কলুষখণ্ডিনী মাতঃ বিপত্তে ভয়ভঞ্জিনী ॥ ১৪ ॥
মৃড়াণী মৃত্যুঞ্জয়জায়া অপমৃত্যুবিনাশিনী।
অক্ষয়া অপরাজিতা দেবী আপদে ত্রাণকারিণী ॥ ১৫ ॥
সাবিত্রী বিমলা বাণী পরাৎপরা পুরাতনী।
ঈশানী ইন্দ্রাণী অজয়া রাবণনিধনকারিণী ॥ ১৬ ॥
পরমাণু-সূক্ষ্মরূপা স্থূলরূপা সুলোচনী।
সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য-দাত্রী সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ॥ ১৭ ॥
আকাশ-পাতালরূপা জলরূপা নারায়ণী।
স্থাবর-জঙ্গম-রূপা দিবা-নিশি-রূপিণী ॥ ১৮ ॥
ব্যাধিরূপা মহাদেবী চতুর্ব্বেদরূপধারিণী।
বিরলা ভুবনেশ্বরী মাতঃ নারীরূপা নিতম্বিনী ॥ ১৯ ॥

বায়ুরূপা জগন্মাতা ব্রহ্মাণ্ডপ্রতিপালিনী।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী দেবী নরসিংহরূপিণী ॥ ২০ ॥
শঙ্খিনী চক্রিণী রামা নিরাকারা নিরঞ্জনী।
নির্ব্বিকারা মূলাধারা গীতবাদ্য-স্বরূপিণী ॥ ২১ ॥
ধনদা জ্ঞানদা দেবী সংসারহিতকারিণী।
মাহেশ্বরী মোহরূপা মুক্তকেশী বিবসনী ॥ ২২ ॥
চিদানন্দময়ী দেবী ক্ষীরদা মোক্ষদায়িনী।
মৃন্ময়ী মীনরূপা কচ্ছপরূপধারিণী ॥ ২৩ ॥
বামন-বরাহ-মূর্ত্তিশ্চ রামকৃষ্ণ-বুদ্ধরূপিণী।
নানাবর্ণময়ী দেবী সতী সাধ্যা আকর্ষিণী ॥ ২৪ ॥
পূর্ণানন্দময়ী দেবী কুলদা বরদায়িনী ॥
কৌশিকী উগ্রচণ্ডা চ রক্তবীজবিনাশিনী ॥ ২৫ ॥
মধুকৈটভসংহন্ত্রী চ কংশাসুর-নিপাতিনী।
ভক্তবাঞ্ছা-প্রদা দেবী সাকারা স্বররূপিণী ॥ ২৬ ॥
করালী কঙ্কালী মুণ্ডমালী কপালিনী।
চিন্তামযী মহোদরী জগৎচিন্তাকারিণী ॥ ২৭ ॥
পুরুষ-প্রকৃতিরূপা গ্রহরূপা জনার্দ্দনী।
কুলকুণ্ডলিনী দেবী বিরজা মৃগবাহিনী ॥ ২৮ ॥
ভগবতী পার্ব্বতী দেবী অম্বিকা গতিদায়িনী।
অদ্ভুতরূপিণী দুর্গে দুর্গমে দুঃখনাশিনী ॥ ২৯ ॥
মানদা অভয়া পূর্ণা কৃত্তিকা কালরূপিণী।
চপলা চঞ্চলা দেবী চৌরাগ্নিভয়বারিণী ॥ ৩০ ॥

শুভদা ভয়দা দেবী কালীকা কৈবল্যদায়িণী।
কল্যাণী কামিনীরূপা বালারূপা নিনাদিনী ॥ ৩১ ॥
গীর্ব্বাণী গিরিশরাণী চিত্তানী চিত্তরূপিণী।
চামুণ্ডে চণ্ডনায়িকা চণ্ডাগ্র-অগ্রসাধিনী ॥ ৩২ ॥
শিবানী সর্ব্বমঙ্গলা মাতঃ মোহিনী-রূপ-ধারিণী।
সভয়ে অভয়দাত্রী পুনর্জন্ম-নিবারিণী ॥ ৩৩ ॥
অনাদ্যা অসাধ্যা সিদ্ধবিদ্যাপ্রকর্ত্তিনী।
শুভঙ্করী শুভদাত্রী অশুভ-অন্তকারিণী ॥ ৩৪ ॥
নিত্যানন্দময়ী দেবী নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী।
চৈতন্যরূপিণী মাতঃ জীবে চৈতন্যকারিণী ॥ ৩৫ ॥
বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র চ বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী।
শবারূঢ়া মহাদেবী সংহার-স্থিতিকারিণী ॥ ৩৬ ॥
দিগম্বরী দিগ্‌বাসা দিগ্‌রূপা বিভূষিণী।
দাক্ষায়ণী দক্ষসুতা পক্ষরূপা বিরচিনী ॥ ৩৭ ॥
মায়ারূপা স্থিতা দেবী নক্ষত্রাদি রাশি-রূপিণী।
জয়া জগদম্বা মাতঃ জগদানন্দ-কারিণী ॥ ৩৮ ॥
যজ্ঞেশ্বরী জগৎমাতা জগজ্জনপ্রসবিনী।
যশঃপ্রদা যোগেন্দ্রাণী মঙ্গলা জগৎব্যাপিনী ॥ ৩৯ ॥
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বরূপা লজ্জারূপা ভবগেহিনী।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষীণরূপা ভীষণা বিকটদর্শিনী ॥ ৪০ ॥
সরলা কুটিলা দেবী সৎপথপ্রদর্শিনী।
যশোদানন্দিনী ভদ্রা জগজ্জনবন্দিনী ॥ ৪১ ॥

জগৎ-উদ্ধারিণী দেবী জগন্মনোমোহিনী।
অপর্ণা অলকা শুভা শ্রদ্ধারূপা ত্রিলোচনী ॥ ৪২ ॥
অন্তর্যামিনী শ্যামা নিদ্রারূপা বরাননী।
সিদ্ধেশ্বরী শিবারূপা অশেষ-গুণ-ধারিণী ॥ ৪৩ ॥
রামেশ্বরী রণমত্তা অক্ষর-বর্ণ-রূপিণী।
সর্ব্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দ-স্বরূপিণী ॥ ৪৪ ॥
অনন্তা তারিণী ভাব্যা ভবভাব্যা সুরধুনী।
পিনাকধারিণী দুর্গা রুদ্রমুখী তপস্বিনী ॥ ৪৫ ॥
মেঘস্বলা সহস্রাক্ষী ঘোররূপা আবেশিনী।
সুন্দরী পুরসুন্দরী মাতঃ পাটলা বহ্নিরূপিণী ॥ ৪৬ ॥
পীতাম্বরপরিধানা কলমঞ্জীর-রঞ্জিনী।
সর্ব্বতীর্থময়ী দেবী দুর্গে সর্ব্বাস্ত্রধারিণী ॥ ৪৭ ॥
সাকম্ভরী ভবপ্রীতা ধৃতি মেধা সৌদামিনী।
ইন্দ্রাক্ষি নামনা দেবী শ্রুতি-স্মৃতি-সত্যবাদিনী ॥ ৪৮ ॥
অগত্ম্যায়াং গতিদাত্রী মহাপাতকনাশিনী।
যাগযজ্ঞময়ী দেবী জৃম্ভিণী যোগরূপিনী ॥ ৪৯ ॥
ঋতুব্রতরূপা দেবী অকুলে কুলদায়িনী।
অবিদ্যা অসিতারূপা পৃথ্বির্বেদ-উদ্ধারিণী ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বময়ী সারাৎসারা দৈবত-অঘ-নাশিনী।
হৈমবতী মহাবলী বিপক্ষদল দলনী ॥ ৫১ ॥
তারকব্রহ্মময়ী দেবী সংসারার্ণবরূপিণী।
অপ্সরা কিন্নরা দেবী যক্ষরক্ষ পিশাচিনী ॥ ৫২ ॥

শিলাময়ী উগ্রতারা অগোচরা উন্মাদিনী।
দীন দয়াময়ী মাতঃ নির্গুণে গুণদায়িনী ॥ ৫৩ ॥
বিকটাক্ষি মহাঘোরা অঘোর-মন-রঞ্জিনী।
অহংতত্ত্ব-দূর-কর্ত্রী দুর্ভিক্ষদূরকারিণী ॥ ৫৪ ॥
অদ্বৈতরূপিণী দেবী উলাঙ্গী অসিধারিণী।
নাগকন্যা বিশ্বমান্যা প্রসন্না প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৫ ॥
নিরুপমা নীলবর্ণা পূর্ণচন্দ্রনিভাননী।
নৃকরভূষিতা দেবী নিষ্কলঙ্ক কলঙ্কিনী ॥ ৫৬ ॥
প্রণবরূপিণী দেবী মহাপ্রলয়কারিণী।
পারং কর্ত্রী পদ্মনাভ পরমার্থরূপিণী ॥ ৫৭ ॥
পদ্মিনী পদ্মগন্ধাচ গন্ধর্ব্বরূপধারিণী।
ভূচর খেচররূপা ভাবীরূপা কিরাতিনী ॥ ৫৮ ॥
পঞ্চতত্ত্বময়ী দেবী যন্ত্ররূপা বিরাগিণী।
নবীনা প্রবীনা দেবী পবিত্রা পতিতপাবনী ॥ ৫৯ ॥
অজরা অমরা দেবী আনন্দা অলসনাশিনী।
কাশীশ্বরী বাক্‌রূপা গৌরাঙ্গী বিল্ববাসিনী ॥ ৬০ ॥
সম্পদসম্প্রদা দেবী সুরেশী শশীভালিনী।
নিশ্চিন্তরূপিণী মাতঃ নরকান্তকারিণী ॥ ৬১ ॥
ডাকিনী হাকিনী ক্ষান্তা বর্জ্জিনী বলদায়িনী।
তপনী তাপনী দেবী মালিনী মদন-উন্মাদিনী ॥ ৬২ ॥
মহাচন্দ্রী মহাশৌরী মহাবায়ুবী বারুণী।
রমণে রমণী মাতঃ আকাশপথগামিনী ॥ ৬৩ ॥

প্রাণেশ্বর প্রিয়া ঘোরা মহামহিষবাহিনী।
প্রাণশ্বেরী প্রাণরূপা বরাভয়বিধায়িনী ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বলোকময়ী দেবী সর্ব্বলোক-ভয়-হারিণী।
সতাক্ষী শঙ্করজায়া ভ্রামরী ভ্রমনাশিনী ॥ ৬৫ ॥
প্রধানপুরুষেশ্বরী মাতঃ শিবশক্তি আহ্লাদিনী।
গদিনী শূলিনী দেবী খড়িগনী শক্তিধারিণী ॥ ৬৬ ॥
ব্রাহ্মণী বৈরাটী কৃশা বিফলা ফলদায়িনী।
ভয়চ্ছেদা ভরদা ভূষণ্ডী ভূতাত্মা মোহিণী ॥ ৬৭ ॥
ভারতী মোহিনী মাতা সদা সুসংবাদদায়িনী।

* * * *

* * *

* *

বর্ণানুক্রমিক প্রথম পংক্তি।

সুরের সূচী।

সংখ্যা